বিশেষ রজনী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আরও কয়েকখানি নাটক :

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হালদার সাহেব ২৲

শ্রীপরিমল গোস্বামী প্রণীত

দুষ্মন্তের বিচার

(পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ) ১।০

ঘুঘু (আটটি কৌতুক নাটিকা,
১২খানি পূর্ণপৃষ্ঠা
কার্টুন ছবি সহ) ২৲

বিশেষ রজনী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৫১

মূল্য দুই টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

বইখানি

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীকে

সমর্পণ করিলাম।

ব. ভ. ম.

'বিশেষ রজনী' এবং 'পয়লা এপ্রিল'-এর সমস্ত গানগুলি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রচনা ; নাটকে সন্নিবেশিত করিবার অনুমতি দেওয়ার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

'আমি গিরি নির্ঝর…' গানটিতে সুরের সুবিধার জন্য দুই জায়গায় একটু পরিবর্তন করিতে হইয়াছে : মূল—'ফেলে যাই যা না পাই' স্থানে 'যা না পাই ফেলে যাই', এবং 'ঝরা ফুল ভেসে চলে' স্থানে—'ঝরা ফুল—সে যে ভেসে যায়'

এর দ্বারা যে ইতর বিশেষ হইল তাহার দায়িত্ব আমারই।

ব. ভ. ম.

বিশেষ রজনী

পুরুষ

পরেশ—ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাবের সেক্রেটারি। বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে।

ললিত—সিনিয়ার মেম্বার. বয়স ত্রিশ-বত্রিশ।

হরেন—মোশন মাষ্টার, প্রতি অঙ্গক্ষেপেই একটা জেশ্চার বা পশ্চার ফুটিয়া ওঠে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ।

থাকোহরি—নিতান্ত মেয়েলি ভাবাপন্ন, বয়স কুড়ি-বাইশ।

শঙ্কর—কতকটা ঐরূপ, বয়সে একটু ছোট।

সন্তোষ—

কালীপদ—তবলা বাদক।

যতীন—ক্ল্যারিয়নেট বাদক।

শরৎ—হারমোনিয়াম বাদক।

নীলু—আদর্শবাদী, কলেজের ছাত্র। বয়স সতের-আঠার।

কুমুদ—

পান্নালাল—ড্যানসিং মাষ্টার। যেখানেই থাকে, বেশিরভাগ দাঁড়াইয়াই থাকে, কথার মধ্যে বা ফাঁকে ফাঁকে পা'টা নিজের মনে সঞ্চালিত হইতে থাকে, নাচের স্বপ্ন দেখে।

গোবিন্দ—

ক্ষেত্রবাবু—শিবপুর হইতে আগত ড্যানসিং মাষ্টার—খুব রোগা, সামনে খুব বড় বড় চুল, তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

কলকাতাতেই ১৫৭৪৩ তা ভিন্ন বাইরের কথা তো ছেড়েই দাও !···একটা সভ্য দেশ নাকি হে ?···

হরেন ও তাহার দলের কয়েকজন কতকটা নির্লিপ্তভাবে একবার ঘুরিয়া ললিতের পানে চাহিল। আবার নিজেদের কথা লইয়া পড়িল।

সন্তোষ—আপনি যেমন বলছেন হরেনদা', এ-বইও তো ছাড়তে হয় তাহ'লে। কলকাতায় কে করছে হিরোর পার্ট দেখে এলেন ?

হরেন্—যদি বলি ভাদুড়ী নিজে করছেন ?···ক্যালকাটা ষ্টেজের কথা ছেড়ে দাও না। যদি তুললেই কথাটা তো বলি,—হবে না কেন ?—ইউনিয়ন ড্রামাটিকের ষ্টেজেও হয়, এমন কিছু মহামারী ব্যাপার নয়। আসল ডিফিকল্‌টি হচ্ছে এখানক'র সবাই হয়ে উঠেছে ভুঁইফোড় শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্তির ; কারুর কথা শুনবে না, ডিরেক্‌শুন্ নেবে না···

একটু চুপচাপ গেল। হরেন উর্ধ্বমুখ হইয়া বিড়ি টানিতে টানিতে পা দুলাইতে লাগিল

সন্তোষ—ক'টা দিন দেখলেন আপনি প্লেটা হরেনদা' ?

হরেন—ক'টা দিন বাদ গেছে তাই জিগ্যেস করো, বলা সহজ হবে। হরেনদা' তো কলকাতায় আড্ডা মারতে যায় না। ন'টা দিন ছিলাম, শুধু তিনটে দিন মিস্ করে গেলাম, নৈলে রোজ সন্ধ্যে থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত হরেন মিত্তিরকে দেখ অডিটোরিয়ামে নিজের সীটটিতে বকোধ্যানম্ হয়ে বসে আছে। ষ্টাইল পশ্চারের কথা বাদ দাও, কে ষ্টেজে এসে ক'ধাপ পা ফেললে তাও পর্যন্ত বলে দিতে পারি।···অমনি হয় না হে বাপু !···

সকলে প্রশংসায় একবার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, একটু ফিসফিসিনিও হইল

সন্তোষ—না হরেনদা, আপনি লাগিয়ে দিন। ও সব ভুঁইফোঁড়দের না হয় বাদই দেওয়া হবে, উপায় কি? ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাবে যারা প্লে করবার অ্যামবিশন রাখে তাদের করতে হবে ফলো আপনার ডিরেকশ্যন, নৈলে সোজা রাস্তা পড়ে রয়েছে···

থাকোহরি—[বাঁ হাতের উপর ভর দিয়া মেয়েলী ঢঙে শরীরে ঈষৎ দোল দিয়া] আমি কিন্তু এবার হিরোইনের পার্ট নিচ্ছি না হরুদা, আগে থাকতেই নোটিস দিয়ে রাখলাম। মেয়ের পার্ট আর আমার দ্বারা হবে না।

শঙ্কর—[মেয়েলী ঢঙে একটা বক্র কটাক্ষ হানিয়া] সুরু হল আদিখ্যাতা !

উঠিয়া ললিতের দলে গিয়া বসিল এবং থাকোহরি কথা কহিলে সেইখান থেকেই ঘাড় বাঁকাইয়া অল্প অল্প মুখ ভঙ্গী সহকারে মাঝে মাঝে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল

হরেন—[থাকোহরির কথার উত্তরে] তা নিস্ নি হিরোইনের পার্ট।

থাকোহরি—[নাকী সুরে এবং আরও শরীর দুলাইয়া] 'নিস্ নি !'—ঠাট্টা হচ্ছে! তারপরে পরেশ কাকাকে বলবেন—থাকো ভেন্ন ও পার্ট কারুর দ্বারা হবার নয়। আমি কিন্তু ও সব ভাঁওতায় ভুলছি না এবার, হুঁ—কখনও নয়—আমায় যেন সবাই দাগী হিরোইন করে তুলেছেন।

হরেন—[রাগিয়া উঠিয়া] আমায় মিছে বকাস নে থাকো। কোথায় কি তার ঠিক নেই—আমি এর পার্ট নোব না, ওর পার্ট

নোব না ! প্লে কোথায় ? মাঝখান থেকে আমি মিছে কতকগুলো বই ঘেঁটে হয়রান হচ্ছি। পরেশদাকে বললেই বলবেন একটা অক্কেজন না হলে সুবিধে হয় না ; আগে সবাই হুজুগে মাতে তারপর উবুড় হস্ত করবার সময় কারুর টিকিটি দেখা যায় না।

কুমুদ—[অপর দলে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল, সেখান হইতে] তা বলেন কিন্তু অন্যায় নয়, হরুদা' ; পাওনাদার ঠেকাতে ঠেকাতেই প্রাণান্ত তাঁর, পাশেই থাকি দেখতে পাই তো।

হরেন—[রাগিয়াই] আরে সে নয় বুঝলাম ; কিন্তু এ কি ন্যাকামি বল তো ; কোথায় কি তার ঠিক নেই—'আমি হিরোইনের পার্ট নোব না'।

থাকোহরি মেয়েলী ঢঙে মুখটা ভার করিয়া, এবং দলের মধ্যে গিয়া বসিয়া একটা কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল

ললিত—[খবরের কাগজের উপর হইতে মুখটা একটু সরাইয়া তির্যক দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লইয়া] শ্রীমতী থাকোমণির কি অভিমান হোল নাকি ?

আবার কাগজ পড়িতে লাগিল

থাকোহরি—[সোজা হইয়া উঠিয়া, ঝাঁঝাল মেয়েলী সুরে] ঠাট্টা ভাল লাগে না, আমি একটা কথা বললেই বিষ ছড়ায় সবার গায়ে। কাল থেকে আর আসবই না।

শঙ্কর—[ঈর্ষাপ্রবণা মেয়ের মতো করিয়া] অক্কেজনের কথা হচ্ছে, তোর মান ভাঙানই তো একটা সেরা অক্কেজন। থাকো

······রাধারাণী না হলে তো ইউনিয়ন ক্লাবের চলবেও না ; পরেশ কাকা আসুন বলব যে···

থাকো—[মেয়েদের ঝগড়া করার ভঙ্গীতে]—বলিস্—বলিস্—বলিস্—যত পারিস বলিস···আহুরী, আদর কাড়াবি নি তো বাঁচবি কি করে ?···শঙ্কর নাম না দিয়ে তোর শঙ্করী নাম রাখা হয় নি কেন ? আমি রাধারাণী তো তুই কে ?—জটিলে-কুটিলে ?

শঙ্কর—[মেয়েদের ঝগড়া করার মতোই হাত চিতাইয়া] 'আমি হিরোইনের পার্ট নোব না'···তুই কনে-বউ শ্রীমতী থাকোমণি দাসী,—পথ চলতে এলিয়ে পড়িস, তুই আবার, হিরোইন হলি কবে যে···

থাকো—ওমা, সেদিনকার শঙ্করী, এই ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, তার মুখে কথা দেখো !

শঙ্কর—হ্যাঁগো বাছা থাকোমণি, কনে বউ—এতটা পথ এলে কি করে—এত পুরুষের মাঝখান দিয়ে !···[টোন বদলাইয়া ভ্যাংচাইয়া]—'আমি হিরোইনের পার্ট নোব না' !

অন্য সকলে—কেহ মিটি মিটি, কেহ জোরেই হাসিতে লাগিল।

থাকোহরি আর কোন উত্তর না দিয়া রাগ অভিমানে উঠিয়া যাইতেছিল, ললিত তাহাকে ধরিয়া বসাইল।

ললিত—বলুক না, বললে তো গায়ে ফোসকা পড়ছে না। বোস্, আমি বের করেছি এক মতলব। হরেন অক্কেজন-অক্কেজন করছ, যদি সত্যিই সখ থাকে থিয়েটারের, তো কি অক্কেজনের অভাব হয় ? কেন, এই তো রয়েছে বাংলার দুর্ভিক্ষ,—দাও না

একটা চ্যারিটি শো। বিদেশে পড়ে আছি, করাও তো উচিত কিছু দেশের জন্যে।

কুমুদ—বাঃ, খাসা আইডিয়া ললিতদা’!

সন্তোষ—সত্যি চমৎকার আইডিয়া, কেন যে এতদিন মনে হয় নি!

কুমুদ—অথচ কতদিন ধরে চলছে ফেমিনের ব্যাপারটা—দেশ আদ্দেক উজোড় হয়ে গেল।

একদিকে থাকোহরি একহাতে ভর দিয়া মুখটা গোঁজ করিয়া বসিয়া আছে, অন্য দিকে শঙ্করও হাতের চেটোয় গাল রাখিয়া ঐ ভাবে বসিয়া আছে। হরেন বইটা লইয়া ধীরে ধীরে কপালে ঠুকিতেছিল। কথাটা তাহার মাথা দিয়া বাহির হয় নাই বলিয়া বেশ প্রীত নয়। ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া নিজের মন্তব্য করিল।

হরেন—চ্যারিটি শো?—তা মন্দ বল নি। একবার উঠেছিল কথাটা মনে···কিন্তু পরেশদা কি রাজি হবে?

ললিত—হতে হবে রাজি, একটা সুবিধে যখন পাওয়া যাচ্ছে। ভেবে দেখ না হরেনদা’, সারাবছর জল্পনা-কল্পনা করে তোমরা কষ্টে সৃষ্টে একটা কি বড় জোর দুটো প্লে দেবে, কেউ পার্ট পেলে, কেউ পেলেই না। এমন ক্লাব রাখার তো সার্থকতা দেখি না। পরেশদা’ এলে আজ আমিই···

এমন সময় বাহিরের সিড়িতে অনেকগুলি পায়ের শব্দের সঙ্গে “সেটেল্‌ড! হুররে! থ্রি চিয়ার্স ফর পরেশকাকা!!” বলিয়া একটা তুমুল কলরব হইল এবং ইহাদের বিস্মিত দৃষ্টির উপর সাত-আট জন ছোকরা বাহিরে তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া হুড়ামুড়ি করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে আসিয়াও একবার বলিয়া উঠিল—“হুররে! মার দিয়া কেল্লা!”

ললিত, হরেন, কুমুদ—ব্যাপার কি?···

ললিত—এই যে পরেশদা’ও এসেছ···

পরেশ—[ইহাদের পর প্রবেশ করিয়া আগে র‍্যাপারটা অবহেলার সহিত গা থেকে নামাইয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে বসিতে বসিতে] তোরা একটু স্থির হয়ে বোস দিকিন; কিসের জন্যে চ্যারিটি যেন ভুলেই গেছিস ফুর্তির চোটে, লোকে বলবে কি?

ললিত আর হরেন ছাড়া সকলেই চঞ্চলভাবে প্রশ্নাদি করিতে করিতে পরেশকে ঘিরিয়া ফেলিল।

হরেন—[নিরুদ্বেগের পশ্চার সহকারে একইভাবে বসিয়া থাকিয়া] চ্যারিটি?—আমরাও তো এইমাত্র একটা চ্যারিটির কথা···

পরেশ—রাজি করালাম বুড়োকে। তোমাদের সব বলি নি, অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম বেঙ্গল ফেমিনের জন্যে একটা চ্যারিটি যোগাড় করি, প্রেসিডেণ্টকে কোন মতেই রাজি করাতে পারছিলাম না। দোষ দিই না বুড়োর, ক্লাবের নিজের চ্যারিটির সময় প্লে যা করলে বাবুরা—ছ্যা-ছা পড়ে গেল।···আমার সেক্রেটারি হয়ে যেন উভয়-সঙ্কট। এদিকে প্লে না হলে তোমাদের মুখভার যায় না—হরেন তো একরকম কথাই বন্ধ করে দিয়েছে—ওদিকে প্রেসিডেণ্ট চান না ভিড়তে···

হরেন—[একই ভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়া বই দুলাইতে দুলাইতে] পাঁচখানা বই পড়ালে এক এক করে, গাঁটের পয়সা খরচ করে তিনখানার মোশনও দেখে এলাম ক্যালকাটা ষ্টেজ থেকে, অথচ···

পরেশ—আচ্ছা, এবার হোল তো? দাও দিকিন মোশনে তামিল একবার নুন আদা খেয়ে। কিন্তু বাপধন সব, আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি—সবাইকেই,—হেদিয়ে ছিলে, দিলাম ব্যবস্থা করে,

কিন্তু এবার যদি আমায় কথা শুনতে হয় তো এ ধাষ্টামোর মধ্যে আর শর্মা নেই, তোমরা অন্য সেক্রেটারি দেখো আপনাদের।

ললিত—আমরাও ঠিক এই কথা আরম্ভ করেছিলাম, এমন সময় তোমরা এসে হাজির, পরেশদা', লাকি কোএন্‌সিডেন্স। সত্যি একটা কিছু করা উচিত, যা অবস্থা যাচ্ছে দেশের...

বেশ একটু হন্তদন্ত ভাবে নীলু আসিয়া প্রবেশ করিল। হাতে একটা হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড।

নীলু—[একহাতে জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে] উঃ, আজকের মৃত্যুসংখ্যা দেখেছেন! বাপরে! আর ডাক্তার কুঞ্জুরু কি ষ্টেট্‌মেণ্ট্ দিয়েছেন দেখেছেন? তাঁর মতে···

সকলে বিভিন্ন প্রকার মুখের ভাব লইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল,—কেহ বিস্ময়ের, কেহ ব্যঙ্গের, কেহ বিরক্তির।

পরেশ—এসেছ? তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বস তো ছোকরা। একটা কাজের কথা হচ্ছে আমাদের! তুমি তো যখনই ঢুকবে—একটা সেন্‌সেশন্যাল ব্যাপার নিয়ে।

নীলু সকলের দৃষ্টির মধ্যে অপ্রতিভভাবে একটা জায়গায় গিয়া বসিল।

ললিত—হাঁ, যা বলতে যাচ্ছিলাম—প্লে কি হবে তাহ'লে?

হরেন—[বইয়ের একটা কোণ দুই আঙ্গুল টিপিয়া সামনে বাড়াইয়া] দিস্ ওয়ান্—এক সীটে বসে ছদিন দেখে এলাম ক্যালকাটায়, এইটেই এখন হট্ ফেবারিট।···অন্য কর, আপত্তি নেই; তাহ'লে কিন্তু মোশন দেখাবার চার্জ অন্য কেউ নিও।

নীলু—এটা বড় যেন গম্ভীর রসের। আমি বলছিলাম সুমথবাবুকে

দিয়ে বেঙ্গল ফেমিন সম্বন্ধে একটা ড্রামা লিখিয়ে নিলে কেমন হয় ?

হরেন—[ক্যালকাটা ষ্টেজের হাসি হাসিয়া] বাঃ, দিব্যি। ফেমিনের জন্যে চ্যারিটি, তার জন্যে আবার ফেমিনেরই ড্রামা, —তুমি যে মাছের তেলে মাছ ভাজতে চাও হে ছোকরা !

নীলু আবার সবার দৃষ্টির নিচে অপ্রতিভভাবে কাগজটা লইয়া পাকাইতে লাগিল।

থাকোহরি—কিন্তু হিরোইনের পার্ট কে নিচ্ছে ?

হরেন—[ষ্টেজ ভঙ্গিমায় তর্জনী সংকেতে] ইউ, তুমি। শ্রীমান্ থাকোহরি।

থাকো—[ভিতরে ভিতরে খুশী হইয়া অথচ আপত্তির নাকি সুরে] বাঃ, অমনি থাকো !—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ! আমার দ্বারা·· হুঁ···

শঙ্কর—[হিরোইনের পার্ট হাতছাড়া হওয়ায় নিরাশ হইয়াছে। থাকোহরির পানে একটা উৎকণ্ঠ বক্র দৃষ্টি হানিয়া লইয়া নির্লিপ্ত ভাবে] কবে ডেট্ হোল পরেশকাকা ?·· যবেই হোক, আমার থাকা হবে না। দিদি ভয়ঙ্কর তাগাদা দিয়ে যেতে লিখেছে পাটনায় একবার। ওদের ওখানে সাজাহান প্লে হচ্ছে, জাহানারার পার্ট আমায় দিয়ে বসে আছে, বাঁড়ুজ্জেমশাই-ই প্রেসিডেণ্ট কিনা···

শঙ্করের কথা আরম্ভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে একটা নাচের গান। গানের তালে তালে পায়ের শব্দে বিরতি পড়িতেছে। ড্যান্সিং মাষ্টার পান্নালাল আসিতেছে। কয়েকজন কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া দরজার পানে চাহিয়া রহিল।

পান্নালাল—[বাঁ হাতে সিগারেট ; অজন্তা ষ্টাইলে ত্রিভঙ্গ হইয়া

দাঁড়াইয়া ডান হাতে জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে] বাঃ, আজ যে দেখছি নরক গুলজার !

সঙ্গে সঙ্গে পরেশের উপর নজর পড়িতে জিভ কাটিয়া মুখ ঘুরাইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। তখনই নিভান সিগারেটটা পকেটে পুরিতে পুরিতে আবার প্রবেশ করিয়া টেবিল-হারমোনিয়ামটা ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। পা দুইটি মাঝে মাঝে নাচের তালে নড়িতে থাকে বলিয়া পান্না বসে না।

পান্না—ব্যাপারখানা কি ? এত বড় জমায়েৎ ইউনিয়ান ক্লাবের ভাগ্যে !

"ব্যাপার হচ্ছে"…বলিয়া কয়েকজন আগ্রহের সঙ্গে খবরটা দিতে যাইতেছিল, পরেশ তাহাদের হাত উঠাইয়া বারণ করিল।

পরেশ—এই যে পান্নাও এসে গেছ। ভাবছিলাম ডাকতেই পাঠাব। অনেকদিন তোমাদের প্লে হয় নি, প্রেসিডেন্টকে বলে বেঙ্গল ফেমিনের জন্যে একটা চ্যারিটির ব্যবস্থা করলাম। তোমারই ওপর থ্রি-ফোর্থ নির্ভর করছে পানু, তাই বলছিলাম…"

পান্নালাল একেবারে ভারিক্কে হইয়া গেল। একটু বিবাদ, একটু অভিমান, একটু রাগও আছে।

পান্না—মাফ করবেন পরেশকাকা, আপনি গুরুজন, কখনও কথা ঠেলি না, কিন্তু এবারে আর আমায় ওর মধ্যে টানবেন না।

পরেশ—[স্বগত] আঃ, কত পাপ করলে যে থিয়েটারের সেক্রেটারি হয় ! [প্রকাশ্যে] এই দেখ ! কেন, কি হোল তোর আবার ?

পান্না—কবে মান্ধাতার আমলে শিবপুর থেকে সেই একটা ড্যান্সিং পার্টি আনিয়েছিলেন, কত খোসামোদ করে গোটাকয়েক পা আদায় করে নিয়েছিলাম। তাই ভেঙে চুরে আর কতদিন দেখাবে পান্না পরেশকাকা ? কবে একটা ভালো সিনেমা

আসবে তার ভরসা ; তাও ছাই নাচ কোথায় ?—চেয়ার-কৌচের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে শুধু পশ্চারের সঙ্গে গান। কথা যখন উঠলই, বলতে আর লজ্জা কি ?—পান্না অনেকদিনই লজ্জার মাথা খেয়েছে, নইলে ইউনিয়ন ক্লাবের ষ্টেজে নামে ?—সেবারে "নটীর পূজা" বায়স্কোপ এল, হ্যাংলার নতন নাচের সীনেই ছ' দুবার এন্‌কোর দিয়ে বসলাম···

সকলে হাসিয়া উঠিল।

পান্না—হাসছ, হাসো সবাই ; কিন্তু কত দুঃখে যে অমন অবস্থা হয় মানুষের···

পরেশ—[ঠোঁটের হাসি সামলাইয়া লইয়া] তা তুই চাস কি বল না ? নামবি না, ডাহা অপমান করাবি পরেশকাকাকে ? তাই কর তাহ'লে।

পান্না—অমনি রাগ হোল তোমার ! এই তো একটা মওকা, দাও না খরচ, কলকাতা থেকে গোটাকতক নতুন পা শিখে আসি। সেটা বাজে খরচ বলে মনে হয় একটা ড্যান্সিং পার্টি আনাও শিবপুর থেকে—সেই সেবারে যারা এসেছিল।

নীলু—আমি বলছিলাম···আমি বলছিলাম আর একটা কাজ করলে কেমন হয় ? [সবাইয়ের মুখের উপরে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। বেশিরভাগ মুখেই ব্যঙ্গের হাসি লক্ষ্য করিয়া]—না, থাক তাহলে।

পরেশ—আরে সে টাকা যদি ভালো ওঠে তবে তো, ততদিন এদের একটু ট্রেনিং দে দিকি ভালো করে।

পান্না—এদের বলতে আপনি কি মীন করেন ? থাকো আর শঙ্কর

তো ? ওরা নন্-কোঅপারেট করেছে। জিগ্যেস করুন, সামনেই তো রয়েছে। দুটো নিয়ে ড্যান্সিং মাষ্টার, তাদেরও আবার ল্যাজ মোটা !

ছেলে মানুষ মেয়ে রাগ করিলে যেমন হাতের উপর ভর করিয়া মুখটা ঘুরাইয়া বসে, শঙ্কর সেইভাবে ঘুরিয়া বসিল।

থাকোহরি—[আবদারে ঝঙ্কার করিয়া নাকী সুরে] বা রে !—থাকো হিরোইনের পার্ট নিক্, আবার খেমটাও নাচুক, তার একটা প্রেষ্টিজ নেই তো। সেবার রিজিয়ার অমন জমাট সীনের পর মর্জিয়ানার ড্যান্স দিতে হোল। তাহ'লে হিরোইনের পার্ট শঙ্করকেই দাও, থাকো নাচ নিয়েই থাকুক।

শঙ্কর—(বক্র দৃষ্টিতে থাকোহরির পানে চাহিয়া) আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই—ঢের হয়েছে !...

থাকোহরি—কেন, নে না, অত হেদিয়ে পড়েছিলি হিরোইনের পার্ট নেবার জন্যে...

শঙ্কর—হেদুচ্ছিলি তুই রে তুই। ঢং করে—'আমি হিরোইনের পার্ট নোব না।' আবার নিতে গেলি কেন ?

থাকোহরি—বড্ড হতাশ হয়েছিস—না ?

শঙ্কর—আমি শ্রীমতী থাকোমণি দাসী নয়, মরদ কা বাৎ, দেখে নিস যখন বলেছি নোব না পার্ট...[এক পরেশ ছাড়া সকলের অল্প বিস্তর হাসি]

পরেশ—[রাগিয়া উঠিয়া হাত দুইটা ঝাড়িয়া, পা দুইটা গুটাইয়া বসিয়া] সব পারা যায়, এ সব গুঁপো মেয়েদের ন্যাকামি সামলানো যায় না বাবা ! লোকগুনো সেখানে মরছে, সবাই

চেষ্টা চরিত্র করে, মিলেমিশে দে কিছু পাঠিয়ে, না, সতীনের ঝগড়া লাগিয়ে দিলে! যাই প্রেসিডেণ্টকে বলি—ও-সব হবেটবে না, তিনি যেন বেশি দূর অ্যাডভান্স না করেন। আর আমিও এ-পোড়া সেক্রেটারিশিপ থেকে রিজাইন দিচ্ছি—কোন কথাই যখন টে কছে না…

সমস্ত ঘরটা একটু নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু পান্নার ডান পা'টা কি একটা নাচের স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাই অল্প নড়িয়া চড়িয়া একটা শব্দ করিতে লাগিল।

নীলু—আমি বলছিলাম…[একবার সবার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া, পরেশের মুখের পানে চাহিয়া] আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল…

পরেশ—[মুখটা সেইরূপই অপ্রসন্ন ও কঠিন আছে] বলে ফেল, তুমিই বা চেপে রেখে কষ্ট পাও কেন?

নীলু—[একটু অপ্রতিভ ভাবে] না, কষ্ট আর কি? [সবার মুখের উপর আর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া] বলছিলাম বাংলা দেশ থেকে কতকগুনো দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ছেলে নিয়ে এসে ট্রেনিং দিলে কেমন হয়?

চারিদিকে খুক্-খুক্ করিয়া একটা চাপা হাসি।

পরেশ—চমৎকার হয়, চারিদিকে বাহবা পড়ে যায়। তুমি যাবে তাদের কাছে নাচের কথা তুলতে?

ললিত—আমি সোজা কথা বুঝি পরেশদা', জলে জল টানে। টাকা যদি ভালোরকম কিছু তোলবার মতলব থাকেই তো সেইরকম তোড়জোড় করতে হবে। নৈলে টাকা তোমার উঠবেই না, উলটে ক্লাবের আরও বদনাম বেড়েই যাবে, লোকে

মনে করবে এদের কাণ্ডই এই। আমি বলি নিয়ে এস একটা ড্যানসিং পার্টি দেশ থেকে। চ্যারিটির নাম করে টাকা আদায় করে যদি তোমরা পানুর নাচ দেখাও তো এবার ষ্টেজের দড়ি কেটে চাপা দিয়ে দেবে অডিয়েন্স্—লিখে রেখো ললিতের কথা। লোকে টাকা দেয় একটু আমোদ পাবে বলে।

পরেশ—খরচটার কথা ভেবেছ ?

ললিত—খুব ভেবেছি। ভেক না হলে ভিক্ষে পায় না। ড্যান্সিং পার্টি আসছে বলে দাও দিকিন তুমি হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে—দেখি কেমন টাকা না ওঠে।

পরেশ মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, আর সবাই তাহার মুখের পানে চাহিয়া দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, আশা আছে মনে করিয়া কয়েকজন গা টেপাটেপি ও দৃষ্টি বিনিময় করিল।

পরেশ—[বেশ খানিকটা চিন্তার পর, হঠাৎ মেঝেয় একটা ঘুসি মারিয়া] তবে তাই হবে—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, কিন্তু···

[ললিত, ও হরেন ছাড়া প্রায় সকলেই—হুররে, পরেশ কাকা রাজি হয়েছেন !]

ললিত সোজা হইয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। হরেন যেন কিছুতেই সংযম হারাইয়া ছেলেমানুষী করে না এইরকম একটা নির্লিপ্তভাব ফুটাইয়া রহিল ; খানিকক্ষণ বেশ একটু গোলমাল চলিল।

পান্নালাল—[গোলমালের জের টানিয়াই] আমি ওদের ডানসিং মাষ্টারের সঙ্গে গোটাদুই ডুয়েট দোব পরেশকাকা।

পরেশ—[দেশলাইয়ের বাক্সে সিগারেট ঠুকিতে ঠুকিতে] আগে আসুকই, আমার একলার মতে হবে না তো, একবার প্রেসিডেণ্টকে···

আবার একটা গোলমাল উঠিল—"আমরা প্রেসিডেন্ট বুঝি না—কথা পেয়েছি ···প্রেসিডেন্ট আবার কে ?"···ইত্যাকার।

পান্নালাল—সত্যি আমরা প্রেসিডেন্টকে বুঝি না অতশত। আমাদের সেক্রেটারি বলেছেন হবে,—ব্যস, হবে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনি বোঝাপাড়া করুন গিয়ে।

আরও সবাই ওজর আপত্তি করিয়া ঘিরিয়া ধরিল

পরেশ—[হাসিয়া] আচ্ছা আচ্ছা, বোস সব স্থির হয়ে, পাপ মুখ দিয়ে যখন বের করেছি কথাটা একবার।···কৈ হে হরেন, এগিয়ে এস ; তাহলে আর সময় নেই, সামনে বড়দিনটি আসছে, ঐতেই লাগিয়ে দাও। কিন্তু বাপু সবাইকে বলে দিচ্ছি, পার্ট যে যা পাবে দয়া করে মুখস্থ করো, ষ্টেজে মেরে দোব বলে আর ধাষ্টাম করো না, দোহাই, তাহলে এখনই বলে দাও।···নাও হরেন, লিষ্টটা করে নাও দিকিন।

আলমারি হইতে কাগজ পেন্সিল সংগ্রহ হইল। হরেন বই থেকে পাত্র পাত্রীদের নামগুলি টুকিয়া লইল।

হরেন—আগে ফিমেল থেকে আরম্ভ করছি,—কিরণবালা, নায়িকা —থাকোহরি বোস।

থাকোহরি—[মুখটা ঘুরাইয়া মেয়েলি নাকি সুরে] ব্যস অমনি থাকো। আমার দ্বারা···হুঁ···

শঙ্কর বক্র কটাক্ষে দেখিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল

হরেন—[ওদিকে খেয়াল না করিয়া]—অরুণা, ঐ সখী, শঙ্কর গাঙ্গুলি।

শঙ্কর—[হাতে উপর হেলিয়া বসিয়া মাথা দুলাইয়া] না ; আমার দ্বারা...বা রে, আমি তো বললাম জাহানারার পার্ট করতে হবে সেখানে। (ড্রপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘোষাল মশায়ের বাড়ির অভ্যন্তর—সময় অপরাহ্ন, ঘোষাল গৃহিণী ভিতরের রকে বসিয়া রমার চুলে বিনানি করিতেছেন। পাশে উমা; কি একটা আবদার ধরিয়াছে, ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে।

ঘোষাল গৃহিণী—মিচে আবদার করিস নি উমা, ভালো লাগে না। তোর নাচের মাষ্টার আসে নি? আজ শুক্রবার, আসবার পালা তো।

রমা—হ্যাঁ, পান্নুদা এলো! যা হ্যাঙ্গাম নিয়ে পড়েছে! এই বড়দিনেই ওদের বাঙ্গলার-দুর্ভিক্ষের জন্যে থিয়েটার হবে চ্যারিটি শো।

ঘো-গৃ—শুনেছি, কেতাত্ত হলুম। তা নাচে কামাই কেন? তোদের বাবা রাগ করে।

উমা—[ঈষৎ হাসিয়া গ্রীবাভঙ্গি সহকারে] চ্যারিটি শো মানে জানো ঠাকুমা?"

ঘো-গৃ—ঠাকুমার জেনেও কাজ নেই; তোমরা পাস কর, মেম সায়েব হও, সাহেব নাতজামাই এসে তোমাদের হাত ধরে নাচের পার্টিতে নিয়ে যান, ঠাকুমা তাইতেই সন্তুষ্ট হবে।

রমা—[পিছন দিকে মাথাটা একটু ঘুরাইয়া] এবার শুনছি নাকি খুব তোড়জোড় করে লেগেছে।

ঘো-গৃ—লাগুক।…সোজা করে থাক মাথাটা, অসুবিধে হচ্ছে বিনুনিতে।

[একটু চুপচাপ গেল]

রমা—'লাগুক' মানে? যাবে না নাকি?

ঘো-গৃ—[বাঁ হাতে খানিকটা গুল মুখে চালান করিয়া দিয়া] হ্যাঁ, গেলুম! ন্যাড়া তুবার বেলতলায় যায়! কুড়িটি টাকা বাক্স থেকে বের করে দিয়েছি সেবারে, বলি—কী চ্যারিটি-চ্যারিটি ঢো তুলেছে, দেখিই নাহয়। ওমা! চন্নামৃত কী অমৃত, খেয়ে দেখি না জল!…আবার? কেন, টাকা কামড়াচ্ছে, না, থিয়েটার কেউ দেখে নি কখনও?

রমা—বললাম তো ওরা বাংলায় দুর্ভিক্ষের জন্যে টাকা তুলছে।… আহা, দিক পাঠিয়ে কিছু। স্কুলেও আমাদের তোলা হচ্ছে।

ঘো-গৃ—তাই জন্যে ঐ বস্তা-পচা থিয়েটার দেখতে হবে? কেন শুনি?…মেজ বৌমা' আমার গুলের কৌটোটা একবার ভরে দিয়ে যাও বাছা!…তুই একটু থির হয়ে বোস রমা, অত মাথা চালিস নি…

এমন সময় "জেঠাইমা!"—বলিয়া থাকোহরি প্রবেশ করিল

উমা—এই যে থাকো-কাকাও এসে গেছ। [আহ্লাদের সহিত উঠিয়া যাইতে যাইতে কথাটা বলিয়া উমা থাকোর একটা হাত জড়াইয়া ধরিল] অনেকদিন বাঁচবে তুমি থাকোকাকা, তোমাদের থিয়েটারের কথা হচ্ছিল।

থাকো—[অগ্রসর হইতে হইতে হাসিয়া] হোল থিয়েটারের নাম, আর বাঁচব আমি? উমার কথাটা শুনো জেঠাইমা! থিয়েটারের নাম না হলেই বরং বাঁচি।

ঘো-গৃ—আয় থাকো, বোস্; কদ্দিন হোল আসিস্ নি; একটা আসন দে উমা থাকোকে।…হ্যাঁরে, এ আবার কি শুনছি? —থিয়েটার থিয়েটার করে আবার নাকি সব মেতেছিস?

উমা ছুটিয়া গিয়া একটা আসন আনিয়া রমার সামনেই অল্প একটু দূরে বিছাইয়া দিল

থাকো—[আসন গ্রহণ করিতে করিতে অল্প অল্প মেয়েলি ভঙ্গিতে] —থাকো তো চায় গা-ঝাড়া দিতে জেঠাইমা, কিন্তু...

রমা—ঠাকুরমা কিন্তু এবারে যাচ্ছেন না থাকো-কাকা।

থাকো—[বিস্মিতভাবে ঘোষাল গৃহিণীর দিকে চাহিয়া] ওমা, কেন, সত্যি নাকি জেঠাইমা ?

ঘো-গৃ—[কৃত্রিম রাগের সহিত] সত্যি না তো কি ? রাত জেগে তোদের ঐ প্যানপ্যানানি—ঘ্যানঘ্যানানি শোনা, তার উপর আবার টাকা দেও। টাকা কি আমাদের ফলছে নাকি ?

থাকো—[গালে হাত দিয়া] শোন কথা জেঠাইমার! তুমিই যাবে না তো আমরা এত তোড়জোড় করে মরছি কেন ? নতুন সীনের ফরমাস দেওয়া হল, পানুদা' গেল ড্যানসিং পার্টি যোগাড় করতে···

রমা—[রমা একটু দুষ্টামির হাসির সহিত] সত্যি, না ভাঁওতা ?

থাকো—[টানিয়া টানিয়া ব্যঙ্গের স্বরে] না, সত্যি কেন হতে যাবে ?—ভাঁওতাই ; আমরা তো ভাঁওতা দিয়েই বেড়াচ্ছি। কি চিপটেন কাটা কথা হয়েছে তোর রমা !

মেজ বৌ—[ঘরের ভিতর হইতে]। কে গো, থাকো ঠাকুরঝি না ? ···পালিও না, একটা কথা আছে।

থাকো—[হাসিয়া] তাহলে একটু পা চালিয়ে, নাতনি ঠানদিতে তাড়াবার জন্যে যে রকম···”

ঘো-গৃ—[হাসিয়া] বালাই, তাড়াতে যাব কেন। জেঠাইমা কি

আর চিরদিনই থিয়েটার দেখবে ?...পানু বুঝি সেই জন্যে আজ নাচ শেখাতে আসে নি ?

মেজ বৌ—[একটা বড় গুলের কৌটা লইয়া প্রবেশ করিতে করিতে]...শুনেছি পানুর কথা, তুমি না বল, বলবার লোক আছে...

থাকো—ওমা, তোমার আবার লোকের অভাব !—বলি মেজদা হলেন সহরের গেজেট...

ঘোষাল গৃহিণী, রমা অল্প হাসিয়া একটু মুখ ঘুরাইল, উমা অবোধের মত হাসিতে লাগিল

মেজবৌ—[ছোট কৌটাতে গুল ঢালিতে ঢালিতে এবং বিদ্রূপের জন্য অল্প হাসির সহিত একটা কটাক্ষ হানিয়া]...কেন আর শোনবার উপায় নেই ? অনুদিদির বাড়িতে তাস খেলতে গিয়ে শুনলাম। পানু শিবপুরে গেছে, নাচের ছেলে নিয়ে আসবে, এবার নাকি বড় একটা দল নিয়ে আসবে, তার জন্যে নাকি ষ্টেজ কেটে বড় করা হচ্ছে...

রমা—[উৎকণ্ঠিতভাবে] সত্যি নাকি থাকো-কাকা ?

থাকো—[শোধ লওয়ার ভঙ্গিতে] না, ভাঁওতা। [রমার মুখ বাঁকাইয়া হাসি]

বিনানি করা হইয়া গেল। রমা একটু গুছাইয়া সুছাইয়া সেইখানেই বসিল। ঔৎসুক্যের বশে উমা আরও ঘেঁসিয়া বসিল। মেজবৌ থাকোহরির অপর পাশে বেশ কাছ ঘেঁসিয়াই বসিল। ঘোষাল গৃহিণী মুখে একটু গুল চালান করিয়া চাপা আগ্রহের বশেই যেন গল্পের জন্য একটু প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। থাকো যে একজন বিশ-বাইশ বছরের যুবক সেজন্য কাহারও কিছু সঙ্কোচ নাই, যেন একজন মেয়েকে ঘিরিয়া আলাপ আলোচনা হইতেছে। গল্প এই নড়া-চড়ার মধ্যেই হইতেছে।

রমা—অমনি রাগ হোল থাকো-কাকার ! কেন, সেবারের চ্যারিটিটা 'এত ভালো করব, তত ভালো করব' বলে শেষকালে···

থাকো—সেবারে বাইরের থেকে নাচিয়ে আনব বলে কথা দেওয়া হয়েছিল ?

রমা—[কলহের ভঙ্গিতেই] কথা দিলেই রাখতে কিনা···

ঘো-গৃ—চুপ কর্ রমা, ঝগড়া করতে বসেছিস ! তোর না বয়সে বড় ?

থাকো—'বয়সে বড়' !···এখন পর্যন্ত একটা পান পেলাম না জেঠাইমা, একদিকে ভাইঝি বসে, একদিকে ভাজ···

রমা—আমি চুল বাঁধছিলাম ।

থাকো—যে চুল বাঁধে সে আর রাঁধে না ।

রমা—রাঁধে না-ই তো, ঠাকুর চুল বাঁধে না তাই সে রাঁধে ।

সকলেই হাসিয়া উঠিল

ঘো গৃ—[হাসিতে হাসিতে] কি কথা কাটাকাটির ছিরি বল দিকিন ! আসল কথা রৈল পড়ে···

মেজবৌ—[উমার পিঠে হাত দিয়া] যা তো মা, পান সাজাই আছে নিয়ে আয় ছুটে ; ওর সঙ্গে হোল, এবার আমায় নিয়ে পড়বে, সোজা ননদ নয় তো ।···আসছে পান চা খোঁটা দেবার আগেই এসে পড়বে, ঠাকুরকে বলে এসেছি । কাজের কথা বল দিকিন ।—পানু···

থাকো—[গম্ভীর ভাবে]—পানুর বোধ হয় যাওয়াই সার হল ।

মেজ বৌ ও রমা—[খুব বিস্মিত ভাবে] ওমা কেন !

ঘো-গৃ—[ভিতরের উৎকণ্ঠাটা সাধ্যমত চাপিবার চেষ্টা করিয়া]—যাওয়া সার হোল মানে ?

উমা পান এবং জরদার কৌটা আনিয়া থাকোর হাতে দিল

থাকো—[দুইটা পান মুখে দিল তাহার পর মেয়েলি কায়দায় একটিপ জরদা মুখে ফেলিয়া দিয়া] সার হোল মানে—আজ পানুদা'র টেলিগ্রাম এসেছে—শুধু তো এখানেই নয়, দুর্ভিক্ষের জন্যে চারিদিকেই চ্যারিটি শোর হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে···

পাশের বাড়ি হইতে অনু আর বিনু আসিয়া উপস্থিত হইল

অনু—থাকো যে ! তোকে খুঁজছি কদিন থেকে...

মেজবৌ—আর খুঁজছি···থাকো·ঠাকুরপো তো দমিয়ে দিচ্ছে।··· বস' অনুদিদি, বিনু বোস্। [উদ্বিগ্ন ভাবে থাকোর মুখের দিকে চাহিয়া] হ্যাঁ, তা কি বলছিলে ?—চারিদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে···

অনু এবং বিনুও নিঃসঙ্কোচে থাকোহরিকে ঘিরিয়া বসিল

থাকো—অনুদিদি এসেছ ভালই হয়েছে। পানুদা' গেছে শিবপুর থেকে নাচের ছেলে জোগাড় করে আনতে···

অনু—[উদ্বিগ্ন ভাবে মুখটা থাকোর পানে একটু বাড়াইয়া] সে তো শুনেছি, তা কি হোল আবার ?

সকলেই উৎকর্ণ, ঘোষাল গৃহিণী চেষ্টা করিয়া কতকটা নির্লিপ্ততার ভাব ফুটাইয়া রাখিয়াছেন।

থাকো—হওয়া হওয়ি আর কি ? চারিদিকেই চ্যারিটির ধুম—নাচের দল সব বেরিয়ে গেছে—খুঁজে বেড়াচ্ছে পানুদা, কিন্তু এতো উকিলও নয়, গ্র্যাজুয়েটও নয় যে রাস্তায় একটা লাঠি চালালে পাঁচটা পড়বে···

মেজবৌ—ওসব শোনা হবে না বাপু, যেমন করে পারে জোগাড় করে আনুক—আশা দিয়ে…

অনু—হ্যাঁ, সত্যি থাকো, ও আমরা শুনছি না।…কি টেলিগ্রাম দিয়েছে পানু—একেবারে ছেলে নেই ?

বিনু—পরেশকাকা তাহলে নিজে যান বাপু, যা বুঝি…

থাকো—[অনুর কথার উত্তরে] তাহলে-অনুদিদি, জেঠাইমার নামে নালিশ করতে হোল। উনি জিদ ধরেছেন—যাবেনও না টাকাও দেবেন না, ইউনিয়ন ড্র্যামাটিক ক্লাবের ওপর চটেছেন। এখন এই ধুয়ো সবাই যদি ধরে—আর ধরবেই জেঠাইমার দেখাদেখি—তো টাকা কোথা থেকে আসবে বল ?

অনু—[অতিশয় বিস্ময়ে ঘোষাল গৃহিণীর পানে চাহিয়া] জেঠাইমা !

ঘো-গৃ—[অল্প হাসিয়া] বলেছিই তো…আর জেঠাইমার তোদের বয়স আছে থিয়েটার দেখবার ?

অনু—না থাকে তুমি আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে ঘরে বসে মালা জপতে থেকো বাছা। [পানুর প্রতি] কত চাইছে ?

থাকো—আড়াই শো।

ঘো-গৃ, মেজবৌ, অনু, রমা—আ-ড়া-ই শো !

মেজবৌ—খুব ভালো দল বুঝি ?

থাকো—মন্দ-মাঝারিগুনো তো বেরিয়েই গেছে, দর বেশি বলে এইরকম বাছাবাছা গোটা দুয়েক দল বাকি আছে, তাও যে বেশিদিন থাকবে…

অনু—তা কি জবাব দিলেন পরেশবাবু ?

থাকো—কি আর জবাব দেবেন? গুম হয়ে গেছেন। তারপর আবার যখন জেঠাইমার কথা শুনবেন...

অনু—(সাগ্রহে) জেঠাইমা, তুমি বাছা···

ঘো-গৃ—হ্যাঁগা, তা আমি কি ওকে দিব্যি দিয়েছি পরেশকে গিয়ে বলতে যে জেঠাইমা এই কথা বলেছেন?

অনু—[থাকোর পানে চাহিয়া] শুনলে তো?

থাকো—তা তো শুনলাম—কিন্তু টাকা চাইতো, এখন পর্যন্ত মোটে শ-তিনেক উঠেছে।...

রমা—ওদিকে পরেশকাকা বোধ হয় উত্তর দিয়েও দিলেন। আর দেন সেই ভালো। নাচেই যদি সব খরচ হয়ে গেল···

মেজবৌ—তুই থাম্ রমা, আর ফোড়ন দিস নি। সেই কবে মান্ধাতার আমলে একবার ভালো নাচ দেখেছিলাম।···আর তা ভিন্ন, ঐ সব একটু করলেই যদি ওঠে কিছু টাকা···

অনু—না থাকো, তুই বরং যা, পরেশকাকাকে বল্—উঠবে টাকা, যেন তাড়াহুড়ো করে টেলিগ্রাম করে না দেয়···

থাকো—একেবারে 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে!' আমার চা পর্যন্ত খাওয়া হয় নি।···

রমা—চা আমি আনছি।

উঠিয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে ঠাকুর চা লইয়া প্রবেশ করিল। রমা নিজের জায়গায় আসিয়া বসিল

বিনু—আর দল আনতে হয় তো ভালো দলই আনা ভালো।

রমা—বরং, গিয়ে বলুন যে ঠাকুরমা বারণ ক'রে টেলিগ্রাম দিতে মানা করে দিয়েছেন;

বিনু—তার চেয়ে বলুন না ঠাকুরমা বায়না দিয়ে আসতেই বলেছেন…

ঘো গৃ—[বিস্মিত ভাবে এবং কপট রাগের সহিত তুজনের দিকে চাহিয়া] দেখেছ ফিচলেমি বুদ্ধি তুজনের। আমায় এর মধ্যে টেনে…

অনু—কি আর এমন দোষ করেছে খুড়িমা, তুমি কি চাও যে সব পণ্ড হোক ?—কতদিন পরে একটু ভাল নাচ দেখবার সুবিধে যদি হোল…

ঘো-গৃ—[তেমনি বিস্মিত ভাবে] তাই বলে আমার নামে মিছিমিছি…

মেজবৌ—[একটু হাসির সহিত মুখটা অল্প ঘুরাইয়া লইয়া] এমন মিছেই বা কি জেঠাইমা ?

ঘো-গৃ—দেখেছ, সব একজোট হয়ে আমার বদনাম…

অনু—হ্যাঁ জেঠাইমা, বলুক তোমার নাম করে পরেশকাকা তাহলে রাজি হয়ে যাবে…

বিনু—হ্যাঁ, জেঠাইমা…

উমা—হ্যাঁ, ঠাকুরমা। [ঘাড়ে জড়াইয়া পড়িল]

রমা—হও না রাজি ঠাকুরমা, সবাই যখন বলছে। অবিশ্যি আমার মত—না এলেই ভালো, পাবলিকের কতকগুনো টাকা নষ্ট।

মেজবৌ—থাকো-ঠাকুরপো যখন যাচ্ছেই, অমনি এক কাজ করুক না। টিকিটের বইও নিয়ে আসুক না, এই তো আমাদের তু'বাড়িতেই নগদ…

অনু—[উৎসাহিত ভাবে] ঠিক তো। শুধু তু'বাড়িই বা কেন ?…

গিয়ে বল্ থাকো, আমরা এ-পাড়ায় মেয়ে মহলে টিকিট বেচবার ভার নিচ্ছি—সব ক্লাসের টিকিট নিয়ে আসবি…

রমা—[গম্ভীর ভাবে] তার চেয়ে গিয়ে বলুন না ঠাকুরমাই টিকিট বেচবার ভার নেবেন বলেছেন।

ঘো-গৃ—[কপট রাগের সহিত] শোন আস্পদ্দার কথা! আমি যাব বাড়ি বাড়ি থিয়েটারের টিকিট বেচতে!…(উঠিতে উঠিতে) খবরদার বলছি থাকো, তাহলে আর কখনও তোদের থিয়েটারের নাম করব না বলছি…

একটা হাসির মধ্যে সবাই উঠিতে লাগিল। ড্রপ পড়িল।

তৃতীয় দৃশ্য

ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাব। রাত্রি আটটা। পরেশ আর হরেন ছাড়া প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছে। কয়েকজন একটা খবরের কাগজ লইয়া আছে। মাঝখানে ললিত। কুমুদের হাতে একটা বই, তাহাকে ঘিরিয়া জন চারেক রহিয়াছে। এক পাশে শঙ্কর হাতে পার্ট লইয়া নিজের মনেই মহল্লা দিতেছে—অস্ফুটস্বরে পার্ট বলিতে বলিতে নানা রকম হাবভাব করিতেছে,—একবার একটু জোরে—"না-না-না, আমি শুনব না"—বলিয়া সজোরে ঘুরিয়া টুলে বসিয়া পড়িল। টেবিল হারমোনিয়ামে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, বোধ হয় অভিমানের পার্ট করিতেছে।

সন্তোষ—[শঙ্করের পিঠে হাত দিয়া অল্প অল্প ঠেলিয়া] ওঠ দিকিন মানময়ী রাধে, একবার কনসার্টের গৎটা বাজিয়ে নিই। কে

একবার তবলাটা ধরবে? [কয়েক জনের উপর চক্ষু বুলাইয়া] তোরা তো রয়েছিস অন্য অন্য ইনসট্রুমেণ্টগুনো ধর না, যতক্ষণ না রিহার্সেল হচ্ছে···

গোবিন্দ—না, আর ভালো লাগে না, সমস্ত দুপুর বেলা ঐ হয়েছে।

শঙ্কর—[বিরক্ত ভাবে] খালি ডিস্টারবেন্স্! [উঠিয়া গিয়া আবার অন্যত্র পূর্ববৎ পার্ট মহল্লা দিতে লাগিল।]

সন্তোষ টেবিল হারমোনিয়ামে 'আমি বন বুলবুল গাহি গান' সুরটা বাজাইতে লাগিল। একটু পরে একজন উঠিয়া আলমারি থেকে একটা ক্লারিয়নেট বাহির করিয়া বাজাইতে লাগিল। থাকো প্রথমে শুইয়া শুইয়া গুন্-গুন্ করিয়া গানটা গাহিতেছিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর সিনেমার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া ভালো ভাবেই গানটা গাহিতে লাগিল।

[সুর—'আমি বন বুলবুল গাহি গান']

আমি গিরি নির্ঝর ঝরঝর—বাহি রে।
ছলছল কলকল অবিরাম গাহিরে॥
কোথা হতে বাহিরিয়া
কোন বনতল দিয়া—
কোথায় মিলিব গিয়া কিছু জানা নাহিরে।
দিন রাত আনমনে গুন্গুন্ গান গাই,
যা পাই তা নিয়ে যাই, যা না পাই ফেলে যাই॥
ঝলমল চাঁদ ঝলে
ঝরাফুল—সে যে ভেসে যায়
চল্ চল্ আগে চল, আর কিবা চাহিরে॥

এদিকে সমান্তরালে খবরের কাগজ লইয়া আলোচনা হইতেছে। শঙ্কর পার্ট মহলা দিতেছে, কুমুদের দলেও বইটা লইয়া কি আলোচনা হইতেছে। একটা রীতিমত জটলা চলিতেছে।

[পরেশের প্রবেশ]

পরেশ—[জুতা খুলিতে খুলিতে] বাঃ, এ তো দেখছি চমৎকার রিহার্সেল হচ্ছে! রাত সাড়ে আটটা বাজে এখনও সুরুই হয় নি?

সঙ্গীতটা খুব জোর হইয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ মাঝপথেই থামিয়া গেল। পরেশ আগে র‍্যাপারটা আছড়াইয়া ফেলিল, তাহার পর বসিতে বসিতে

আবার তোমরা ঐ খবরের কাগজটা নিয়ে পড়েছ? নাঃ, তোমরা আমায় দ'য়ে মজাবে দেখছি।

থাকো—[অগ্রসর হইয়া আসিয়া] কি করেই বা লোকে পরেশ কাকা? হরেনদা'র ষ্ট্রিক্ট অর্ডার—আমি না এলে আরম্ভ কোর না, একটা পশ্চার ভুল হলে শোধরাতে শোধরাতে নাজেহাল হ'তে হয়, অথচ···

এমন সময় হরেন ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া জুতা খুলিতে লাগিল

কয়েকজন—এই যে হরেনদা।···আপনি করবেন দেরি, আর···

হরেন—[প্রবেশ করিয়া] একটু হয়ে গেল দেরি। [পকেট হইতে বইটা বাহির করিতে করিতে] কোথায় সব?—আয়···

পরেশ—ভাই হরেন, তুমিই যদি···

হরেন—[বসিতে যাইতেছিল, তর্কের সুবিধার জন্য দাঁড়াইয়াই, মোশন সহকারে] পরেশদাদা, তুমি গুরুজন, তোমার সামনে স্পষ্ট কথাই বলা ভালো! মেসের ভাত, তায় আজকালকার তরিতরকারির অবস্থাটা জানই, এই সময় কোন রকমে বুড়ো আঙুলের ঠেলা দিয়ে চাট্টি খেয়ে আসি। বল, সন্ধ্যের সময়ই না খেয়ে চলে আসব; কিন্তু যদি বল যে ঠাকুর ঢাকা দিয়ে

ঘরে রেখে দেবে, আর রাত বারোটার সময় গিয়ে ঢাকনা খুলে এই শীতের রাত্তিরে···

ললিত—তাহলে পরেশদাদা, কথাটা যখন উঠলই তো আমিও একটু বলে নি, ক'দিন থেকে বলব বলব করছি।—আর কিছু নয়, আমার বলবার উদ্দেশ্য এতবড় যে একটা ব্যাপারে হাত দেওয়া গেছে তার একটা খরচ আছে। তোমরা যে চাইবে —যে টাকাটা উঠবে মোবলিক পাঠিয়ে দোব, তা হয় না—কোন কালে হয় নি···হয়না-ই বা কেন বলি, হয়; তোমাদের হাতে টাকা, পাঠিয়ে দিলেই বা কে কি করছে? তবে এতগুলি মানুষের ওপর অন্যায় করা হয়। যদি বল কেন, তো বলতে হয় এই যে বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সব পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে এক কাপ চাও কি আশা করতে পারে না বেচারিরা? অবশ্য বলবে দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরছে···

কুমুদ—মরছে; আমরা বাঁচাবার চেষ্টা করছি—প্রাণপণেই; কিন্তু তা বলে নিজেদের মরবার চেষ্টা করে কি হবে?

চারিদিকেই অল্প অল্প গুঞ্জন উঠিল, যাহারা দূরে ছিল, একটু ঘেঁসিয়া আসিল।

গোবিন্দ—[র‍্যাপারে কান পর্যন্ত ঢাকিয়া লইয়া] আমার কথাই বলি ললিতদা'; কয়লার খনিতে পুড়ে মরবার পার্ট দিয়েছ, কিন্তু তার আগে যদি ঠাণ্ডাতেই মরে যেতে হয় তো···

পরেশ—[সবাইয়ের আবদারে হাসিয়া একটু দায়ে পড়া ভাবে] তা কি বলছিস স্পষ্ট করেই বল না বাপু। আমারই কি হাতে সব?

ললিত—বলছি এমন কিছু অলেহ্য কথা নয়—দু'কাপ করে চায়ের

ব্যবস্থা করে দাও, নীচে অম্বিকার রেষ্টুরেণ্টে বলে দিলেই হবে। আর হরেন মুখ ফুটে বলতে পারছে না বলেই আমায় বলতে হ'ল—অন্তত এই কটা দিনের জন্যে রেষ্টুরেণ্টে ব্যবস্থা করে দাও তার জন্যে। ক্লাবেরই ইন্‌টারেষ্ট এটা ; কাল যদি হরেন বিছানা নেয় তো চ্যারিটি-ফ্যারিটি সব বন্ধ হয়ে যাবে।

পরেশ—[চিন্তাগ্রস্ত ভাবে] বুঝি তো খুব, বুঝি না আর এ সামান্য কথাটা ? তবে খরচেই যদি সব টাকা বেরিয়ে গেল তো…ষ্টেজম্যানেজার নিতাই ধরেছে ষ্টেজটা একটু ওভারহল করে দিতে হবে এবারে, ওদিকে মিউজিক মাষ্টার বলছে ইনষ্ট্রুমেণ্টগুলোর যদি গতি না হয় এই মওকায় তো কনসার্ট অসম্ভব—ঐ তো বসেই রয়েছে দুজনে—

যোগেন—[খুব ভারিক্কে হইয়া] আমি কিছুই বলছি না, তবে সেবারের ক্লাবের চ্যারিটির মতন বাজনা যদি ফেলিওর হয় তো দুষ না যগাকে।

নিতাই—[আরও ভারিক্কে চালে একটু গা নাড়িয়া বসিয়া, ডান হাতটা উল্টাইয়া] যাত্রা করো, ষ্টেজের কথা তুলব না।

ললিত—থাক, কথা বাড়ালেই বাড়ে। আমরা আদার ব্যাপারি জাহাজের খোঁজ রাখি না। খরচের কথা বলছ, বেশ, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—হিসেবটা করেই দেখ না। [ঘরটার চারিদিকে চক্ষু বুলাইয়া] এই জন বারো তেরো আছি আমরা…

নীলু—আজ কুড়ি জন এসেছে, কাল ছিল ··

[সকলে বিরক্ত ভাবে তাহার পানে চাহিল, দুএকজন মন্তব্যও করিল—
'আপনার খালি !…একটা কথা হচ্ছে, না' ইত্যাকার]

হরেন—তুমি আর খুঁড়ো না হে ছোকরা, বসে বসে কাজ নেই শুধু···একে তো তিনটে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়ে আছে, সে খোঁজ রাখ ?

নীলু অপ্রতিভ ভাবে কয়েকজনের মুখের পানে চাহিয়া আবার শুনিবার ভঙ্গিতে বসিল।

পরেশ—বেশ, তোরা যা করতে এসেছিস কর আরম্ভ, না হয় বলব'খন প্রেসিডেন্টকে, তোদের ফরমাসে ফরমাসে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ভয় হয়; নেহাৎ ইয়ে লোক তাই···

একটা গোলমালের মধ্যে নানা কণ্ঠে—"প্রেসিডেন্টকে আমরা চিনি না পরেশ কাকা···হুকুম দিয়ে দাও তুমি···রেড-টেপিজম ধরলে আমরা মারা যাব··· আজ আবার যা ঠাণ্ডা উঃ···

ললিত, হরেন মুখ টিপিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল

পরেশ—[হাসিয়া, দায়ে-ঠেকা ভাবে] আচ্ছা যা কেউ গিয়ে অম্বিকা বাবুকে বলে আয়—থাকোই যা, শুধু আজকের দিনটা, তারপর প্রেসিডেন্টকে গিয়ে বলি···

একটা তুমুল গোলমাল—"রাজি হয়েছেন—থ্রী-চিয়ার্স-ফর পরেশকাকা !"

গোবিন্দ—[দলের মধ্যে মুখটা লুকাইয়া] থাকো !—হরেনদাদা আজ খেয়ে এসেছেন, তাঁর ভাগের চপ আর পরটাগুলো···

পরেশ—এত দুষ্টু হয়েছে সব !

হরেন—[হাসিয়া বই খুলিয়া ধরিয়া] নে, এগিয়ে আয় দিকিন, খালি খাই খাই।—থার্ড অ্যাক্ট, সেকেণ্ড সীন—শঙ্কর, মন্মথ, দুলাল—আফিসের এক অংশ···

কুমুদ—হাপ্-এ-মিনিট হরেনদা', আমার একটা প্রোপোজাল আছে।

হরেন—আবার কি ?

কুমুদ—আমরা কজনে বলছিলাম—এর সঙ্গে একটা ফার্স দেওয়ার কথা।

হরেন মাথা নিচু করিয়া বইটা একবার খুলিয়া একবার মুড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিল। পরেশ, ললিতও চিন্তান্বিত। আর সবাই উৎসুকভাবে চাহিয়া রহিল।

হরেন—[পরেশের পানে চাহিয়া] পরেশ দাদা কি বল ?

কুমুদ—কথা হচ্ছে—আজকালকার তিন অ্যাক্টের ছোট বই, অনেকেই পার্ট পায় নি ; তা ভিন্ন যখন এত খেটেখুটে খরচ করে করা যাচ্ছে একটা রাত্তিরের জোগাড় ।...এই বইটা আমরা ঠিক করেছি, দেখনা। [পরেশের হাতে বইটা দিল]

পরেশ—[বইটা একবার দেখিয়া] বইয়ের কথা হচ্ছে না। হরেন তুমি পারবে সামলাতে দু'দুখানা বই ? এই ক'টা দিন তো হাতে।

হরেন—আমার আর কি, যখন নিয়েছি হাতে করে। সারে বারোটায় ফিরছি, না হয় আর এক ঘণ্টা, তবে বাবুরা যে এগুচ্ছেন···

কয়েকজন আবার একটা মৃদুতর কোলাহলের সহিত ঘেঁষিয়া আসিয়া—আমরা ঠিক আছি···দেখে নেবেন হরেন দাদা···আমাদের জন্যে ভাববেন না...।

নীলু—আমি বলছিলাম—[সবার মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া, পরেশের পানে চাহিয়া] আমি বলছিলাম ফেমিন রিলিফে ফার্সের বই ঠিক হবে কি ?

হরেন—তুমি একটু দয়া করে থামো হে ছোকরা, টাকা বের করতে

লোকের আজকাল কি কষ্ট জান? চাঁদা দিয়েও কাঁদুক, আবার থিয়েটার দেখেও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যাক্! খুব ফুর্তিতে আছ যা হোক।...

নীলু—[অপ্রতিভভাবে একবার সবার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া] না, এমনি বলছিলাম।

হরেন—তাহলে আগে কিন্তু এই সিনটা সেরে নিই। কৈ, শঙ্কর, মন্মথ, দুলাল...ওঠ না। শঙ্কর তুমি ঐ হারমোনিয়ামের কাছে গালে হাত দিয়ে দাঁড়াও।

ইহারা তিনজনে উঠিল. শঙ্কর হারমোনিয়ামের দিকে অগ্রসর হইল, সকলে নিজেদের সুবিধার জন্য জায়গা ছাড়িয়া গুছাইয়া বসিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে ড্রপ পড়িল।

চতুর্থ দৃশ্য

পরেশের বৈঠকখানার বারান্দা। বেলা আন্দাজ নয়টা হইয়াছে। একটা ডেক্ চেয়ারে বসিয়া পরেশ চা খাইতেছে, সামনে একটা নিচু বেতের টেবিল। তাহাকে ঘিরিয়া কয়েক রকম চেয়ারে বসিয়া আছে নিতাই, যোগেন, পান্নালাল, নবাগত ড্যানসিং মাষ্টার ক্ষেত্রবাবু; সকলের হাতেই এক এক কাপ চা।

পরেশ—এ রকম ভীষণ অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

ড্যা মা—[মাথার সামনে অতি দীর্ঘ চুলগুলা মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়া কপালের উপর তুলিয়া ফেলিল] আজ্ঞে সে আর বলবেন না, আর তার ওপর অসুখ—কী করে যে দলটা খাড়া করে রেখেছি...

থাকোহরির প্রবেশ। মুখ নিচু করিয়া কি একটা ভাবিতে ভাবিতে বেশ ত্রস্ত পদেই আসিতেছিল, সবার উপর নজর পড়িতেই মুখের ভাব এমন করিয়া গতি মন্দ করিয়া দিল যেন এত লোক আশঙ্কা করে নাই, নিরাশ বা বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

পরেশ···এই যে থাকো; এস?···ওরে লোটনা, আর এক কাপ চা।

দুইটা খালি চেয়ার ছিল, থাকো একটাতে মেয়েদের মতো জামা কাপড় একটু গুছাইয়া লইয়া বসিল।

পান্নালাল—[ড্যান্সিং মাষ্টারের পানে চাহিয়া] এই আমাদের হিরোইন্।

ড্যান্সিং মাষ্টার ফিরিয়া চাহিতে থাকো লজ্জিতভাবে মাথাটা নিচু করিয়া বাঁ হাতের চেটের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ঘসিতে লাগিল।

পরেশ—তারপর,—কি মনে করে?

থাকো—[একবার মুখটা তুলিয়া লইয়া—আবার তখনই পূর্ববৎ নিচু করিয়া আঙুল ঘসিতে ঘসিতেই] না, এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে করলাম...

নিতাই—তাহলে কখন আসব পরেশ কাকা টাকাটার জন্যে? মালটা ছাড়িয়ে আবার সীন্ উইংস্গুলো ফিট করে একবার দেখে নিতে হবে তো? হাতে আর দিন কোথায়?

পরেশ—তা আসিস্ দুপুর বেলায়, প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে টাকাটা বের করে রাখব। মোদ্দা বড্ড বেশি খরচ হয়ে গেল, তুই তখন বললি শ'খানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

নিতাই—দর হু-হু করে কি রকম চড়ে যাচ্ছে পরেশ কাকা!

বাড়তির মধ্যে আর এক জোড়া উইংস্ অ্যাড্ করে দিয়েছিলাম—ষ্টেজটা এখন দাঁড়াল যাহক।…এরকম সুবিধে তো রোজ আসছে না—কি বল পান্নু, মিথ্যে বলছি ?…তাহলে আমি দু'টো আড়াইটের সময় আসব একবার।

নিতাই চলিয়া গেল।

যোগেশ—[যাইবার সময় নিতাইয়ের পানে একটু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া ছিল ; অদৃশ্য হইলে] নিতের খালি দাঁও মারা। যখনই থিয়েটার হবে, আমার উইংস্ নেই, তো প্রোসেনিয়াম নেই, তো কাট্‌-চেম্বার নেই,—কিছু হাতিয়ে নেবেই।… তুমিও পরেশ কাকা নাই দাও ওকে বেশি, অথচ আমাদের বেলা…

পরেশ—[একটু হাসিয়া] কি করি বল না ?—যাত্রা নয়তো যে কোন রকমে একটা শামিয়ানা খাটিয়ে…

যোগেন—[আবদারের সঙ্গে একটু ঝাঁঝিয়া উঠিয়া] আর আমার এদিকটা কিছু নয়! সাঁওতাল নাচের সঙ্গে ক্ল্যারিওনেটের আওয়াজ শুনলে রাস্তায় যদি আমায় না ঢিলোয় তো দেখে নিও। বলছি একটা পিক্ল্ কিনে দাও,—তা' বড্ড দাম পড়ে যাবে!' আর হ্যাঁ, যা বলতে এসেছিলাম,—ও পঞ্চাশটি টাকায় মেরামতের ম'ও হবে না ; অন্ততঃ সত্তরটি টাকা চাই।…যাত্রা করতে বলছি না, নিতে ক্যালকাটার ষ্টেজই দাঁড় করাক ভুজুং-ভাজুং দিয়ে, মোদ্দা নাচ গান তোমাদের উইদাউট্ সংগত চালাতে হবে।

পরেশ—[একটু বিপর্যস্তভাবে হাসিয়া ড্যান্সিং মাষ্টারের প্রতি]

দেখছেন মশাই, কি সব অবুঝ লোক নিয়ে কাজ করতে হয় আমায় ?

ড্যা-মা—[মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া চুল গুলা কপালের উপর তুলিয়া, গম্ভীর ভাবে] আজ্ঞে, মেরামতের হিসেবের কথা জানি না, আমি বাইরের লোক ; তবে সাঁওতালী নাচের সঙ্গে ক্ল্যারিওনেট শুনলে আমাদের শিবপুরে তো রাস্তায় বেরিয়ে ঢিল খাওয়ারও অবসর পাওয়া যেত না, সঙ্গে সঙ্গেই দড়ি কেটে ষ্টেজ চাপা দিত।

পরেশ—[হাসিয়াই] এই দেখুন, আপনিও ওর দিকেই হলেন ! আমি কোথায় ভাবছি···তা, কততে হবে তোর পিক্—একটা কাজ চালানো গোছের ?

ড্যা-মা—তা কমসে কম গোটা পঞ্চাশটাকা তো লাগবেই, তার কমে...

পরেশ—ঐ শোন্, তার ওপর আবার তুই বলছিস মেরামত পঞ্চাশ-টাকার কমে হবে না। কিছু টাকা উঠেছে বলেই কি এই সবে খরচ করে ফেললে চলবে ? পাবলিক্ ফেমিনের জন্যে দিচ্ছে···

যোগেন—[একটু ক্ষুব্ধ ভাবে] আমি নিতের মতন জবরদস্তি করছি না পরেশকাকা, সে আমার খাটবেও না, জানি। বেশ তো, পাবলিক ফেমিনের জন্যেই দিচ্ছে তো তাদের কথকতা শুনিয়ে দাও না। আমার কথা হচ্ছে···

পরেশ—[হাসিতে হাসিতেই] আর থাক তোমার কথা ! [গম্ভীর ভাবে] বলব'খন প্রেসিডেণ্টকে, কি আর করব ?

কিন্তু মেরামতের জন্যে আমি ওর বেশি দোব না.; বড় জোর আর পাঁচটি টাকা, তাইতেই সারতে হবে তোমায়।

যোগেন—আমার কি সাধ মিচে খরচ করিয়ে দেওয়া পরেশ কাকা?—লোকে মরছে ওদিকে না খেতে পেয়ে।·· কখন আসব তাহলে? ওই আড়াইটে?

পরেশ—তাই আসিস।

যোগেন চলিয়া গেল। একটু নীরবে কাটিল; থাকো মেয়েলি ঢঙে মাথা নিচু করিয়া নখ খুঁটিতেছে, ড্যান্সিং মাষ্টার বাঁ হাতে নিজের চুলে হাত বুলাইতেছে পান্নু উপর পানে চাহিয়া আছে।

ড্যা-মা—[ঝাঁকানি দিয়া কপালের উপর চুল তুলিয়া দিয়া] এবার আমাদের কথাটাও বলুন না পান্নু বাবু, সময় বয়ে যাচ্ছে তো?

পান্না—হ্যাঁ, ভুলেই যাচ্ছিলাম,—আমরা একটা হর-পার্বতী ড্যান্স দোব পরেশ কাকা।

পরেশ—[সিগারেটের ধুঁয়া ছাড়িয়া] বেশ তো, ভালো কথা।

পান্না—ভালো কথা তো বললেন, কিন্তু একটা বাঘছাল চাই।

পরেশ—[একটু হাসিয়া] বন্দুক নিয়ে সুন্দরবন যাবো?

পান্না—[আবদারে রাগের সঙ্গে ড্যানসিং মাষ্টারকে সাক্ষী মানিয়া] দেখলেন তো? নিতাই, যগা তহবিল খালি করে দিক, একটা কথা নেই পরেশ কাকার মুখে, আমি একটা স্নেহ কথা বললেই ঠাট্টা।

পরেশ—[হাসিয়া] তোর যেমন বলা। বাঘছাল চাই, ক্লাবের পাশেই কালু মিঁয়ার দরজির দোকান রয়েছে, বলে দে, একটা তোয়ের করে দেবে।

পান্না—কালু মিঁয়ার বাঘছালে আর রীয়েল বাঘছালে এক রকম এফেক্ট হয় কখনও?

পরেশ—তাহলে তো রীয়েল অর্জুনকে ডেকে এনে রীয়েল কুরুক্ষেত্র বাধাতে হয় ষ্টেজের ওপর।

পান্না—আপনি গুরুজন, জবাব দেওয়া মানায় না; কিন্তু সেবারে প্রতাপ সিংহ যখন আসল ঘোড়ায় চড়ে ঢুকল ষ্টেজে কি রকম এফেক্ট হয়েছিল বলুন দিকিন! ছোঁড়ারা পটকা ছুঁড়ে শেষ কালটা তাকে ক্ষেপিয়ে দিলে সে আলাদা কথা, নৈলে যতক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছিল···

পরেশ—[হঠাৎ উৎসাহ ভরে]: বেশ, আসলই দোব তোদের, বোস সাহেবের ড্রয়িংরুমে গালচের ওপর একটা বেছাম আছে, সেইটে···

পান্না—[ভীতভাবে ড্যানসিং মাষ্টারের পানে চাহিয়া] সে মশাই একটা এগার হাত রয়াল টাইগারের ছাল, সমস্ত মহাদেবই আগাপাস্তলা একটা বাঘ হয়ে যাবে!

পরেশ—তবে কি বলছিস আমায়? গায়ের মাপ দিয়ে যদি ছাল জোগাড় করতে হয় তো সোঁদোরবন ছাড়া আর উপায় কি?

ড্যা-মা—না, পান্নুবাবু বলছিলেন ওঁর কোন্ বন্ধুর কাছে নাকি···

পান্না—প্রসাদের কাছে একটা ছাল আছে, ওর কাকা শিকার করে···

পরেশ—ফিট করবে তোকে?

পান্না—গুরুজন আপনি, কিন্তু না বলেও পারি না পরেশকাকা।

বাঘের ছাল ভগবান তোয়ের করেছিলেন বাঘের জন্যে, মানুষের গায়ে কি করে ফিট করবে বলুন? কথা হচ্ছে গোটা পনের টাকা হলে প্রসাদ বেচে ফেলে ছালটা, তারপর কালুখাঁকে দিয়ে সেটা ছেঁটেছুটে ঠিক করে নিই।

পরেশ—কমে দেবে না?

পান্না—কুড়ি টাকা চাইছিল, অনেক কষ্টে আঠার পর্যন্ত নেমেছে. ফেমিন রিলিফের নাম ক'রে, জিদ করে ধরলে পনেরয় দিয়ে দেবে। তবে. ঐ কুড়িটা টাকাই দিতে হবে, পার্বতীর ড্রেস আছে তো?

পরেশ—বলতে হবে প্রেসিডেণ্টকে, আর করা যায় কি? রিলিফে তবে যে কী পাঠানো হবে···

ড্যা-মা—সেইখান থেকেই তো আসছি মশাই, কুড়িটা টাকা বেশি গেলেই বা তাদের কি উপকার হবে? একটা লোককে দুটো দিনও টেনে রাখতে পারবে না।

পান্না—তার চেয়ে এ বরং ক্লাবের একটা পারমানেণ্ট প্রপারটি হয়ে রইল। তাহলে উঠি এখন পরেশ কাকা, আমিও আড়াইটের সময়ই আসব।

ড্যানসিং মাষ্টার একটা ঝাঁকানি দিয়া চুলটা গুছাইয়া লইল, তাহার পর দুইজনে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

পরেশ—তারপর থাকোহরির কি খবর? মুখস্তটুকস্ত আরও একটু ভালো করে করো। তোমারই ওপর আদ্দেক প্লে ডিপেণ্ড করছে, আদ্দেক বলি কেন, থ্রি-ফোর্থ।

থাকোহরি কোঁচার একটা খুঁট তুলিয়া আঁচলের মতো করিয়া আঙুলে জড়াইতেছিল, সেটা ছাড়িয়া শরীরে একটা দোল দিয়া খালি আঙুলগুলা লইয়া জড়াজড়ি করিতে লাগিল।

পরেশ—[একবার আড়চোখে চাহিয়া লইয়া] কি একটা বলবে যেন মনে হচ্ছে।

থাকোহরি উত্তর দিল না, মুখটাও তুলিল না, শরীরে আর একটা দোলা দিয়া নীরব আব্দারের ভঙ্গীতে ঠোঁট দুইটা মাঝখানে জড়ো করিয়া আঙুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

পরেশ—বলেই ফেল না, তুমি তো পিক্রুও চাইবে না, বাঘের ছালও চাইবে না।

থাকো—[পূর্ববৎ অঙ্গ সঞ্চালনের সহিত ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া অস্পষ্ট নাকী সুরে] আমার একটা ভালো শাড়ি চাই—জর্জেট, না হয় বেনারসী।

পরেশ—[বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিয়া] শাড়ি ! !

থাকো—[অঙ্গভঙ্গী সহকারে] অমনি শিউরে উঠলেন !—আমার বেলাই যত ইয়ে—হুঁ···আমি সাধনকাকার দোকানে দেখে এসেছি।

পরেশ—দেখে এসেছিস মানে ! সে থিয়েটারের জন্যে দেবে কেন ?

থাকো—[সেই রকমই আব্দার করার মেয়েলি ভঙ্গীতে] আশী টাকায় দেবে বলেছে, জর্জেটটার দাম পঁয়ষট্টি।

পরেশ—কিনতে হবে নাকি !

থাকো—[চুপ করিয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে লাগিল ;

একটু পরে] দরকার নেই, আমি আমার নরুন-পেড়ে ধুতি পরে নামব।

পরেশ—কেন, তুই তো বৌমার না কার শাড়ি নিয়ে আসিস, চমৎকার জিনিস, তেমনি মানায়ও তোকে।

থাকো—দেবে না বলেছে। তা ভিন্ন সব পার্টেই ঐ এক শাড়ি—হুঁ—মানুষের যেন একটা ভালোমন্দ পড়তে সাধ যায় না…

পরেশ—[একটু চুপ করিয়া] বেশ, না দেয়, তোকে তোর খুড়ির শাড়ি এনে দেব'খন, এবার পূজোতে যেটা কেনা হয়েছে। যা, মন দিয়ে…

থাকো—না, আমি পরের শাড়ি পরতে পারব না, লজ্জা লজ্জা করে আমার, তার ওপর আবার গুরুজন…[একটু থামিয়া] তার চেয়ে এক কাজ করুন না কেন ?

পরেশ—কি ?

থাকো—শঙ্করকে হিরোইনের পার্ট দিন, বিকেল হলে আমার রোজ মাথাও টিপটিপ করছে ক'দিন থেকে।

পরেশ—[আকুল পাথারে পড়িয়া] ওদের আবদারের তবু একটা মানে ছিল, আমি শাড়ি কেনার কথা প্রেসিডেণ্টকে কি করে বলি বল দিকিন ? না, লক্ষীটি, অন্যায় আবদার ধরিস নি থাকো। আমি বরং প্রেসিডেণ্টের নিজের হাত দিয়ে তোকে একটা ভালো মেডেল দেওয়াব, লক্ষীটি।

থাকোহরি একই ভাবে ঘাড় নিচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পরেশ—কি রে, কথা ক'স না যে ?

থাকো—ও শঙ্করকেই দিন, আমি না হয় শঙ্করের পার্ট নিচ্ছি, মরতে মরতে করব কোন রকমে।

পরেশ—তা কখনও হয়? তা ভিন্ন দিনই বা কটা আছে আর? আর শঙ্কর যা পারবে তা তো জানিই।

খানিকক্ষণ চুপচাপ গেল। পরেশ বিপর্যস্ত ভাবে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছে, থাকোহরি ঠোঁট দুইটা জড়ো করিয়া অল্প অল্প চালিত করিতেছে, মনে মনে কি যেন আওড়াইতেছে।

পরেশ—চুপ করে রইলি যে? বল একটা কিছু।...আচ্ছা, ঐ তো ড্যানসিং মাষ্টার রয়েছে, শিবপুরের লোক, বাইরেও অনেক ক্লাব দেখেছে, ওকে জিগ্যেস ক'রগে তো কোন ক্লাবের কটা আসল বেনারসী, জর্জেট শাড়ি আছে। সব জায়গায়ই তো বাড়ি বাড়ি থেকে চেয়ে···

থাকো—আমি যেন ক্লাবের জন্যেই বলছি!

পরেশ—[বিস্মিত ভাবে] তবে!

থাকো—[নাকীস্বরে] আমার নিজের জন্যে—হুঁ···

পরেশ—[অপরিসীম বিস্ময়ে চেয়ারের হাতল ধরিয়া উঠিয়া] নিজের জন্যে কিরে! তুই ধুতি ছেড়ে দিবি নাকি!!

থাকো—[একগুঁয়েমির সঙ্গে অভিমান মিশাইয়া] ওমনি ঠাট্টা! আমার পাঁচটা জায়গা থেকে নেমন্তন্ন আসে···

পরেশ—[বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে যেন বিমূঢ় হইয়া গেছে] নেমন্তন্ন আসে!—সাধের নেমন্তন্ন, না, ষষ্ঠীর রে!

থাকো—সে-নেমন্তন্নর কথা বলছি যেন,—আমার বেলায় সবাই

সব কথাই ঘুরিয়ে নেবেন। ফিমেল পার্ট নিয়ে প্লে করার নেমন্তন্ন আসে। অথচ নিজের এমন একখানা···

থাকোহরি মুখটা উল্টা দিকে ঘুরাইয়া লইল। মেয়ের পার্ট করিয়া করিয়া তাহার একটা অদ্ভুত শক্তি আয়ত্ত হইয়াছে,—কয়েকবার ঘন ঘন চোখের পাতা নাচাইয়া চোখের জল আনিয়া ফেলিতে পারে। থাকো সেই অস্ত্রই ধরিল।

পরেশ—[দু একবার আড় চোখে দেখিয়া লইয়া ভীত ভাবে, স্বগত] এ যে কান্না এনে ফেললে, এমন ফ্যাসাদেও মানুষে পড়ে! আর হতভাগার মেয়েছেলের মত সময় জ্ঞানও কি তেমনি! কদিন আগে বললেও একটা উপায় ছিল, এ একেবারে শিয়রে সংক্রান্তি···কি যে করি! · [প্রকাশ্যে] শোন থাকো আমার কথা, গুরুজন বলে একটা ইয়ে করিস তো?—আমি বুঝলাম, কিন্তু সবাই তো আর বুঝবে না—শাড়ি চাইতে গেলে একটা খেপান্ তুলে দেবে। অন্যের কথা বাদ দে, ঐ শঙ্করই···

থাকো—শঙ্কর কানের দুল চাইবে বলেছে···

পরেশ—কানের দুল!! [পরেশ কিছুক্ষণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া থাকোর পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর হতাশ হইয়া মাথার চুল খামচাইয়া একটু বসিয়া রহিল। একটু পরে মুখ তুলিয়া] আচ্ছা সে দেখা যাবে, তোকে যা সলা দিই শোন্। ও সত্তর টাকা, আশী টাকা নয়; যদি নিজের জন্যে কিনবি তো সস্তা দামের একটা দেখ,—মাদ্রাজী, কি টাঙ্গাইল—যা হয়। প্রেসিডেণ্ট তো একটা মেডেল দেবেন বলেছেন? তা মেডেলের বদলে তোকে গোটা কুড়িক টাকা দিইয়ে

দিচ্ছি—নিজের পছন্দ মত মেডেল কিনবি বলে; তারপর কিছুর ছুতো ক'রে এদিক থেকে আরও গোটা কতক টাকা বের করিয়ে দিচ্ছি···

থাকো—[নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চিপটেন কাটিয়া] পঁচিশ টাকার শাড়ি পরে হিরোইন্ !

পরেশ—গেরস্তর বউ আর কত চাই ?

থাকো—[আবার ঘাড়টা বাঁকাইয়া চিপটেন কাটিয়া] ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের শাড়ি দিন না তার চেয়ে !

পরেশ—[বিপন্নভাবে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া] আচ্ছা, আর পাঁচ টাকা নে।

থাকো—[হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে পা দুলাইয়া] আমি পঁয়ত্রিশ টাকার একটা চাঁপা ফুলের রঙের জর্জেট দেখেছি, খুব চোখে লেগেছে আমার, অন্তত সেইটে না হলে···

পরেশ—[যে কোন রকমে পরিত্রাণ পাইবার জন্য] বেশ, বেশ, তাই নিগে। মোদ্দা শঙ্করকে বলে আর খেপাস্ নি।···কি বলে যে প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে টাকাগুনো বের করব...

(ড্রপ)

পঞ্চম দৃশ্য

ঘোষাল গিন্নীর বাড়ির বাহিরের একটা ঘর। বৈকাল বেলা। পান্নু উমাকে নাচ শিখাইতেছে। হারমোনিয়াম বাজাইয়া চলিয়াছে, উমা গাহিয়া গাহিয়া নাচিতেছে—

আমি সন্ধ্যা কমল মুদেছি আমার আঁখি।
আজ, পারি নি ফুটিতে মেলিয়া আপন দল
তোমার কিরণ মাখি—

পান্না—[দুইটা লাইন গাওয়া হইলে হারমোনিয়াম থামাইয়া] ঠিক হচ্ছে না ওখানটায়,··· [উঠিয়া আসিল]···এ ক'টা দিন আসতে পারি নি আর ঠিক ভুলে বসে আছ। আমি সমস্তটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি—খুব ভালো করে লক্ষ্য করে যাও।

আমি সন্ধ্যা কমল মুদেছি আমার আঁখি।
আজ, পারি নি ফুটিতে মেলিয়া আপন দল
তোমার কিরণ মাখি।

বাড়ির ভিতরের দিকের দুয়ার দিয়া ঘোষাল-গিন্নি ও রমার প্রবেশ। পান্নু গানটা থামাইয়া দিল।

ঘো-গি—[মুখে খানিকটা গুল পুরিয়া দিয়া কলহের অভিনয়ের সহিত, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে] আমি বাপু এসেছি ঝগড়া করতে তোর সঙ্গে—বলি শিব-পার্বতীর নাচ দেখাবি বলে যে এই তিনদিন থেকে ভোগা দিচ্ছিস—শুধু আমার কথাই নয়—ক'বাড়ির মেয়ে রোজ জড় হয়ে আমায় গঞ্জনা দিচ্ছে···

পান্না—[হাসিয়া] না জেঠাইমা, আজ নিশ্চয় দেখাব; এই দেখ আজ পোষাক পর্যন্ত নিয়ে এসেছি সুটকেশে। ড্যান্সিং-

মাষ্টারও এল বলে। দণ্ডস্বরূপ একেবারে পুরোপুরি দেখিয়ে দোব, বাজনারও ব্যবস্থা করে এসেছি। আসল কথা, অল্প সময়, হরেন-দা' বলেছে সমস্ত দুপুরটা নাচ আর গানের রিহার্সেল দেওয়া চাই...

ঘো-গি—তাহলে তোরা এবারে সত্যিই খাটচিস একটু...

পান্না—একটু !...বলে নাইবার খাবার ফুরসৎ নেই, এদিকে উমা কি করছে না করছে সে একবার দেখে যাবো...

নেপথ্যে—"পানু বাবু আছেন ?"

পান্না—ঐ সব এসে গেল। [রমা ভিতরে চলিয়া গেল। ড্যান্সিং মাষ্টারের সঙ্গে যতীন, শরৎ ও কালীপদর প্রবেশ, একজনের হাতে একটা ক্ল্যারিওনেট] ইনিই নতুন ড্যানসিং মাষ্টার জেঠাইমা, নাম ক্ষেত্রবাবু ;—শিবপুরে এখন এঁর দলই প্রথম যাচ্ছে।...আর এই আমাদের জেঠাইমা, মাষ্টার মশাই, বলেইছি এঁর কথা আপনাকে।

ড্যানসিং মাষ্টার একটা ঝাঁকানি দিয়া কপালের চুলগুলা মাথায় তুলিয়া দিয়া গম্ভীর বিনয়ের সহিত অগ্রসর হইয়া ঘোষাল-গিন্নির পদধূলি লইল, "এস বাবা" বলিয়া তিনিও আশীর্বাদ করিলেন।

পান্না—জেঠাইমা বলেন আমরা দেখতে যাবো না তোদের প্লে।...আরে ! জেঠাইমা দেখতে যাবেন না তো আমরা কার জন্যে আয়োজন করে মরছি !...শেষে একটা রফা হ'ল ; জেঠাইমা বললেন—তোদের কেমন নাচ করবি দেখা একটা নমুনা, যদি পছন্দ হয়...

ড্যা-মা—[ভয়ের অভিনয় করিয়া] এতো হোল না জেঠাইমা : তাহলে মানে মানে সরে পড়ি।

ঘো-গি—[সবিস্ময়ে] কেন গো, কি হোল ?

ড্যা-মা—ধরুন পছন্দ হ'ল না, আপনারাও গেলেন না, "খদ্দের ভাড়িয়ে বেড়ান হচ্ছে ?" বলে পরেশ কাকা লাঠি হাতে করে আমাদের ··

ঘো-গি—[হাসিয়া] কি গেরো !—হ্যাঁগা যাবো না কেন ? ছেলেরা আমোদ-আহ্লাদ ক'রে করছে। পানু বললে—ঠাকুর দেবতার নাচ, তাই ঐ কথা বলে·· এমনি তো আসত না [হাসি]···যাও, তোমরা ওই পাশের ঘর থেকে সেজে এস বাপু। সবাই অনেকক্ষণ থেকে এসে বসে আছে···

পানু স্যুটকেসটা লইয়া ড্যানসিং মাষ্টারকে সঙ্গে করিয়া অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া গেল। রমা ও অনুর প্রবেশ।

রমা—কত দেরি হবে ঠাকুরমা ? থিয়েটারের সাজা নয় তো, হাঁ করে বসে থাকতে থাকতেই বাজি ভোর ; ওইটি আমার নেহাৎ অসহ্যি বাবু···

অনু—ততক্ষণ না হয় উমা তোর নাচটা দেখা না সতীশরাও রয়েছে বাজাবে'খন—

উমা—[গানটা গাহিল, তিনটি ছেলে যথাক্রমে হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট ও বাঁয়াতবলা বাজাইতে লাগিল]

আমি, সন্ধ্যা কমল মুদেছি আমার আঁখি।
আজ, পারিনি ফুটিতে মেলিয়া আপন দল
তোমার কিরণ মাখি' ॥

তরুণ বন্ধু মোর, ওগো, তরুণ বন্ধু মোর
এ কি, নিতল সুপ্তি ঘোর ;
সঘন তিমির নামে চারিধারে
স্তব্ধ মরণ ধীর সঞ্চারে
তন্দ্রা-বিছানো অলস কানন তল
নীরবে ফেলিছে ঢাকি' ॥

সুদূর স্মৃতির অন্তিম পার হ'তে
কোন্, নবীন উষার সুখ-সৌরভ আনে
ঘন অরণ্য পথে ॥

তরুণ বন্ধু মোর, ওগো তরুণ বন্ধু মোর
দেখ, রাত হয়ে এল ভোর ;
তুলি আনন্দে আলোকের রোল
নব জীবনের প্রাণ-কল্লোল
কভু কি আবার জাগিবে না মোর প্রাণে
অরুণ চরণ রাখি ॥

আমি, সন্ধ্যা কমল মুদেছি আমার আঁখি।

গান শেষ হইলে নেপথ্যে পানু—"আমরা রেডি"। অনু ও রমা বাহির হইয়া গেলে হর বেশে ড্যানসিং মাষ্টার ও পার্বতী বেশে পানু প্রবেশ করিল।

ঘো-গি—আমরা সবাই ভেতরের বারান্দায় গিয়ে বসছি। শেষ হ'লে একটু জলটল খেয়ে যাবি সবাই, পানু।...উমা আয়।

পানু—উমা পার্বতীর নাচটা ভালো করে দেখুক, জেঠাইমা এর পরে শিখিয়ে দোব।

উমা একপাশে গিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গী তিনজনে যথাক্রমে হারমোনিয়াম, ক্ল্যারিওনেট ও বাঁয়া তবলা ধরিল, নৃত্য চলিতে লাগিল। নৃত্য শেষ হইলে ঘোষাল গৃহিণী প্রবেশ করিলেন।

ড্যা-মা—কি জেঠাইমা? যাবেন বলে অভয় দিচ্ছেন তো?

ঘো-গি—গেলে কিন্তু সেটা তোমাদের পক্ষে ভয়ের কথাই বাপু।

পানু ও ড্যা-মা—[একসঙ্গে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত] কেন জেঠাইমা?

ঘো গৃ—গেলে এত এনকোর না কি বল তোমরা, তাই দোব যে হাক্লান্ত হয়ে তখন বলবে কোথা থেকে এক আপদ বুড়ী জুটেছে! [সকলের হাসির মধ্যে ড্রপ পড়িতে লাগিল] "বোস্ খেয়ে যাবি সবাই, পানু" বলিয়া ঘোষাল গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

থিয়েটারের তিন দিন পরে সকলে পরেশের বাড়ি একত্রিত হইয়াছে। সময় —সকাল আন্দাজ নয়টা। অনেকগুলা চেয়ার ও একটা বেঞ্চ ভরিয়া গেছে, কয়েক জন থামে ঠেস দিয়াও দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মধ্যে একজন পানু, সে এক পায়ে ভর দিয়া একটা পা মাঝে মাঝে নাচের ভঙ্গীতে সঞ্চালিত করিতেছে। কেহ চা পান করিতেছে, কাহারও বা শেষ হইয়া গেছে; সামনের বেতের গোল টেবিলটায় কতকগুলা খালি কাপ রহিয়াছে, নিচেও কয়েকটা এদিকে ওদিকে ছড়ান-পড়িয়া আছে, চাকর জোগানও দিয়া চলিয়াছে। পরেশ একটা ডেক চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া আছে।

পরেশ—[সন্তোষের পানে চাহিয়া] কি বলছেন ডক্টর মিত্র ?—এতদিনের প্র্যাকটিসের মধ্যে ইউনিয়ান ক্লাবকে এমন থিয়েটার করতে কখনও দেখেন নি ? [হাসিয়া] হুঁঃ, ওঁর আবার একটু এগজ্যাজিরেট করা অব্যেসও।

সন্তোষ—আপনি গুরুজন পরেশ কাকা, আপনার মত সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা উচিত নয় ; কিন্তু এ সহরে যদি একজন কেউ থাকে যে এগজ্যাজিরেট করা কাকে বলে জানে না তো সে ডক্টর মিত্তির।…কেন, আপনি কি বলতে চান—হয় নি ভালো ?

পরেশ চুপ করিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে মৃদুহাস্য করিতে লাগিল।

গোবিন্দ—তাহলে আপনি মামার ওপিনিয়ান শুনলে কি বলবেন বুঝতে পারি না পরেশ কাকা ?

পরেশ – কি বলেন গুরুচরণ দাদা ?

গোবিন্দ—কি বলেন ? কাল আমাদের বাড়ির আড্ডায় তুমুল তর্ক ; মামা ধরে বসলেন—পাবলিক ষ্টেজেও এ-রকমটি দাঁড় করাতে পারতো না·· একটু চটাচটিও হয়ে গেল···বৃন্দাবন কাকা বললেন—এ তোমার গা-জুরি কথা, অবিশ্যি করেছে ভালো স্বীকার করি, তা বলে···

পরেশ—[মৃদু হাস্যের সহিত] বৃন্দাবন সেই সেদিনকার ব্যাপার থেকে আমার ওপর একটু চটে আছে, অবিশ্যি তা বলে যে যা বলবে তাই ভুল...

নিতাই—আমি ভুলই বলব, পরেশ কাকা। হিংসে কথাটা আর ব্যবহার করলাম না, তিনি গুরুজনের মধ্যে ; তবে শুধু ষ্টেজের

কথাই যদি ধরা যায়, এ ষ্টেজে আর পাবলিক ষ্টেজে কতটুকুই বা তফাৎ আছে বল ?

পরেশের পিছনে চেয়ারের পিঠটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার অলক্ষিতে নিতাইকে কি ইসারা করিল, নিতাই চোখ টিপিল।

কুমুদ—[হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া] সব চেয়ে মজা করেছে ঠাকুরদাদা কালকে। বুড়ো তো আর অত চিনে রাখতে পারে না,—থিয়েটার দেখে বাড়ি ঢুকেই হুলুস্থুল কাণ্ড ;—আমায় লক্ষ্য করে—'ছোঁড়াটা বকে যাচ্ছে, কারুর সেদিকে লক্ষ্য নেই, কলকাতা থেকে মেয়ে ভাড়া করে এনে ষ্টেজে তোলা ! কেন, আমরা কি থিয়েটার করিনি কখনও ?'…ঠাকুরমা বলে—'হ্যাঁগা, মেয়ে তুমি কাকে বলছ ? মেয়ে কোথায় দেখলে ?'…'কেন, ঐ-যে কিরণের পার্ট করেছিল'…তখন সবার হাসি, ঠাকুরমা বলে—'ওযে আমাদের অন্নদার মেজছেলে থাকো !'…ঠাকুরমার মুখ বড্ড খারাপ তো ?—বলে—মেয়ে-মেয়ে তোমার একটা বাই হয়েছে, তাই…

থাকো লজ্জায় প্রায় লতাইয়া পড়িল। শঙ্কর মুখ কুঁচকাইয়া ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে দুই তিনবার তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

পরেশ—না, তা মানিয়েছিল থাকোকে,—শঙ্কর থাকো দু'জনকেই বেশ মানিয়েছিল।

শঙ্কর কি ভাবিয়া মাথাটা একটু নিচু করিয়া ডাইনে-বাঁয়ে দুলাইয়া দিল। হরেনের প্রবেশ—হাতে একটা বই দুই আঙুলে ধরিয়া দুলাইতেছে। প্রবেশ করিয়াই পা জড়ো করিয়া থিয়েটারি পশ্চাতে দাঁড়াইল এবং সমস্তটা একবার দেখিয়া লইল। "আসুন হরেনদা', আসুন।" বলিয়া কুমুদ প্রভৃতি কয়েকজন

চেয়ার ছাড়িয়া দিল। ষ্টেজের পদ্ধতিতে অগ্রসর হইয়া হরেন কুমুদের চেয়ারটায় বসিল।

পরেশ—এদের কথা শুনেছ হরেন?—সহরে সবাই নাকি বলছে···

হরেন—[ঘাড়টা উলটাইয়া ও তর্জনী বাঁকাইয়া চাকরের প্রতি] এককাপ এখানেও—[পরেশের প্রতি]—এমন প্লে আর হয়নি, এই তো? অবিশ্যি, মোটের ওপর বোধহয় হয়ে থাকবে ভালো, তবে···

নিতাই আবার হাতটা তুলিয়া যোগেনকে কি ইসারা করিল।

যোগেন—তুমি 'মোটের ওপর' কি বলছ হরেনদাদা?···শুনছেন পরেশকাকা?—বাবার মুখে খালি তো গীতা, প্রাণায়াম আর বেদব্যাস?—বাড়িতে পালাই পালাই ডাক ছাড়িয়ে দেয়··· কাল খেতে বসে বলছে—এবারে থিয়েটারটা করেছে ভালো রে।'···তবে বাবার যা রোগ—ক্রেডিট্ দিতে রাজি নয়, বলে—'তা করবেই তো, একটা ভালো কাজ নিয়ে কিছুতে নামলে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে···

একটু হাতটা উচাইয়া নিতাইকে ইসারা করিল।

নিতাই—আধ্যাত্মিক শক্তির কথায় মনে পড়ে গেল, বেমালুম ভুলেই গেছলাম,—সেদিন বিকেলে যেমন ঘনঘটা করে এল, ভাবলাম বুঝি সারলে দফা,—প্লে তো যাবেই, নতুন ষ্টেজটা সুদ্ধু বুঝি দেবে কাবার করে।···'কি করি, কি করি' করে দিলাম একজোড়া পাঁঠা মানৎ করে মা-কালীকে।

পরেশ—একবার খরচের দিকটা ভেবে দেখেছিস্?

নিতাই—তুমি হাসালে পরেশকাকা; অবশ্য গুরুজন, আমার

কথাটা বলা ভালো হোল না ; কিন্তু না বলেও পারলাম না।—বিষ্টিতে সব ভেসে যায়, আগে আয়-ব্যায়ের ব্যালেন্স ফেলে তারপর মানৎ করতে যাব—[দেবীর উদ্দেশ্যে অঞ্জলি পাতিয়া দীনতার অভিনয় সহকারে]—খরচ-খরচা বাদ দিয়ে আমার তেরটাকা, চোদ্দআনা তিন পাই বাঁচছে মা, তুমি ঐ চোদ্দআনা আর পয়সা ক'টা নিয়ে কোন রকমে এ-যাত্রা···

বলার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিল।

পরেশ—[হাসিয়া, পরে গম্ভীর হইয়া] খালি ডেঁপোমি শিখেছিস. কত ধানে কত চাল তাতো জানিস না। প্রেসিডেণ্ট বলছিলেন—'ওহে পরেশ, রিলিফে টাকা পাঠানো তো দূরের কথা, এবারেও বুঝি ঘাড়ে দেনা এসে পড়ল ; তিয়াত্তরটি টাকা পড়ে আছে, এখনও রেষ্টুরেণ্টের বিল দেয় নি, তারপর'···

আচায্যি মশায়ের প্রবেশ। সমস্ত মাথায় পাকা বাবরি চুল, কিন্তু এদিকে বেশভুষার খুব পারিপাট্য—কালোপেড়ে ধুতি, গিলেকরা পাঞ্জাবী ইত্যাদি। মজলিসী লোক, প্রবেশ করিতেই সকলে "আসুন ঠাকুরদাদা, আসুন, আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া একটা আরাম চেয়ার খালি করিয়া দিল। আচায্যি মশাই চেয়ারের পিঠে লাঠিটা রাখিয়া উপবেশন করিলেন। পরেশ চাকরকে ডাকিয়া তামাক দিয়া যাইতে বলিলেন।

পান্না, যোগেন, সন্তোষ প্রভৃতি একসঙ্গে—প্লে কেমন দেখলেন বলুন ঠাকুরদা আগে।

আ ম—ভালোই ; তাই তো তিন দিন থেকে পরেশকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে হবে। তা দেখাই পাওয়া যায়

না। এই যে হরেনও রয়েছ, তোমারও কম বাহবা পাওনা নয়।

হরেন—ধন্যবাদ ঠাকুরদা, কিন্তু হরেন যে নিজেই খুব স্যাটিস্‌ফায়েড্‌ নয়।

আ-ম—অবিশ্যি তোমায় সন্তুষ্ট করতে ওদের এখনও দেরি আছে, তবু,…

হরেন বইটা দুলাইতে লাগিল। চা আসিল। বইয়ের কোণটা ধরিয়া কুমুদের হাতে সেটা দিয়া হরেন চা পান করিতে লাগিল।

পরেশ—দেখা পাওয়ার কথা: কি ঝঞ্ঝাট যে ঘাড়ে করেছি ঠাকুরদা…এক দণ্ড কি বাড়িতে বসে থাকবার জো আছে? শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু জের মিটতে…

আ-ম—শেষ হয়ে যাবার কথায় মনে পড়ে গেল,—তবে যে শুনছিলাম আর এক রাত্তির হবে।…শোনা কথা, তোমাদের ঠানদি বলছিল।

চাকর একটা গড়গড়া দিয়া গেল।

পরেশ—[শিহরিয়া উঠিয়া] চুপ করুন ঠাকুরদা', তাহলে পরেশকে বেচতে হবে; এইতেই তো প্রেসিডেণ্ট বলছেন বোধ হয় দেনা হয়ে গেল; ষ্টেজে, ইনষ্ট্রুমেণ্টে, ড্রেসে, ড্যানসিং পার্টিতে…

নিতাই—[আচায্যি মশাইয়ের চেয়ারের পিঠে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া] ধার ধার পরেশকাকার একটা মুখের বুলি হয়ে দাড়িয়েছে। একটা মওকা এল ঈশ্বরের ইচ্ছেয়, ষ্টেজটা একটু দুরস্ত করে নেওয়া গেল। পুজোর সময় পঞ্চাশটি টাকা বরাদ্দ, তাইতেই

সব, হাতে মাখতে কুলোয় না। এই যে 'ভালো হয়েছে—ভালো হয়েছে' বলে সহরে একটা সাড়া পড়ে গেছে, সেই ন্যাকড়া টাঙানো নড়বড়ে ষ্টেজে প্লে করলে হ'ত এ-রকম সাকসেস্, আপনিই বলুন না ঠাকুরদা !"

আ-ম—[গড়গড়া টানিতে টানিতে] উঠেছিল কত ?

যোগেন—কুল্যে পাঁচশ'টি টাকা, তাও বোধ হয় পুরো নয়…

আচার্য্য-মশাই গড়গড়া টানিতে টানিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

পরেশ—হাসছেন যে ঠাকুরদা ?

আ-ম—না, একটা মেয়েলি কথা মনে পড়ে গেল, তাই…

পরেশ—কি মেয়েলি কথা ? ঠানদি আপনার যা অবস্থা করেছেন, পুরুষালি কথা তো বেরই হয় না আর আপনার মুখ দিয়ে।

আ ম—[হাসিয়া] তোমাদের ঠানদিদিরই কথা,—মাঝে মাঝে আমায় খোঁচা দিয়ে বলে না ?—বলে—"একপো দুধের পরমান্ন, গাঁ সুদ্ধ্য নেমন্তন্ন।"

পান্না—বলুন তো ঠাকুরদা ! ঐ তো টাকা, তার মধ্যে ঘরে খরচ করে আবার বাইরেও পাঠাও !

পরেশ—[হাসিয়া] ঠাকুরদা তো চিরকাল তোদের দিকেই টেনে বলে আসছেন…

আ-ম—টেনে বলার কথা নয়। বাইরে পাঠাতে হবে বইকি, বাইরের জন্যে তোলা, আর বাইরে না পাঠালে চলে !··তবে—

পান্না—বাইরে—মানে, বেঙ্গল ফেমিন তো পালিয়ে যাচ্ছে না ঠাকুরদা। এখন ভগবানের দয়ায় পাঁচজনের সামনে বের করবার মতন একটা ষ্টেজ হোল, যাহোক দুটো ভালো মন্দ

ইন্‌সট্রুমেণ্টও হোল—দাও না কত চ্যারিটি দেবে। আর তো এ-খরচটা পোয়াতে হচ্ছে না।

আ-ম—সে কথা মন্দ নয়, সবার ইচ্ছে আর একবারটি হোক, খুবই ভালো হয়েছে কিনা, টাকাকড়ির অভাবে একটা ভালো জিনিস তো দাঁড় করানই যায় না আজকাল।

পরেশ—সবাই বুঝি বলছে ঐ কথা ?

আ-ম—ওয়ান্ এণ্ড অল্, সে যশটা এদের দিতে হবে বৈকি, তবে আর হরেনকে বলছিলাম কি ?

পান্না—যশ তো সেক্রেটারি পরেশকাকার। আমরা কে ?—ওঁর আজ্ঞাবাহী বৈ তো নয়।

দলের কয়েকজনের মধ্যে মৃদু হাস্যের সঙ্গে চোখ টেপাটিপি চলিল।

এই সময় হন্তদন্ত হইয়া নীলুর প্রবেশ, হাতে একটা খবরের কাগজ।

নীলু—[খুব উদ্বিগ্নভাবে] আজকের মৃত্যু সংখ্যা দেখেছেন পরেশকাকা ?—উরে ব্বাস রে! শুধু কলকাতার হাঁস-পাতালেই ছিয়ানব্বই জন নিরন্ন পীড়িতের মৃত্যু। আমাদের টাকাটা যত শীগ্‌গির পারা যায় পাঠিয়ে না দিলে···

সকলে একটু থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর···

যোগেন, পান্না—[একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া] তুমি একটু থামো হে ছোকরা,···ও আর এমন কিছু নতুন কথা নয়···

সন্তোষ—যখনই দেখ, এ ছোকরার দ্বারা শুধু রসভঙ্গ, শুধু রসভঙ্গ।

হরেন—[চায়ের কাপটা রাখিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে সামান্য একটু হাসির সহিত] আমি ভাবছিলামই—সে ছোকরা কোথায়।

আ-ম—ছেলেটি কে? [নীলুর পানে চাহিয়া] ঠাণ্ডা হয়ে বোস, সব ব্যবস্থাই করতে হবে।

নীলু নিতান্ত অপ্রতিভ ভাবে একবার আচার্য্যিমশাইয়ের মুখের উপরে একবার পান্নু প্রভৃতির মুখের উপরে চাহিয়া, কাগজটা পিছনে লুকাইয়া একপাশে গিয়া দাঁড়াইল। সকলে একটু চুপ করিয়া যেন নিজের নিজের মনকে গুছাইয়া লইল

সন্তোষ—হ্যাঁ, পান্নু কি যেন বলছিলি?

পান্না—বলছিলাম পরেশকাকাই তো সব, কিন্তু এসা মনমরা হয়ে রয়েছেন···

নিতায়ের পানে আড়ে চাহিল

নিতাই—সত্যি, এমন মনমরা হয়ে রয়েছেন যে এত খাটুনি আর এত গ্র্যাণ্ড সাকসেসের পর যে একটা লেহ্য আবদার করব তার সাহস করে উঠতে পারছি না।

আচার্য্যিমশাই মাথাটা একটু নিচু করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। হরেনও একটু হাসিয়া একটা নির্লিপ্ততার ভঙ্গী লইয়া বসিল।

পরেশ—[হাসিয়া ফেলিয়া] ফীষ্ট চাই তো?—খ্যাঁট—সে না বলতেই পরেশ কাকা টের পেয়েছে, যখনই দেখলাম এর মধ্যে মা কালীকে টেনে এনে জোড়া পাঁঠার ব্যবস্থা করেছ, তার ওপর আবার ঠাকুরদাদাকেও হাত করেছ···

সকলে একসঙ্গে [আচার্য্যিমশাই নীলু ও হরেন ছাড়া]—রাজি হয়েছেন! রাজি হয়েছেন! থ্রি চিয়ার্স ফর পরেশকাকা!!

তুমুল হর্ষোচ্ছ্বাসের মধ্যে যবনিকা পড়িল

চৌদ্দ মার্ক

পুরুষ	স্ত্রী
রতন—বয়স ১৫।১৬ বৎসর	সরস্বতী দেবী
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	শৈলবালা—বয়স ৮।৯ বৎসর
নির্মল—(নেপথ্যে)	দিদিমা—(নেপথ্যে)

ভিতরবাড়ির লাগোয়া একটি ছোট ঘর। অন্দরে যাতায়াতের জন্য একপাশে একটি দরজা। একদিকে একটি ছোট টেবিল আর একটি চেয়ার। পাশে রাশীকৃত বইয়ে বোঝাই একটি র‍্যাক। ঘরের অপর দিকে একটি চৌকি, তাহাতে নিতান্ত অনাড়ম্বর একটি বিছানা পাতা, তাহার উপর রতন চাদর মুড়ি দিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বিছানার মাথার দিকে দেয়ালে একটি সরস্বতীর ছবি টাঙান। বিছানার পাশেই একটি ছোট টিপয়; তাহার উপর ১০ ১২টি শিশি—, রাঙা, সবুজ, শাদা ঔষধ; সব কটাই অল্পবিস্তর-খালি। ঔষধ সেবনের জন্য কাচের গেলাস ও একটি থার্মোফ্লাস্ক আছে। মাঝখানে একটি এলার্ম-ঘড়ি—তাহাতে তিনটা বাজিতে মিনিট দুয়েক আছে।বিছানার বালিসের দুই দিকেই কতকগুলি করিয়া বই অবিন্যস্ত ভাবে রাখা। রতন স্বপ্ন দেখিতেছে।

রতন—[জড়িত কণ্ঠে] যাঃ, ইউরোপের এ ম্যাপটাও গেল বদলে; ফ্যাসাদ মাইরি; জিয়োগ্রাফিতে এবারে গোল্লা…" (একটু থামিল) "স্যার, আমার কি দোষ? আমিতো ঠেসে মুখস্ত করেছিলুম…

[অল্প একটু পরেই এলার্ম বাজিয়া উঠিল। রতন ধড়মড়িয়া উঠিয়া

পড়িল। একবার ঘড়ির পানে, একবার বইয়ের পানে চাহিয়া আড়ামোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে]—"উঃ—নাঃ"

ক্লান্তিতে আবার একটু ঢুলিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় দূরে কোথায় ঘণ্টায় তিনটা বাজান হইল।

রতন—[আবার মাথা ঝাড়া দিয়া সজাগ হইয়া উঠিল। কাতর ভাবে সরস্বতী দেবীর ছবির পানে করজোড়ে চাহিয়া] মা গো, আর ঘুম দিও না মা ; দোহাই তোমার। বিদ্যের ঠাকুর হয়ে ছাত্রের সঙ্গেই এই রকম ব্যবহার তোমার ? তবে আর কার কাছে দাঁড়াব ?

পাশের ঘরে বার্ধক্যকম্পিত কণ্ঠে : কে, রতন উঠেছিস বুঝি ন্যাকাপড়া করতে ? ওরে আজ সমস্ত দিন তোর পেট ব্যথা গেছে রতন, আজ রাত্তিরটা ছাড় ন্যাকাপড়া—কি ছেলে বাবু ! এই বয়সে চোখে চশমা ; নিত্যি রোগ, আর রাত নেই দিন নেই শুধু কেতাব নিয়ে…

রতন—না, দরকার কি ? তুমি কাচাকোঁচা এঁটে আমার হয়ে কাল এগজামিন দিয়ে এস।…নিমে তিনটে সাবজেক্টে চোদ্দ মার্ক এগিয়ে আছে এখনও। [হঠাৎ বিরক্ত ভাবে ছবির পানে চাহিয়া] ঐ বুড়ীর চোখে ভর করো দিকি মা, একটা কাজ হয় ; যখনই বসব পড়তে—ঘ্যানর—ঘ্যানর…নিজেও ঘুমোবে না, পরকেও জেগে থাকতে দেবে না…। দোহাই মা, ক'র একটু ভর বুড়ীর চোখে, রেহাই দাও আমায়…

হঠাৎ টিপয়ের ওপরে নজর পড়িতে—

এই তো, মনেই ছিল না, কেন মিছে তোমার খোসামোদ করতে গেলাম ?

[ফ্ল্যাস্ক হইতে চা ঢালিয়া এক কাপ পান করিল। তাহার পর বীরদর্পে খানিকটা বুক চিতাইয়া]—এবার পাঠাও কত ঘুম পাঠাবে।

চশমার খাপ হইতে চশমা বাহির করিয়া মুছিয়া চোখে দিল, তাহার পর বিছানাতে অর্ধবৃত্তাকারে ম্যাপ আর ভূগোলের বই সাজাইয়া রাখিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

নর্থ অ্যামেরিকার climate পর্যন্ত হয়ে গেছে—বেশ ভাল করেই মুখস্থ আছে। Natural vegetationটা দেখে নি। Division হ'ল, Tundra, coniferous forest belt, cool temperate decidious forest, temperate grasslands, mediterranean vegetation…

[পেটটা একটু টিপিয়া, মুখ অল্প কুঞ্চিত করিয়া] "সেই ব্যথাটা উঠছে দেখছি। নাঃ, হতভাগা নির্মল জিয়োগ্রাফিতেও এগুবে —নির্ঘাৎ এগুবে বলে দিচ্ছি।…বাড়ছে দেখছি ব্যথাটা।… [টিপয়ের দিকে হাত বাড়াইয়া] ব্যথার ওষুধ আবার কোন্‌টে দেখি। ওষুধের হিসেব রাখব, না, অ্যামেরিকার ভেজিটেশনের এর হিসেব রাখব ? [ছবির দিকে চাহিয়া] —মাগো, এ একচোখোমি ছাড় ;—রতনের ঘরে একখানি হাঁসপাতাল বসিয়ে রেখেছ, নিমে হতভাগার ঘরে একটা ছটাকখানেকের হোমিওপ্যাথির শিশি পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। এদিকে এখন পর্যন্ত তাকেই চোদ্দ মার্ক এগিয়ে রেখেছ। বলিহারি বিচার তোমার !"

টিপয় হইতে এক একটি শিশি তুলিয়া—

না, এটা নয়···না, এটা তো কাসির ওষুধটা···ইনি কোমরে ব্যথার মালিস,···আই-লোশন—তুমিও থাক, নাঃ, লাগিয়ে নি চোখটা কর্ কর্ করছে [ড্রপার দিয়া চোখে লোশন দিল]··· কানের ওষুধটা—কট্ কট্ করছে একটু—থাক্, এখন চোখ কান দুজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না ।...গাম্‌কিউরা ! [মুখ কুঁচকাইয়া চিবাইবার ভঙ্গী করিয়া ও চোয়ালের উপর হাত দিয়া একটু জোর আওয়াজে]—উঃ, ইনিও চাগিয়ে উঠেছেন !

ওবরে দিদিমার কাঁপা গলা—"রতন, কি চাগাল বলছিস যেন ?···"

রতন—[দাঁত মুখ খিঁচাইয়া] কি নয় ?—তুমি থেকে আরম্ভ করে দাঁতের ব্যথা পর্যন্ত সব রোগগুনোই। কালকে নাম কাটিয়ে নোব স্কুল থেকে। সন্তুষ্ট হবে তো তোমরা সবাই ?··· [একটু গলা নামাইয়া] আর এমন মজা—ঠিক পেটের ব্যথার ওষুধ ছেড়ে সবগুনোই হাতে উঠবে। ঠিক যেমন দিদিমাকে বাদ দিয়ে বাকি সবগুনো ঘুমোবে। চোখ দাঁতের কথা ভুলেছিলাম শিশিগুনো যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে !

[একটা শিশি তুলিয়া লইয়া]—পেয়েছি, বাবাঃ !

ভাল করিয়া নাড়িয়া একটা কাচের গেলাসে ঔষধ ঢালিয়া সেবন করিল।

আবার পড়িতে লাগিল—

In the west are the giant Sequoia Douglas Firs ; in the east are larches & spruces···

[মুখস্থ করিতে করিতে ঢুলিতে আরম্ভ করা—হঠাৎ ঝাড়িয়া উঠিয়া]—ঠিক মেজবৌদি'র বদমাইসি, চা'টাকে একেবারে পাৎলা ক'রে দিয়েছে—ঘুম ঠেকাতে পারছে না···[উদ্দেশ্যে গলা চড়াইয়া শাসাইয়া] আমিও যদি তোমার পানের চুনে চিনি মিশিয়ে না গাল পোড়াই তোমার, তো আমার নামে কুকুর···

[অন্যঘর হইতে দিদিমা]—দূর হ'···অ রামখেলান, দেখ বাবা, রতনের ঘরে বুঝি কুকুর ঢুকল···খালি পড়া নিয়েই ব্যস্ত, ঘরে কি ঢুকল···

রতন—[নাক্ মুখ খিঁচাইয়া] আঃ···ওগো, কুকুর নয়···কি গেরো বলত !

দিদিমা—তবে ?···ছাগলটা নাকি ?

রতন—না—

দিদিমা। বাছুরটা ঢুকল ?

রতন—ওগো না, না, না,—তোমার মাথায় সব ঢুকেছে ; আমার ঘরে কিছু নেই ।...তুমি ঘুমোও দিকিন। [আবার বই টই গুছাইয়া লইয়া]—যাক, একটা উবগার করেছে বুড়ী ; ঘুমটা চটিয়ে দিয়েছে ।

পড়িতে আরম্ভ করিল এবং ঢুলিতে ঢুলিতে দু'একবার সামলাইয়া লইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের ঘোরেই একটা চাদর টানিয়া লইয়া মুড়ি দিয়া দিল।

রতন—[স্বপ্ন দেখিতেছে—স্বপ্নের ঘোরেই জড়াইয়া পড়িতেছে]—In the west are the giant sequoia and Douglas Firs—in the west···] উঃ, পেটের ব্যথাটা ক্রমেই বেড়ে উঠছে। মাগো, দয়া করে এই questionটা পরীক্ষায়

আনিয়ে দাও, তাহ'লে নিযেকে একবার দেখি,...এটা আমি প্রাণপণে মুখস্থ করছি, তাতে যদি সমস্ত রাত জাগতে হয়...

ধীরে ধীরে সরস্বতী দেবী আসিয়া রতনের শিয়রে দাঁড়াইলেন। হাতের লীলা কমল দিয়া রতনের ললাট স্পর্শ করিয়া প্রসন্ন, স্নেহদ্রব দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন—"রতন!"

রতন—[নিদ্রা জড়িত কণ্ঠে]—তুমি এসেছ মা?—একবার dictionaryটা দাওতো তাহ'লে, sequoia কথাটার মানে দেখতে হবে। আর মা, হিষ্ট্রিরও একটা উত্তর বলে দিয়ে যাও, শিবাজী কোন তারিখে...

দেবী—[মাথায় লীলাকমল বুলাইয়া] রতন, বড় ভুল করছ।

রতন—[নিদ্রার মধ্যে একটু চকিত হইয়া] কি ভুল মা? তুমি একটু শুধরে দাও, তা যদি না পার তো অন্তত নিমেকে দিয়েও সেই ভুলটা করিয়ে দাও মা, দোহাই তোমার...একে এমনিই চোদ্দ মার্ক এগিয়ে আছে, তার ওপর...

দেবী—আমি এ-ছোট ভুলের কথা বলছি না রতন, তুমি মস্ত বড় একটা ভুল করছ। একবারও কি ভেবে দেখেছ রতন, কি দাম তোমায় দিতে হোচ্ছে এই কয়েকটা মার্কের রেষারেষি নিয়ে?

রতন—মা, সেই সত্য যুগ থেকে নাগাড়ে বেঁচে রয়েছ, একেবারে বুড়ী হয়ে গেছ তুমি, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে ভীমরতি হয়েছে। যেটুকু সময় ঐ বাজে কথা ভাবব, সেটুকু হিষ্ট্রিটা নিয়ে একটু মাথা ঘামালে অন্তত আর কিছু না হোক নিমে ছোঁড়া সায়েস্তা থাকবে...

দেবী—রতন, ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাও, কিন্তু মাথা নষ্ট ক'র না। ইতিহাসের উদ্দেশ্য ভুলে—গোটাকতক মার্কের জন্যে তার পঙক্তি পঙক্তি কণ্ঠস্থ করতে জীবন দেওয়ার চেয়ে কি ভাল কাজ পৃথিবীতে নেই?—ধর, ইতিহাস সৃষ্টি করা? ইতিহাস পড়ার তো তাৎপর্যই তাই রতন। যাঁরা শরীর মনের পূর্ণ তেজে সংসারের সহস্র রকম ঝঞ্ঝা-বিপদ বুক পেতে নিয়ে মানুষ হতে পেরেছেন—ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে যাঁরা তাঁদের কল্যাণহস্তের চিহ্ন রেখে অমর হয়ে গেছেন—তাঁদের অনুসরণ করে তোমরাও ভাবী জগৎকে আবার দিকে দিকে নতুন করে সৃষ্টি করবে, এই জন্যেই তো ইতিহাস পড়া। শিবাজী তোরনা দুর্গ জয় করেছিলেন এইটেই আসল কথা, তেরই ফাল্গুনে জয় করেছিলেন কি সতেরই মাঘে একথার মূল্য কতটুকু? সেই বিজয়ের মধ্যে যে উদ্যম, যে অধ্যবসায়, যে সহিষ্ণুতা তাই বেছে নিয়ে তোমায় হতে হবে মানুষ। তোমার দেশ, তোমার স্বজাতি, তোমার সমাজ তোমার দিকে চেয়ে আছে, আর তুমি রাশীকৃত ওষুধের শিশির মাঝে কতকগুলো তারিখের দুর্ভাবনা আর গোটাকতক অঙ্কের দুশ্চিন্তা নিয়ে দিন দিন একেবারে অক্ষম অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ছ। তোমাদের মত ছেলেরা আমায়ও কলঙ্কিত করে রতন। আমি সেই-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী যে-বিদ্যা মানুষ করে—রোগীর সৃষ্টি করে না। মানুষ হয়ে তুমি আমার পূজো করো—স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে মহত্ত্বে দিন দিন তুমি যে পরিমাণে উন্নতি করবে সেই পরিমাণে আমার পূজো হবে সার্থক। জীবনকে আরতির পঞ্চপ্রদীপের মত

জ্বেলে আমার পূজো করতে পারবে ?…রতন শুনলে কি বললাম ?

রতন—[টানা টানা অথচ স্পষ্ট ভাবে] শুনলাম তো, কিন্তু…আচ্ছা মা, এই পরীক্ষাটা হয়ে যেতে দেও, তারপর…

দেবী—না, আজ এখন থেকে এই সঙ্কল্প গ্রহণ কর, রতন, সমস্ত জীবনটাই তো পরীক্ষা, এর একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলে না। প্রথমতঃ যা কিছু তোমার স্বাস্থ্যের প্রতিকূল তা একেবারে পরিহার কর। ছাত্রদের প্রদান ধর্ম জ্ঞানার্জন, কিন্তু জানই তো শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্। আগে শরীর তারপর ধর্ম্ম সাধন। রোগ তোমার শরীর ছাড়িয়ে ক্রমে তোমার মনকে—তোমার আত্মাকে স্পর্শ করেছে। তুমি…

রতন—মা, রতনকে যতটা বোকা ভেবেছ আসলে ততটা নয়। কি মতলবটা বল দিকিন ?

দেবী—[হাসিয়া] কি আবার মতলব হবে ? তুমি ভুল পথে নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছ, তাই মনের কষ্টে…

রতন—ঝুকুচ্ছ ?—বেশ,তা হলে রতনার কাছেই শোন—তোমার আদুরে দুলাল নিমে হতভাগার জন্যে তোমার ভাবনা জুটে গেছে। তাকে চৌদ্দ মার্ক বাড়িয়ে রেখেছ ; যেই টের পেয়েছ আমি ঐ চৌদ্দ মার্ক মেক্‌আপ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছি—অমনি, সে নেমে যায় দেখে, দুষ্ট সরস্বতীর রূপ ধরে আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে এসেছ। ওসব হচ্ছে না, তুমি সরে পড় মা। রতন চেনে আসল সরস্বতীকে মা—প্রবঞ্চনা খাটবে না।

দেবী—[হাসিয়া] আচ্ছা, আমায় বিশ্বাস না হয় যারা জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তাদেরই দু'একজনকে ডেকে দিই,—যেমন বিদ্যাসাগর,...

রতন—এ লোকটি কে মা ?

দেবী—[বিস্মিত ভাবে] বিদ্যাসাগরকে চিনিস্ না ! হায়রে দেশের ছাত্র, অথচ তৈমুর লংগের কথা জিগ্যেস করলে—কুষ্টি সন তারিখ সব গড়গড়িয়ে আউড়ে যাবে !

রতন—[একটু অপ্রতিভভাবে, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া] না, একেবারে যে জানি না তা নয়—শুধু একটু বলে দাও—হিন্দু পিরিয়ড কি পাঠান পিরিয়ড, কি মোগল পিরিয়ড...

দেবী—তোমার দেশ বর্তমান বাংলাকে যাঁরা গড়েছেন তাঁদের মধ্যে যিনি একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরকেই...

রতন—[তাড়াতাড়ি] ও, তুমি প্রথম ভাগের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বলছ মা ? খুলে বলতে হয়।

দেবী—[নিরাশ ভাবে] তাঁর ওটা সব চেয়ে সামান্য পরিচয় রতন। শুধু এইটুকু বলতে পার যে প্রথম ভাগটা, তিনি যে ভাষা বাঙালীকে দিয়ে গেছেন তার গোড়া পত্তন। তিনি সেই লোক যাঁর কীর্তি আর পুণ্যবলে তোমার স্বজাতি এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যাক্, পাঠিয়ে দিচ্ছি তাঁকে।

দেবীর অন্তর্ধান

পাশের ঘরে দিদিমা—কি স্বপ্ন দেখে বড়্ বড় করে বকচিস—ওরে অ রতন ?

রতন—[আধ তন্দ্রা ভঙ্গের সহিত]—আঃ, যা-ই দেখি না কেন—তোমার বক্‌বক্‌ করে ভাঙিয়ে দেবার কি দরকার ছিল ? বাগে পেয়ে এক আধটা কোশ্চেন বের করে নেবার মতলব করছিলাম··· [শেষের কথাগুলা জড়িত কণ্ঠে বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িল। .

একটু পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবেশ। পায়ে চটি, সমান করিয়া চুল ছাটা, গায়ে একটা চাদর।

বিদ্যা—[শিয়রে দাঁড়াইয়া] রতন।

রতন—আপনাকে মা পাঠিয়ে দিয়েছেন ?

বিদ্যা—হঁ্যা।

রতন—মা বলেন—আপনারা নাকে তেল দিয়ে ক্রমাগত ঘুমোতেন, তবুও এত বড় লোক হতে পেরেছিলেন।

বিদ্যা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবার কথা ছেড়ে দাও। পাছে ঘুম আসে সেইজন্যে আমায় চোখে তেল দিয়ে প'ড়তে হ'ত।

রতন—[উৎফুল্ল হইয়া] সত্যি না'ক ? তা'হলে তো ঠিক লোককেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অনেক রাত পর্যন্ত ঐ ভাবে পড়তেন তো ?

বিদ্যা—অনেক রাত পর্যন্ত ; কখন কখন সমস্ত রাত।

রতন—আপনাকে বেশ ভাল লাগছে, বেশ মিলবে আপনার সঙ্গে। বড় লোক হবার জন্যে চোখে তেল দিয়ে রাত জেগে পড়তেন—আমি চোখে লোশন দিই—একই কথা প্রায়। আপনাদের সময় বোধ হয় অত লোশন ফোশন্ পাওয়া

যেত না। আচ্ছা, বলুন তো পেটে ব্যথা উঠলে কি ওষুধ খেতেন? আর যখন কোমরে ব্যথ উঠত···

বিদ্যা—[বিস্মিত ভাবে] পেটে-কোমরে ব্যথা উঠবে কেন রতন? তুমি আমায় অবাক করলে যে! পেটে কোমরে ব্যথা ধরবে বুড়ো'দের। তোমার ধরে নাকি ব্যথা? [হঠাৎ টিপয়ের উপর ঔষধের শিশিব উপর নজর পড়িয়া গেল]—কি সর্বনাশ, তাই-তো দেখছি! এ ওষুধগুলো তোমায় খেতে হয় নাকি?

রতন—[অপ্রতিভ ভাবে টানিয়া টানিয়া] না—সব সময় খাই না—মানে···

বিদ্যা—রতন, পনের ষোল বছরের যুবা তুমি। তোমার শরীরে থাকবে অটুট স্বাস্থ্য, মনে থাকবে অপরিমেয় বল—প্রতিযুগে পৃথিবীকে যুগের উপযোগী ক'রে গড়তে হবে তোমাদের। স্বাস্থ্যে, তেজে, উদ্যমে তোমরা হবে এক একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তোমার এই কাজের জন্যে সংসারে নামতে আর কত দেরি রতন?—ধর আর ছ'সাত বছর—যখন নামবে, এই ওষুধের বোঝা ঘাড়ে করে নামবে? কি লজ্জার কথা! দেশমাতা তোমাদের মুখের পানে চেয়ে রয়েছেন। কত আশা তাঁর! প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বিদ্যানিকেতনের দ্বার দিয়ে তাঁর সেবার জন্যে লক্ষ লক্ষ কর্মীর দল বেরিয়ে আসছে লক্ষ লক্ষ সন্তান তাঁর—বজ্রের মত সুকঠোর, কর্মঠ দেহ—বুক ভরা উৎসাহ—চোখে অটল প্রতিজ্ঞার জ্যোতি, কপালে প্রতিভার দীপ্ত আলো···; এই তার নমুনা?...শোন রতন, ভগবান এ দেশের মুক্ত আলো বাতাসের মধ্যে অমৃত

দিয়ে রেখেছেন, তুমি বেরিয়ে এসে সমস্ত শরীর মন দিয়ে তা গ্রহণ কর'—তুমি উদ্যমী ছাত্র তা দেখতেই পাচ্ছি—খুব আনন্দের কথা, কিন্তু বিদ্যার বোঝা বইবার জন্যে শক্তি চাই তো…

রতন—আপনিও তো খুব বেশি পড়তেন…

বিদ্যা—হ্যাঁ, বোধ হয় তোমার চেয়েও বেশি, তবে তেমনি শক্তি ছিল।

রতন—[নিজের মনেই একটু নিম্নস্বরে]—সব অমনি পালোয়ানের দল, বড় বড় কথা! (বিদ্যাসাগরকে) কিছু মনে করবেন না, কি এমন শক্তির কাজ করেছিলেন আপনি জানতে পারি কি?

বিদ্যা—[ঈষৎ হাস্যের সহিত রতনের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে]—প্রমাণ না দিলে ছাড়বে না?—একবার মা ডেকেছিলেন, বর্ষাকাল, দামোদর পেরিয়ে যেতে হবে। দামোদরে এত প্রবল বন্যা যে নৌকা পর্যন্ত পার হয় না। অনেক চেষ্টা করলাম, যখন কোন উপায় দেখলাম না…

রতন—[আহ্লাদের সহিত]; ফিরে এলেন তো? আমিও খুব চেষ্টা করতাম, তারপর…

বিদ্যা—হ্যাঁ, তারপর আমিও ফিরে আসতাম; কিন্তু মায়ের ডাক ছিল কিনা, পারলাম না ফিরতে। সেই বর্ষায় দামোদর পার হ'য়ে মার কাছে গিয়ে হাজির হ'য়েছিলাম। অবশ্য মার আদেশ আমাকে ক্ষমতা দিয়েছিল, কিন্তু সে ক্ষমতা এই দেশেরই আলো-বাতাস থেকে পাওয়া তো?

রতন—[অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। বিদ্যাসাগর তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। শেষে ধীরে ধীরে বলিল]—'বর্ষার দামোদর পার হয়ে গেলেন!···কত বড় ব্যাপার! মায়ের ডাকে বর্ষার দামোদর পার হয়ে যাওয়া! (একটু থামিয়া) বড্ড ইচ্ছে করে হতে ঐ রকম ।

বিদ্যা—হবে। সব বাংলার ছেলে আমার জীবনের ঐ ঘটনাটুকু থেকে শক্তি পায়, তুমিও পাবে। শুধু আমাদের ঘরের মা নয়, আমাদের সবার দেশমাতাও ডাক দিয়েছেন রতন—কত বর্ষার দামোদর তাঁর আর আমাদের মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করছে, সবকে পেরিয়ে তাঁর আদেশ পালন করতে হবে। (একটু থামিয়া) রতন, তা হলে আমি তোমার শিশিগুলো নিয়ে চললাম, আর—চায়ের ঐ পাত্রটা—অতবড় বিষ আর সৃষ্টি হয় নি, বিশেষ করে এই জন্যে যে অমৃতের ছদ্মবেশ ধরে' ওটা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে···

রতন—[তাড়াতাড়ি] না না, অমন কাজ করবেন না, ওসব এই কটা দিন থাক, নিমের ঐ চোদ্দটা মার্ক মেক্‌আপ্ করে নিলেই আমি সব ছেড়ে দেবো! ততদিন পর্যন্ত···

বিদ্যা—নাঃ, আমি হার মানলাম, মাকেই ডেকে দিই, তিনিই যদি কোন উপায় ক'রতে পারেন।

রতন—[ব্যস্তভাবে এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে]—আপনি যাচ্ছেন? —শুনুন্, শুনুন্···

দিদিমা—আবার বুঝি স্বপ্ন দেখচিস, অ রতন?

রতন—[জাগিয়া উঠিয়া দাঁত মুখ খিঁচাইয়া]—দেখ দিকিন কাণ্ড!

—আ'র তুমিও দেখ না বাপু, কে বারণ করছে ? চোখে তেল দেবার কথাটা যেমন বাৎলে দিলে তেমনি আরও দু' একটা সিক্রেট (secret) জনে নোব ভাবছি, ত · [খানিকটা আড়ামোড়া ভাঙিল, তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্নের ঘোরে] কেউ যদি রতনের দুঃখু বোঝেন ! বড় বড় লেকচার দেবেন, অথচ নিমের এই চোদ্দটা মার্ক যে কি ক'রে মেকআপ ক'রে সে পরামর্শ দেবার মুরোদ কারুর নেই। সবার নজর ওই শিশি কটির ওপর ; অথচ···

দেবীর প্রবেশ

দেবী—[মুখে একটি দুষ্ট হাসি লাগিয়া আছে ; হাসিতে হাসিতে মাথায় হাত দিয়া]—রতন আমি এসেছি।

রতন—[একটু বিরক্ত ভাবে] কেতাত্ত করেছ ; শিশিগুনো দাও আছড়ে, আর কি ?

দেবী—[দুষ্টামির হাসির সহিত]—সর্বনাশ ! তাকি কখনও পারি ? ঐ শিশির জোরেই তুমি আমার সেবা করতে পারছ, আর আমি শিশিগুনোই দোব আছড়ে ? না, রতন আমি তোমার এত শিশির ব্যবস্থা করে দোব যে ঘরে আর আঁটবে না, তুমি খুব পড়ে যাও, কমা ফুলষ্টপ, সন্ তারিখ, কিচ্ছু যেন না বাদ যায়। নির্মল চোদ্দ মার্ক এগিয়ে আছে, তুমি তাকে চোদ্দ দুগুনে আটাশ মার্ক এগিয়ে যাও—না খেয়ে, চা খেয়ে, না ঘুমিয়ে, যেমন ক'রে হোক—তোমাদের মতন ছেলেরাই তো আমার ভরসা ; বুদ্ধি ধারাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও পাৎলা আর ধারাল হ'য়ে না উঠলে চলবে কেন ?

রতন—কৈ আগে তো তোমার মুখে এ রকম কথা শু'নিনি।

দেবী—আগে তো আমি আসি'নি। দুষ্টু-সরস্বতী এসেছিল।

রতন—হ্যাঁ ঠিক; কথাবার্তাতেই আমি ধরে ফেলেছিলাম—মতলবটা ছিল যাতে আমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুই আর নিমে কষে এগিয়ে যাক্! আমি ধরে ফেলে ভাগিয়ে দিয়েছি।

দেবী—উপযুক্ত হয়েছে। নাও রতন, তুমি পড়তে আরম্ভ কর, বাজে কথা বেড়ে যাচ্ছে। জীবনের একটা মুহূর্তও বইয়ের বাইরে কাটান উচিত নয়।

রতন—কি চমৎকার কথাগুলি তোমার মা, কানে ক'দিন থেকে অসহ্য কটকটানি—না হ'লে মনে হোত কান যেন জুড়িয়ে গেল। আমি পড়তে আরম্ভ করে দিচ্ছি মা।...

In the west are the giant siquoia and Douglas Firs. ...In the west...

মা, আছ না গেছ?

দেবী—এই যে পাশেই দাঁড়িয়ে আছি।

রতন—কিছু মনে ক'র না, dictionaryটা একবার এগিয়ে দেবে? Sequoia কথাটার মানেটা দেখতে হবে। নিজেই উঠে নিতাম, তবে কোমরে নাকি বড্ড ব্যথা, ভাই...

দেবী—[অন্য ঘর হইতে এক সেট encyclopaedia আনিয়া পাশে হাতের কাছে জড় করিয়া রাখিয়া] Dictionary ছেড়ে

আমি তোমায় encyclopaediaগুলো এনে দিলাম, তুমি এইগুলো মুখস্থ করে ফেলবার চেষ্টা কর রতন, তা হ'লে আর কোন কথাই তোমার আটকাবে না।

রতন—চেষ্টা করব মা, কিন্তু…

দেবী—এর মধ্যে আর 'কিন্তু' কি—কতক্ষণ আজকাল ঘুমোও বলদিকিন।

রতন—ঘণ্টা চারেক হয় মিলিয়ে জুলিয়ে।

দেবী [শিহরিয়া]—সর্বনাশ! অত ঘুমুলে পড়বে কবে? ও থেকে অন্তত ঘণ্টা দু'য়েকও যদি কেটে এদিকে দিতে পার তো অল্প অল্প করে এই কটা বই…

রতন—চেষ্টা করব মা; তা'হলে বোধ হয় নিমেও আর এগুতে পারবে না আমার কাছে।…

দেবী—নির্মল কেন, কেউই এগুতে পারবে না। বিদ্যের জাহাজ হ'য়ে উঠবে তুমি।

রতন [একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর উৎসাহের সহিত] উঃ- বিদ্যের জাহাজ! প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, তার সমস্ত খোলটা বইয়ে ঠাসা!—কী চমৎকার কথা তুমি বলতে পার মা! সত্যিই এবার তুমি আসল সরস্বতী এসেছ! [পড়িতে আরম্ভ করিল]—In the west are the giant sequoia and Douglas Firs…মা, আছ?

দেবী—এই যে রয়েছি। তুমি তো আমায় বেঁধে রেখেছ রতন; তোমার মত ছেলে ছেড়ে যাব কোথায় আমি?

রতন—বলছিলাম—জিয়োগ্রাফিটা শেষ করেই হিষ্ট্রিটা ধরব

তারপরে ম্যাথমেটিক্স। তুমি মা যত বই আছে এই সবের, ততক্ষণ আমার কাছে এনে রাখ।...

দেবী সহাস্য বদনে রাশীকৃত পুস্তক আনিয়া রতনের চারিদিকে সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

রতন—[জড়িতকণ্ঠে পড়িতে পড়িতে]—মা, আনছ তো ?...কিছু চার্ট—[হাইজিন প্রভৃতির নানাবিধ চার্ট আনিয়া হাজির করিলেন]—কিছু ম্যাপ চাই মা [রাশীকৃত ম্যাপ আনিয়া হাজির করিলেন] ; আর একটা কথা শোন মা।

দেবী—কি বল ?

রতন—বলছিলাম মা, ইউনিভার্সিটি ম্যাট্রিকুলেশনের জন্যে সব ব্যবস্থাই করেছে, বাদ দিয়েছে শুধু আইনটা ! মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করে...কোন ব্যবস্থা করতে পার না তুমি ?

দেবী—হ্যাঁ, ওদের আইন জ্ঞানটা একটু কম, না হলে এতবড় বে-আইনী কাজ করত না। তা আমি জোগাড় করে দিচ্ছি, তুমি পড়ে ফেল।

রতনকে বইয়ের দেওয়ালের মধ্যে প্রায় আর দেখা যায় না। দেবী রাশীকৃত আইনের বই আনিয়া জড় করিলেন। রতনের মুখ হইতে আপন হইতেই এবার বাহির হইয়া পড়িল—ও বাবা ! তথনই আবার সামলাইয়া লইয়া।

রতন—মা মা, শুধু বলছিলাম—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর দুটি ঘণ্টা হাতে আছে, একটু সময় কোথা থেকে পাওয়া যায় ? একটু চোখ বুজতেও হবে তো ?

দেবী—[কপট বিস্ময়ে] সময়ের কথা ভাবছ রতন ? অনেক সময় আছে। স্কুল থেকে এসে কি কর ?

রতন—একটু জলটল খাই, তারপর একটু এদিক ওদিক পায়চারি করি, কখন বাগানটা দেখলাম একটু, কখন বা…

দেবী—কতক্ষণ লাগে ? পড়া করতে গেলে কি অন্য আর কিছু দেখা চলে ?

রতন—[চিন্তিত ভাবে টানিয়া টানিয়া]—তা ঘণ্টা দেড়েক লাগে। (তারপর সামলাইয়া লইবার ভঙ্গীতে)—তাও রোজ লাগে না। যেদিন পেটটা বেশি খারাপ রইল—সাবু খেতে হ'ল, আধ মিনিটেই চোঁ চোঁ করে সেরে নিলাম, চিবুবার হ্যাঙ্গাম নেই তো। আর, ধর, যেদিন কোমরটায় ব্যথাটা চাগালো—প্রায়ই চাগায় মা—বেড়াবার হ্যাঙ্গামই রইল না… কিংবা ধর যদি কানটা আওড়ালো, আর বাইরে একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে…

দেবীর মুখের হাসি মিলাইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ চক্ষে অঞ্চল দিয়া "উঃ," করিয়া একটা ক্রন্দনের শব্দ করিলেন।

রতন—[বিস্মিত ভাবে]—মা তুমি কাঁদছ ? ও, বুঝেছি ;—ভাবছ রতন পারলে না ; তোমার বোঝা বওয়াই সার হ'ল। না মা, আমি পারব। তুমি এক কাজ কর না মা, ইউনিভার্সিটি-ওয়ালাদের আরও একটু বুদ্ধি দিয়ে ল'টাও আমাদের সিলেবাসে ঢুকিয়ে দেওয়াবার ব্যবস্থা কর না। না পারবার কথাই উঠবে না। এমনিও আমি পারব, খুব পারব।… [উল্লসিত ভাবে] ঠিক হ'য়েছে মা !…ভাল থাকি মন্দ থাকি,

আমি রোজ সাবুই খাব,—আধ মিনিটে চোঁচাঁ উড়িয়ে আইনের বই নিয়ে একেবারে চিলেকোটায় উঠব বাগানের দিকেও পা দোব না আর—তা কোমরে ব্যথা থাকুক আর নাই থাকুক। একটা মস্ত বড় সুখবরও আছে মা !...

দেবী—[অশ্রুসিক্ত হাসির সহিত] কি—

রতন—আগে ব্যথাটা যতদিন অন্তর হ'ত না ?—আজকাল তার চেয়ে ঢের কাছাকাছি হয়—কোনরকমে স্কুল সেরে প্রায় পড়েই থাকি।...ও আইন আমি ঠিক সেরে নোব। উঃ, নিমে হতভাগা কত পেছনে পড়ে থাকবে, ক—ত্তো পেছনে !...সত্যি তুমি আসল সরস্বতী এসেছ মা !...আর সায়েন্স আর ম্যানুয়েল ট্রেনিঙের যন্ত্রপাতিগুনো কোথায় গেল ? আন নি তো ? নাঃ, তোমারও ভীমরতি হয়েছে—দুষ্টু সরস্বতীর মত তুমিও সেই সত্যযুগ থেকে চলে আসছ তো ?...

দেবী হাসিতে হাসিতে ম্যানুয়েল ট্রেনিং আর সায়েন্সের বই যন্ত্রপাতি গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন। তাসাম্য ক্রমে নষ্ট হওয়ায় চারিদিক হইতে বইয়ের রাশি, যন্ত্রপাতি হুড়মুড় করিয়া রতনের ঘাড়ে পড়িল, দু'একখানা ম্যাপ খুলিয়া চাদরের মত তাহাকে ঢাকা দিয়া দিল।

রতন—[ভিতর হইতে]—মা, ওমা, জাহাজ যে ডুবল মা। কোথায় তুমি ?

দেবী—[একটু দূরে সরিয়া চটুল অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া]—এই তোমার ওষুধ, এইবার তোমার জ্ঞান হবে।

রতন—[ভিতর হইতে, ছটফট করিবার ভঙ্গিতে]—ওঠাও মা,

হাওয়া পাচ্ছি না, আলো নেই এখানে। ভেতরের রাশি রাশি রত্নের আলোয় চোখ ঠিকরে যাচ্ছে মা! আমায় সূর্যের আলো দাও, চাঁদের আলো দাও—হাওয়া দাও—জীবন দাও···।

দেবী—[স্মিত হাস্যের সহিত]—আর বিদ্যা?

রতন—খুব দাও মা, কিন্তু যাতে আবি ভেসে থাকতে পারি। যাতে আলো-বাতাস জীবনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ না কেটে যায় চিরদিনের তরে। আমায় তোল মা—কোথায় তুমি?—কোথায় আলো?—কোথায় হাওয়া?—কোথায় জীবন মা?

ছটফট করিতে করিতে বই ম্যাপ যন্ত্রপাতির রাশি ঠেলিয়া ছড়াইয়া জাগিয়া উঠিতে হাতের দাপটে ওষুধের টিপয়টা পড়িয়া গিয়া শিশি, গেলাস, ফ্ল্যাস্ক ভাঙিয়া, গড়াইয়া ছত্রাকার হইয়া গেল। জানালা দিয়া ভোরের রোদ আসিয়া পড়িয়াছে, পাখী গান করিতেছে।

রতন—[অভিভূতভাবে বাহিরের পানে চাহিয়া থাকিয়া]—ওঃ কী দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম!···কিন্তু দুঃস্বপ্ন না সুস্বপ্ন? [দেবীর ছবির পানে চাহিয়া করজোড়ে]—দুঃস্বপ্ন না সুস্বপ্ন মা?

শৈলবালা—[ভিতরের দোর দিয়া খেলায় নাচিতে নাচিতে দুয়ারের কাছে আসিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া]—ও মা, একি কাণ্ড!—যাঃ, সব ওষুধ গেছে, খাবে কি আজ তুমি? আহা, তবুও এই দু'টো ভাঙেনি গো! গুছিয়ে দিই।

রতন—খবরদার শৈলী, মরবি মার খেয়ে যদি তুলতে যাস্, আমার ওষুধ আমি বুঝব। যা, আমার পাঞ্জাবি আর জুতোটা নিয়ে আয় দিকিন—শীগগির যা…

শৈলবালা ঘরের কাণ্ডটা বাড়িতে জোর গলায় ব্যক্ত করিতে করিতে পাঞ্জাবি আনিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

রতন—[মুগ্ধভাবে জানালার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হাত তুলিয়া]—নির্মল নাকি! বেড়াতে যাচ্ছিস?—দাঁড়া আমিও যাব।

বাহির থেকে একটি বালকের আওয়াজ—তুই যাবি বেড়াতে! পশ্চিমে সূর্য উঠল নাকি?

রতন—[হাসিয়া]—আমায় জিজ্ঞাসা করা কেন ভাই? কোন দিকে সূর্য ওঠে তাকি জানতাম আমি?…দাঁড়া, এলাম বলে…

শৈলবালা পাঞ্জাবি আর জুতা দিয়া গেল। পাঞ্জাবিটা কোনরকমে গায়ে দিয়া, তাড়াতাড়ি জুতাটা পরিয়া, ঔষধের শিশিগুলা মাড়াইয়া, থার্মোফ্ল্যাস্কটাকে কিক্ করিয়া রতন বাহির হইয়া গেল।

পয়লা এপ্রিল

পুরুষ

সন্তোষ দত্ত—(ডাক্তার) দারোগা।
ষষ্ঠীচরণ—(ভৃত্য) দুইজন কনষ্টেবল।

স্ত্রী

শচী, রেবা, সুবালা, অরুণা, মা, লীলা, চন্দ্রা, বেণা, সতী, নন্দা, মায়া, সুনীলা—(দারোগার পত্নী), একজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক, বেদেনী।

প্রথম দৃশ্য

কোন মহিলা কলেজ হষ্টেলের কমন রুম্। মাঝখানে একটি বড় বাদামী টেবিল, চারিদিকে অগোছালভাবে রাখা কতকগুলি চেয়ার। দুইটি বইয়ের আলমারি। একপাশে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট টেবিলে ক্যারম, লুডো প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম জড় করা। কোণে একটি টিপয়ের উপর কাচের গেলাস ঢাকা জলের কুজো। দেয়ালের গায়ে একটি বড় কার্ড-দেয়ালপঞ্জীতে ৩১ মার্চ সূচিত হইতেছে।

কলেজে এইবার গ্রীষ্মের ছুটি হইবে। ছুটির প্রাক্কালীন প্রীতি-সম্মেলনীতে মেয়েরা একটি নাটক অনুষ্ঠান করিবে, তাহারই মহলা চলিতেছে।

শচীর হাতে বই, সেই প্রযোজনা করিতেছে। বলিয়া রাখা দরকার শচীই ইহাদের সবচেয়ে বড় এবং এই সব ব্যাপারের পাণ্ডা।

শচী—সুবালা, আগে তোমার থার্ড অ্যাক্টের সেই গানটা গেয়ে নাও একবার, তারপর এ-সীনটা আরম্ভ করব। হয়েছে মুখস্থ গানটা ?

সুবালা—না হয়ে উপায় আছে ? [অগ্রসর হইয়া টেবিল হার-মোনিয়াম যোগে গান]

ছায়ানট

আজি মধুরাতে
পূর্ণিমা লগনে
চাঁদ উজল হ'ল
মেঘহীন গগনে ॥
সখা—অধীর হিয়া মম
কুসুম গন্ধ সম
আসন বিছাল
চঞ্চল পবনে ॥

আজি মম প্রাণে
জ্বালালে যে আলো,
তারি সুরে উচ্ছল
এ-বাণী মিলালো ॥
মম—তনুমন-যৌবন
উৎসুক অনুখন
তব পরশন-সুধা—
সাগর মগনে ॥

শচী—[গান শেষ হইলে বইয়ের পাতা উল্টাইয়া] নাও রমা, এবার তুমি টেবিলে উঠে মুড়িসুড়ি দিয়ে শোও।

রমা—[রাগের ভান করিয়া টেবিলের উপর উঠিতে উঠিতে]—না, এ বড় অন্যায় ; পার্ট দিলেন কিনা বেছে বেছে রোগীর। একটা কথা নেই বার্তা নেই, এই সেদ্ধ-করা গরমে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে শুধু জিভ দেখাও, পাশ ফিরে শোও, কাশ', এক দুই তিন গোণ।···না শচী-দিদি, এর জন্যে আমায় কম্‌পেন্‌সেট করো, নইলে জিভ দেখাবার সময় আমি ডাক্তারকে ভেংচি কাটব বলে দিচ্ছি। বা-রে, রোগীর মেজাজ যদি খিঁচড়ে থাকে—আমি কি করতে পারি।

শচী—[হাসিয়া] নে ওঠ, রোজই এক কথা নিয়ে ন্যাখড়া !

অরুণা—দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাটের পার্ট পেয়েছ, মুখস্থ, পোজ-পশ্চার, কিছুর বালাই নেই, আবার কম্‌পেনসেশন চাই !···আমার এ দিকে সতেরো পাতার পার্ট, কাল রাত আড়াইটে পর্যন্ত মুখস্থ করেছি, সকালবেলা উঠে একটি অক্ষর মনে নেই।—এর ওপর আবার

শোকে বাতাহত-কদলীর মত ত্বার আছাড় খেয়ে মূর্চ্ছা যেতে হবে! সাধ থাকে তো নাওনা পার্টটা, নেবে?

একপাশে শীলা আর চন্দ্রা অল্প হাসির সঙ্গে মুখ চোখ, আঙ্গুল নাড়িয়া কি একটা যেন পরামর্শ করিতেছিল।

শীলা—[হঠাৎ গম্ভীর হইয়া] কি চাও তুমি কম্‌পেনসেশন হিসেবে রমাদি?

রমা—জ্বালাসনি শীলা। কেন, রোজই তো বলছি, আমি যেমন রোগের রিহার্সেল দিচ্ছি তেমনি ফল খাওয়ারও রিহার্সেল দোব—আঙুর, আপেল, কমলালেবু, নাসপাতি—এইসব! নইলে আমার ফিলিং আসবে না।

অরুণা—তাহলে কিন্তু কুইনীন মিক্‌শ্চারও খাওয়ার রিহার্সেল দিতে হবে, রাজি?

রমা—সে তো জল খেলেও চলবে—শিশিতে ঢেলে।

অরুণা—[গালে হাত দিয়া] "ওমা! তাতে কুইনীন মিক্‌শ্চার খাওয়ার ফিলিং আসে কখনও? শুনছ রমার কথা শচীদি?

রমা—খুব আসে।

অরুণা—খুব আসে? আচ্ছা দেখাও। দে তো একটু জল শীলা কুঁজো থেকে।

শীলা—[গেলাসে করিয়া ঔষধের মাপে একটু জল আনিয়া রোগীকে ঔষধ খাওয়াইবার ঢঙে]—খেয়ে ফেল তো সোনা মুখ করে। লক্ষ্মীটি!—

রমা—[পান করিয়া] বাবা গো! কী তেতো! মলুম! গেলুম!

মুখটা যথাসাধ্য বিকৃত করিয়া ঘাড়টা উঠাইল।

অরুণা—কিচ্ছু হল না। না বিশ্বাস হয় আমি আনছি কুইনীন, শচীদিদি দেখুক মিলিয়ে…

রমা—[তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া]—না, খবরদার; মাইরি বলছি, আমি তাহলে পালাব রিহার্সেল ছেড়ে।

সকলের হাস্য

শচী—[গম্ভীরভাবে বইটা রাখিয়া দিয়া]—না, এই রইল বাপু, তোমরা হাসি মস্করা নিয়েই থাক। রোজ তো এই কাণ্ড, আর কটা দিন আছে সেটা খোঁজ রাখ? রেবা আসেনি এখনও তো? নাঃ, তোমরা আমার সব দয়ে মজাবে দেখছি। কেউ এসে ওর হয়ে প্রক্সি দাও। নার্স কোথায় গেল?—সুবালা?

সুবালা আসিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। চন্দ্রা ডাক্তারের প্রক্সি দিবার জন্য উঠিয়া আসিয়া একটি চেয়ারে বসিল। রমা আবার ঢাকাঢুকি দিয়া শয়ন করিল।

শচী—[চন্দ্রার প্রতি]—ওর নাড়িটা দেখে একটু জিগ্যেস করো—কি অসুবিধে বোধ করছ বল দিকিন?

চন্দ্রার তথাকরণ

রমা—[শচী পার্ট বলাইবার আগেই]—শত্রুপুরীতে র'য়েছি, সবটাই অসুবিধে ডাক্তারবাবু। আজ পাঁচদিন থেকে বলছি—ফল খাব—ফল খাব, তা উল্টে বলে কুইনীন মিক্‌শ্চার…

নাকি সুরে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিতে গিয়া শেষে মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া ফেলিল। শচী থেকে অন্য সকলেও তাহার এই কেতাবের বহির্ভূত পার্ট বলায় প্রথমটা আশ্চর্য হইয়া হাঁ করিয়া থাকিয়া পরে ওর দুষ্টামির ঢং দেখিয়া হাসিয়া উঠিল।

চন্দ্রা—[হাসির তোড়টা থামিলে শচী বই তুলিয়া কি বলিতে যাইতে-

ছিল, তাহাকে একটু টিপিয়া দিয়া রমার প্রতি]—তা খাবে ফল। এ আর শক্ত কথা কি? [অন্য সবাইকে লক্ষ্য করিয়া] কারুর ঘরে নেই একটুও কিছু ফলটল?—এতবড় হস্টেলটা···

শীলা—[উঠিয়া দাঁড়াইয়া খুব ভালমানুষের মতো] আমি কাল পো'টাক আঙুর এনেছিলাম। একটা ছোট গোছা পড়ে আছে। একটু টক কিন্তু বলে দিচ্ছি। চলবে রোগিনীর?

চন্দ্রা—কথামালায় শিখেছি লাফিয়ে না পেলেই দ্রাক্ষাফল অতিশয় বিস্বাদ এবং অম্লরসে পরিপূর্ণ। হাতের দ্রাক্ষাফল কখন টক হয় না···

অরুণা—যদি হয় তো বিনি পয়সায় পেলে সেটা কেটে যায়···

চন্দ্রা—অতএব তুমি নিয়ে আসতে পার।·· নাও, শচীদি, বলো এবার কি পার্ট বলাবে। গোড়া থেকেই আরম্ভ করা যাক। [রোগীর নাড়ি দেখিয়া]—কি অসুবিধে হচ্ছে বল দিকিন?

শচী—[রমার প্রতি]—বলো, ঠিক এই পাঁজরার নিচেটা যেন মাঝে মাঝে কনকন করে উঠেছে।

রমা বলিল

শচী—[চন্দ্রাকে]—চন্দ্রা বলো, আচ্ছা একবার জিভটা দেখাও দিকিন। [রমাকে জনান্তিকে বারণ করিয়া দিল] খবরদার ভেংচোনা যেন বলছি।

রমা জিভ বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে ও'দিকে শীলা একটি আঙুরের ছোট গুচ্ছ লইয়া প্রবেশ করিল

শচী—রমা এবার বলো···

চন্দ্রা—[রমার পার্ট বলায় বাধা দিয়া] তোমার দেখছি তৃতীয়

রিপুটি একটু প্রবল। আঙুর ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই জিভ সজল হয়ে উঠেছে। তেমন তেমন শাশুড়ীর হাতে পড়লে জিভে ছেঁকা দিয়ে দেবে এটুকু জেনে রেখো। তা হ'লে আবার একসময় জিভের চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হবে।

রমা—জিভের চিকিৎসা আঙুর পাওয়া—। দাও আমায়, ভাগ পাবে না কেউ কিন্তু...

শীলা—একটু টক লাগবে আগে বলে রেখেছি—আমায় কিন্তু দুষতে পাবে না। আমি একটি একটি করে ভেঙে তোমার মুখে তুলে দিই আর তুমি জিভ দিয়ে টিপে টিপে খেতে থাকো—সেইটেই বেশ রোগীর মতন হবে।

রমা—[আঙুরের গুচ্ছটির পানে উৎসুক ভাবে হাত বাড়াইয়া] কিন্তু বুদ্ধিমানের মতন হবে না,—চারিদিক থেকে যেমন লুব্ধ দৃষ্টি-পাতের ধুম দেখছি। আমি তাড়াতাড়ি গোছাটিকে নজরের বার করে' ফেলতে চাই। তবুও তোমার জিনিস—যখন ঐভাবে খাওয়াবারই সাধ হ'য়েছে, দাও, আমি চিৎ হয়ে চোখ বুজে রোগীর মতনই খেতে থাকি ; কিন্তু একটি করে নয়—অন্তত গুটিতিনেক করে...চমৎকার নীল আঙুরগুলি—পেশোয়ারী, না ?" [চক্ষু বুজিয়া হাঁ করিল।]

শীলা পূর্ব হইতেই গুচ্ছের মধ্যে গোটা চারেক আলগা করিয়া রাখিয়াছিল। তুলিয়া রমার মুখে আস্তে আস্তে দিয়া দিল।

রমা—[তাড়াতাড়ি দুইবার দাঁত বসাইয়াই সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিয়া সমস্তটা মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া বিকৃত মুখে থু-থু করিতে

করিতে—] "কেষ্টনগরের মাটির আঙুর—!! তাও কাঁচা মাটি!—থু-থু-থু, ইঃ, মুখের মধ্যে কি রং লেগে গেছে! থু-থু··· [সকলের উচ্চৈঃস্বরে হাস্যের মধ্যে] না, এরকম ইয়ারকি ভালো লাগে না শীলা, মস্ত বড় ভুল হয়েছে তোমাদের ওপর বিশ্বাস ক'রে...

শীলা—[গম্ভীরভাবে আস্তে আস্তে দেয়াল-পঞ্জীটার দিকে যাইতে যাইতে] এ ভুলটা হ'ত না—যদি চাকরটা আজকে এর চেয়েও একটা মস্ত বড় ভুল না ক'রে বসত রমাদি;— দেখনা ক্যালেণ্ডারে তারিখটাই ঠিক ক'রে নি সকাল বেলা!

আস্তে আস্তে ৩১শে মার্চের স্থানে ১লা এপ্রিল করিয়া দিল। সেইদিকে চাহিয়া সকলের দৃষ্টি ধীরে ধীরে হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রমাও বাদ পড়িল না।

অরুণা—একেবারেই মনে ছিল না, ভাগ্যিস রমা ফল খেতে চাইলে!—সাবধানে থাকা যাবে সমস্ত দিনটা।

সুবালা—না রমাদি, তাহলে আর শীলার ওপর রাগ রাখা চলে না তোমার। আজ পয়লা এপ্রিল, সাত খুন মাফ।

রমা—পয়লা এপ্রিল না হলেই যেন মাথাটা কেটে নিতাম! ঠিক একেবারে আঙুরের মত করেছে রে! একটু বোঝবার জো নেই! কুমোরটুলি থেকে এনেছিস বুঝি?

শীলা—হ্যাঁ, তোমায় আমি আঙুরের ক্ষেতের সন্ধান দিই, আর তুমি গিয়ে রাত দিন পড়ে থাক সেখানে!

রমা—আঙুর খাওয়ার সাধ মিটিয়ে দিয়েছ তোমরা। মুখে রঙের কী একটা বিটকেল স্বাদ লেগে রয়েছে! পোড়ারমুখীরা

একেবারে টাটকা ফরমাস দিয়ে নিয়ে এসেছ, রংটা পর্যন্ত ভালো ক'রে শুকুতে পারেনি! থু—থু…যাই মুখটা ধুয়ে আসি আগে।

বিকৃত মুখে জিভ দিয়া ঠোঁট চাটিতে লাগিল।

শীলা আর চন্দ্রা—[সসম্ভ্রমে এবং সভয়ে]—না না—তুমি শুয়ে থাক দিকিন, আমরা এনে দিচ্ছি জল; তুমি রোগী মানুষ…

সুবালা—না, বাঃ, আমি নার্স, আমি দোব এনে।

রমা—[হাসিয়া নামিতে নামিতে]—রক্ষে করো, নেড়া দুবার বেলতলায় যায়? আবার তোমাদের হাতের জল? আমি আসছি এক্ষুনি শচীদি, রোস'…

বাহির হইয়া গেল।

পাশের কোন ঘরে টেলিফোনের শব্দ হইল এবং খানিকক্ষণ হইয়াই চলিল।

শচী—[শীলার প্রতি] দেখতো শীলা, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বোধ হয় নেই, যদি ঘর খোলা থাকে তো দেখ তো কার ফোন।

দৃশ্যান্তর

সুপারিনটেণ্ডেণ্টের অফিস ঘর। ঘরটি ছোট। একখানি টেবিল, খানতিনেক চেয়ার, একটা র‍্যাকে কিছু ফাইল। কিছু কাগজপত্র এদিক ওদিক অবিন্যস্ত ভাবে রাখা। টেবিলে একটি টেলিফোন বাজিয়া যাইতেছে।

শীলা—[ফোনটা ধরিল] হ্যালো,…হ্যাঁ, কলেজ হস্টেল… রেবাদির কে বললেন আপনি?—ভগ্নীপতি?—বেশ, তা কি চান?…না রেবাদি নেই, তবে এক্ষুনি আসবেন…রেবাদির আজকে আপনার ওখানে যাওয়ার কথা ছিল?…কেন?… কি বললেন—আপনাদের ফিরতে বেশি রাত হয়ে যেতে

পারে ?···মানা করে দেব ? বেশ। কালই যেতে বলব। কিন্তু দেখুন, মাফ করবেন—রেবাদির ভগ্নিপতি বলেই এ লিবার্টিটুকু নিতে সাহস করছি—আজকের দিনে নেমন্তন্ন সম্বন্ধে একটু সাবধানই থাকবেন—আজ এপ্রিলের প্রথম দিন।···পাকা বন্দোবস্ত, কোন ভয় নেই ? ভালোই, তবুও··· আচ্ছা আর একটা কথা—আগে থাকতেই মাফ চেয়ে রাখছি। রেবাদিদিই পয়লা এপ্রিলের ফেরে পড়ছেন না কি করে ঠিকমত জানবো ?···ওঁর দিদি ?···বেশ দিন তাঁর হাতে ফোন্—হ্যা, একবার এসেছিলেন আমাদের হস্টেলে, আছে গলাটা একটু চেনা, আর রেবাদির সঙ্গেও একটু মিলবে নিশ্চয় (একটু হাসিয়া)···বেলাদি ?—নমস্কার,···হ্যাঁ পারছি চিনতে গলাটা···না আর সন্দেহ বিশেষ নেই, বিশেষ—কেন বলছি ?—বিশেষ বল্‌ছি এই জন্যে যে এখন আপনি জামাই-বাবুর দিকে কি রেবাদিদির দিকে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারছি না।·· আচ্ছা, যদি যানই রেবাদি তো ক্ষতিটা কি ? আপনারা তো ফিরছেনই সন্ধ্যের পর, নয় হলই একটু রাত ; বাসায় নিশ্চয় কেউ থাকবে তো ?···কি বললেন ?—মাত্র অত্যন্ত বোকা একটা চাকর ?···তাকে যোগাড় করেছেন কোথা থেকে আর ধরে রেখে আপনারাই কোন অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন ?···(হাসি)—ঠিক কথাই বটে, লড়াইয়ে আরও যে কি অবস্থা করবে !···সব তালা চাবির মধ্যে রেখে ভালই করেছেন, যদিও ওই রত্নটিকে তালাচাবির বাইরে রেখে যে ভাল কাজ হয়েছে তা বলতে পারি না [হাসি]...বেশ,

যেতে মানা ক'রে দোব রেবাদিকে···নমস্কার...হ্যাঁ, ঠিক কথা—শুনুন! শুনুন!···আসল কথাটাই ভুলে গেছলাম—আপনার ফোন নম্বরটা কত? ও!···তা, অন্তত যেখানে উঠছেন গিয়ে সেখানকার ঠিকানাটা দিন।···দাঁড়ান, টুকে নি···চোদ্দ নম্বর অবিনাশ দাস লেন, বেলগাছিয়া·· বেশ বলে দোব ···না, কোন ভুল হবে না, নমস্কার।

হস্টেলের কমনরুম

পূর্ববৎ রিহাসেল হইতেছে।

শচী—[চন্দ্রাকে]—এবারে তুমি স্টেথস্কোপটা গুটুতে গুটুতে বলো, —বিশেষ কোন রকম ভয়ের কারণ নেই আপাতত, তবে রোগীকে কিছুদিনের জন্যে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া দরকার—সি-সাইড প্লেস হলেই ভালো হয়—পুরী, ওয়ালটেয়ার। আর মন যাতে প্রসন্ন থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।···এইবার রোগীর মা সর্বাণী দেবীর দিকে চেয়ে একটু ইসারার-ভাবে বল—বুঝলেন তো?···শীলা, এখানে তুমি মুখটা ঘুরিয়ে একটু মুচকে হাসবে। (শীলার তথাকরণ) রমাও মুখটা লজ্জিতভাবে একটু ঘুরিয়ে নেবে।

চন্দ্রা—[সবটা বলিয়া শেষে আবার জুড়িয়া দিল]—আর রোগী যদি মনে করে ফল খেলেই মনটা প্রসন্ন থাকবে···

রমা—[ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া উঠিতে উঠিতে]—রক্ষে করো, রক্ষে করো বাবা, ফলের নামে রোগীর টেম্পারেচার চার ডিগ্রী লাফিয়ে উঠবে।

সকলে হাসিয়া উঠিল। শীলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল এবং একটা চেয়ারে বসিয়া চিন্তিতভাবে দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল।

শচী—এবার নেক্‌স্ট সীনে কে কে আছে?···কার ফোন ছিল রে শীলা? ওরকম ক'রে এসে বসলি যে?

শীলা—ফোন ছিল রেবাদিদির।

শচী—ব্যাপার কি? কে করেছিল?

শীলা—ওঁর ভগ্নীপতি। আজ বিকেলে রেবাদিদির দমদমায় তাঁদের ওখানে যাওয়ার কথা ছিল। বারণ করে দিলে।

শচী—বেশ তো, এলে ব'লে দিস।

শীলা—হ্যাঁ, সেই পাত্র কি না আমি।

শচীর সঙ্গে আরও কয়েকজন সবিস্ময়ে—তবে!

শীলা অল্প অল্প দুষ্টামির হাসি হাসিয়া—ক্যালেণ্ডারের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিল।

অরুণা—এপ্রিল ফুল?

শীলা আবার দাঁতে নখ খুঁটিতে খুটিতে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল

শচী—না, সে হ'তে পারে না, সে বেচারি ভালো মানুষ, কারুর সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না···

শীলা—[কৃত্রিম অসহিষ্ণুতার সহিত] শচীদিদির মাথা খারাপ হয়েছে—আমি রমাদি'র মত রোগী, রেবাদি'র মত ভালোমানুষ —এদের সঙ্গে ঠাট্টা না করে গেটকীপার রামদিন চৌবের মত গুণ্ডাদের সঙ্গে করতে যাই। আমার তো হাড় ক'খানার ওপর মায়া নেই!···বাড়িতে বোন ভগ্নীপতি—কেউ নেই। ভাঁড়ার থেকে সব জায়গায় চাবি দেওয়া—। বাড়ির চার্জে

মাত্র একটা অত্যন্ত বোকা চাকর। পয়লা এপ্রিলের এতগুনো সুবিধা হাতছাড়া হ'তে দিয়ে পাপের ভাগী হই আর কি !

অরুণা, চন্দ্রা, সুবালা—হ্যাঁ, চমৎকার হবে !

রমা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর অমত নয়।

শচী—[সবিস্ময়ে রমার প্রতি] এই না তোর ঘাড় দিয়ে ঐ ব্যাপারটা হয়ে গেল ?

রমা—তাই জন্যে তো আমি আরও চাই। একটা সঙ্গী থাকলে একটা সান্ত্বনা থাকবে। ঐ ঠিক হ'ল শীলা। শচীদি, তুমি কোন মতেই ফাঁস করতে পাবে না।…ঐ বোধ হয় আসছেও রেবা, তারই জুতোর শব্দ।…এতগুনো লোকের দিব্যি রইল তোমার শচীদি।

শচী—যা ইচ্ছে করগে তোরা বাপু, আমি এর মধ্যে নেই। কী যে আজ তোদের মাথায় ভূত চেপেছে।

সুবালা—এক্ষুনি নজর পড়ে যাবে আবার [তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেয়ালপঞ্জীর তারিখটা আবার ৩১ মার্চ করিয়া দিয়া ভালোমানুষের মতো বসিল।]

রেবার প্রবেশ। রেবা মেয়েটি একটু হৃষ্টপুষ্ট, মাথায়ও সাধারণ মেয়ের চেয়ে একটু দীর্ঘ। বাহির হইতে আসিয়া প্রথমেই কমনরুমে প্রবেশ করিয়াছে। পায়ে হীল-তোলা জুতা, ডানহাতে একটি মেয়েলী ছাতা, বাঁহাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ টাঙান। কপালের ঘাম ঝাড়িয়া ফেলিয়া—

রেবা—আরম্ভ করে দিয়েছ রিহার্সেল ? আমার একটু দেরি হয়ে গেল শচীদি…

শীলা—[গম্ভীর ভাবে]—একটু না, বিলক্ষণ। তুমি এদিকে

সহর মাথায় ক'রে বেড়াও, ওদিকে তোমার ভগ্নীপতি সীতা-হারা রামের মত হা-রেবা, হা-রেবা ক'রে…

রেবা—[একটু বিস্ময়ের সহিত]—ব্যাপার কি ?

চন্দ্রা—কিচ্ছু নয়, রেবাদিদি, শীলার সব কিছুই একটু ভণিতা দিয়ে বলা রোগ।…আজকে দমদমায় তোমার দিদির ওখানে নেমন্তন্ন ছিল ?

রেবা—ছিল, কিন্তু সে তো সন্ধের পরে যাবার কথা।

চন্দ্রা—সন্ধের একটু আগেই যেয়ো তুমি। ওদিকে তোমার বাড়ি থেকে কারুর আসবার কথা ছিল ?

রেবা—কৈ, আমায় তো বলেন নি। আসতে হ'লে এক আমার ছোট ভাই সমীর আসতে পারে, তাদের কলেজ বন্ধ হ'য়ে গেছে…

চন্দ্রা—হ্যাঁ, সমীরই বললে না শৈল ?—সে এসে গেছে। বাবাঃ, শৈল এমনভাবে বললে যেন এক্ষুণি রেবাদিকে ছুটিতে হবে রিহার্সেল ছেড়ে।

শচী—[এতক্ষণ মুখটা ঘুরাইয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল, বইটা তুলিয়া লইয়া]—তোমাদের সবারই এক রোগ, কেউ কম যাও না। নে, রেবা, যখন যাবি—যাবি। রিহার্সেল দে।

রেবা—ধড়া চূড়াগুলো ছেড়ে আসি শচীদি, এক মিনিট। [যাইতে যাইতে ঘুরিয়া]—দমদমা থেকেই ফোন করেছিল ? জামাইবাবু তো এখনও ফোন নেননি সেখানে। এইতো মোটে ক'দিন হ'ল গিয়ে বসেছেন।

শীলা—না, কোন্ এক ওষুধের দোকান থেকে ফোন্ করেছিলেন। তোমার দিদিও ছিলেন।

রেবা—ফোনের নম্বরটা জেনে নিয়েছ ?

শীলা—[একটু মুখ ভার করিয়া] না, এত জেরায় পড়ব জানলে জেনে নিতাম রেবাদি।

রেবা—অপরাধ হয়েছে। অমনি রাগ ! একটা সোজা কথা যদি জিগ্যেস করবার জো আছে বাবুদের !…আচ্ছা, আমি আসছি এক্ষুণি শচীদি।

প্রস্থান

শচীদি—তোমাদের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার বাবা, কি নাকালে যে আজ ফেলবে বেচারিকে ভেবে পাই না।…কোথায় থাকবে, কি খাবে বেচারি…কোন বিপদেই যদি পড়ে তো কে সামলাবে…

শীলা—কেন অত্যন্ত বোকা চাকরটি তবে কি করতে রয়েছে শচীদি ?

"অত্যন্ত," কথাটার উপর ঝোঁক দিয়া তাহার বলিবার ভঙ্গীতে সকলে হাসিয়া উঠিল।

দমদমের একটি ছোট রাস্তার ধারে বেশ বড় হাথার মধ্যে একটি মাঝারি সাইজের বাড়ি। গেট বন্ধ ছিল, খুলিয়া আবার বন্ধ করিয়া দিয়া রেবা সুরকির রাস্তা বাহিয়া বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়িটা নিস্তব্ধ। সামনে ডান দিকে খানিকটা বারান্দা, তাহার পরই বৈঠকখানা। বৈঠকখানাটি ভিতর হইতে

অর্গলিত। বাড়ির বামদিকে, বারান্দা হইতে একটু দূরে সদর দুয়ার, সামনে একটা দেয়ালের পরদা দেওয়া বলিয়া দুয়ারটা চোখে পড়ে না।

রেবা—[প্রথমে বারান্দায় উঠিয়া দরজায় করাঘাত করিয়া] দিদি! জামাইবাবু! এই, কে আছিস?

[সাড়া না পাইয়া—একটু বিস্মিতভাবে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া]—কি রকম হ'ল! [দরজার সামনে অগ্রসর হইয়া]—উঠোনের দোরটা তো খোলা দেখছি।...দিদি! জামাইবাবু! ঠাকুর!...বাঃ, কারুর সাড়া শব্দ নেই! [সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া]—ভুল বাড়িতে আসি নি তো? হয়তো বাড়ি বদলেছে;—তাহলে কিন্তু নিশ্চয় শীলাকে আগে খবর দিত। নাঃ, একবার ভালো ক'রে দেখে নি। সন্ধ্যে হয়ে এল, কার বাড়িতে ঢুকতে কার বাড়িতে ঢুকে শেষে...

[আবার ফটক খুলিয়া বাহিরে গিয়া নেম্-প্লেট্টা দেখিয়া আসিয়া]—না, ঠিকই তো লেখা রয়েছে—ডাক্তার এস্ বিশ্বাস, এম্-বি; বি-এস্। তবে? দেখাই যাক একবার কপাল ঠুকে।

বাড়ির অপর অংশ—উঠান

রেবা—[প্রবেশ করিয়া একবার চারিদেকে চাহিয়া]—ব্যাপারখানা কি? ঠাকুর!—এই, কে আছিস সাড়া দে না। আচ্ছা ফ্যাসাদ তো! আমায় ডেকে নিজেরা কোথায় গিয়ে বসল, ঠাকুর চাকর পর্যন্ত সরিয়ে দিয়ে! এদিকে ঘর দোর সব হাট আহুড়। যাক, একটু দেখি, কাছে পিঠে কোথাও যদি গিয়ে থাকে।

বাড়ির অপরাংশ,—একখানি সজ্জিত ঘর।

রেখা ঘরের মধ্যে গিয়া ছবি দেখিয়া, দু'একটা বই নাড়াচাড়া করিয়া খানিকটা কাটাইল। একদিকে একটি বেশ নূতন ধরণের কার্ড দেয়ালপঞ্জী, বেশ বড় বড় অক্ষরে পয়লা এপ্রিল সূচিত রহিয়াছে। সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রেবা—বাঃ চমৎকার ক্যালেণ্ডারটি তো!

ধীরে ধীরে সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই রেবার মুখের চেহারা ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া আসিতে লাগিল। ভয় ও কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল]—আজ পয়লা এপ্রিল! একেবারে হুঁস ছিল না!

[ধীরে ধীরে আসিয়া একটা আরাম চেয়ারে শরীর এলাইয়া শুইয়া পড়িল, তাহার পর নিরাশ ভাবে] এখন উপায়? বাবুদের পয়লা এপ্রিল করা হয়েছে! জামাইবাবুর না হয় মতিচ্ছন্ন হয়েছে, দিদি কি বলে যোগ দিলে? ছোট বোনের সঙ্গে ঠাট্টা, তাও এমন উৎকট ঠাট্টা করতে আটকাল না—একটু? আর সমীর পর্যন্ত এসে এদের মতলবে পড়ে গেল! বলিহারি শিক্ষা আজকালকার ছেলেদের! কি করি আমি এখন? সন্ধ্যে হয়ে এল,—এই অপরিচিত জায়গায় একলা মেয়েছেলে। একটা কুকুর পুষেছে দেখছি, তা সেটাকেও সরিয়ে নিয়েছে—চেনটা পড়ে রয়েছে উঠোনে। নাঃ, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। [মুখে ভয়ের ভাব আরও বাড়িয়া গেল এবং সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল]—রাত্তিরে যদি না আসে কেউ!...অতটা বেয়াক্কেলেপনা নিশ্চয় করবে না।...যদি করে! কিম্বা করবার ইচ্ছে না থাকলেও

আসতে যদি বাধা পড়ে যায় কোন রকম! না, আর ভাবতে পারি না, মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। মাথার আর দোষই বা কি?—একে এই গরম, তারপর ভয়ংকর খিদে পেয়েছে। আর খিদেরই বা কি অপরাধ? সেই সকালবেলায় দুটি চোখেমুখে গুঁজে এ বাজার সে-বাজার করে বেড়িয়েছি, এসেই রিহার্সেল, তার-পরেই এখানে। খাবার ফুরসৎ হল কখন? কিন্তু পেট তো বাজারও বুঝবে না, রিহার্সেলও বুঝবে না? আর আশ্চর্য! —ধরা পড়লে ডাকাতের মত খিদেও যেন হন্যে হয়ে ওঠে দেখছি। [আবার এলাইয়া পড়িয়া একটু অভিমানের সুরে] —না, খাবো না তো; এই রইলাম প'ড়ে, কিচ্ছু খাব না, একটি খুদ পর্যন্ত নয়। এইখানে খিদের চোটে মরে পড়ে থাকব, ওরা এসে দেখুক। এমন কষে মরব যে ডাক্তার কেন, সারা হাসপাতাল উঠে এলেও বাঁচাতে পারবে না।

[কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিল, তাহারপর প্রায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া—] ওরে বাবা, হিসেব করে দেখতে গেলে মরতে এখনও প্রায় ঘণ্টা চার পাঁচ লাগবে, ততক্ষণ পেটে এ জ্বালা নিয়ে বাঁচব কি করে?.. কি করা যায়?...নাঃ, মরবই, তবে খিদের জ্বালা নিয়ে নয়, ওদের ভাঁড়ার সব সাবাড় করে। [উহাদের উদ্দেশ্যে চোখ পাকাইয়া ও তর্জনী নাড়িয়া]— তারপর বেশি-খেয়ে মরা পালোয়ান ভূত হয়ে তোমাদের ঠাট্টা করা বের করছি!

[সরোষে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া নিরাশভাবে প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া]—ভাঁড়ার ঘরে তালা আঁটা

রান্না ঘরে কিছু খাবার জিনিস আছে, কিন্তু তা উনুনের মধ্যে। না, ওদেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, আমি তাই খাব। চিরকাল মনে থাকবে'খন দিদির বাড়িতে এসে উনুনের ছাই খেয়েছিলাম।

[উঠিতে গিয়া একটা কাচের জারের উপর নজর পড়িয়া গেল—সামনেই টেবিলের উপর একটা তাকে রাখা রহিয়াছে]—এটা কি? [জারের ঢাকনাটা খুলিয়া] চিঁড়ে!—বোকড়া ধানের লাল চিঁড়ে, আর ঢেলা গুড়!…বুঝেছি, আমাদের ডাক্তার-বাবুর ভাইটামিনে-বোঝাই জলখাবার। কিম্বা হয়তো একটা ফন্দি; ভাইটামিন-খোর বলে ঠাট্টা করি বলে প্যাঁচে ফেলে শোধ নিলে আজ।—কি সয়তানি বুদ্ধি লোকটার!—কেমন হাতের কাছে জুগিয়ে রেখেছে আর সব বন্ধ করে! আচ্ছা আজ আমার হার, কিন্তু এসব তোলা রইল, আবার পয়লা এপ্রিল ফিরে আসবে। আমি যদি ধানের ভুষি না খাইয়ে ছাড়ি তো আমার নামে কুকুর পুষো।

[একমুঠা চিঁড়ার সঙ্গে একটুকরা গুড় গালে ফেলিয়া দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া চিবাইতে লাগিল। ক্রমে বলপ্রয়োগের জন্য চক্ষু বুজিয়া আসিল, সেই অবস্থাতেই]—বাব্বাঃ, উঃ গেলুম। …এর চেয়ে না খেতে পেয়ে মরাই ভালো ছিল। এ যেন জেওলের আঠা হয়ে গেল;—একটু জল না হ'লে চলবে না তো,—দাঁতে, জিভে, টাকরায় যেন তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। দেখি একবার।

[উঠিয়া বাহিরে গেল, এক গ্লাস জল লইয়া আসিয়া পান করিয়া পরে]

আ-হ, যাই হোক, ধড়ে কিন্তু প্রাণ এল। [আর এক মুঠা মুখে ফেলিয়া দিয়া]—এখন এদিকে কি করা যায়? সন্ধ্যেও ঘনিয়ে এল, ফিরে যাব? তা ভিন্ন উপায়ই বা কি? [কপালে তর্জনী চাপিয়া চিন্তা করিতে করিতে মুখটা কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]—বা রে ভাইটামিন, চমৎকার মাথা খুলে যাচ্ছে তো! হ্যাঁ তাই করা যাক্, যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেতুল!—যা কিছু বাইরে আছে সবগুনো নিয়ে একটা ট্যাক্সি এনে সরে পড়ি,—ভাইটামিন গেলাস, স্যুট, টুপি, ঘড়ি; গ্রামোফোনটাও রয়েছে। উঃ, চমৎকার হবে! পয়লা এপ্রিল কাকে বলে বাবুরা শিখুন আমার কাছে। বললে—স্রেফ্ নেকা বনে যাব। [ভাল মানুষের মত মুখ করিয়া]—কই দিদি, আমি তো যাইনি কাল দমদমায়। বলেছিলে নাকি আমায় যেতে? তা কই আমায় কেউ বলে নি তো, শীলা তো বারণই করলে।

[চেয়ারের উপর উঠিয়া তাকের উপর হইতে ঘড়িটা নামাইতে যাইবে, হঠাৎ পাশের ঘরে কুকুরের চাপা আওয়াজের মত একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ উঠিল। রেবা এক মুহূর্তেই ভয়ে কাঠ হইয়া থামিয়া গেল। চাপা, ভীত কণ্ঠে]—কুকুর! সর্বনাশ!!

[ধীরে ধীরে ঘড়িটা ছাড়িয়া দিয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে নামিয়া আসিল। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া]—এততেও মন ওঠে নি, এর ওপর আবার চেন থেকে কুকুরটা খুলে ছেড়ে দিয়েছে? এ যে থামতে চায় না ডাক! ঘুপটি মেরে কোথায় বসেছিল,

ঘড়িটাতে হাত দিয়েছি আর ডাক সুরু করেছে!—ব্রেনড বুলডগের লক্ষণ! কি করি এখন? কাজ নেই কিছু করে, এসে ফেলুক খেয়ে, সব যন্ত্রণার অবসান হোক। [আওয়াজটা একটু থামিয়া আবার পূর্বাপেক্ষা জোরে আরম্ভ হইল] নড়ছি না চড়ছি না, তবু সে থামতে চায় না!—আয় চ্যু—চ্যু—টম্ টম্…ডিকি, ডিকি, আয় চ্যু চ্যু…জিম জিম—[ব্যাকুলভাবে] কোনটাই লাগছে না যে! আর কি নাম হয় কুকুরের? …লিয়ন, লিয়ন! [আওয়াজ আরও একটু জোর হইল, একটু বিচিত্রও]—ওরে বাবা, বেড়ে যাচ্ছে যে ডাক!—ভুল নাম ধরে ডাকলে বিলিতী কুকুরগুনো আবার টের পায় অচেনা মানুষ! [হতাশভাবে]—ওরে, আমি তোর এক মনিবের শালী, এক মনিবের বোন—কত খাতির আর আদরের জিনিস। [বাহিরের দিকে চাহিয়া হতাশভাবে]—নমুনা দেখেশুনে বিশ্বাসই বা করে কি করে সে কথা, দেখেছে তো চিঁড়ে চিবোবার ধুম? [আবার একটু সংযত হইয়া হাত বাড়াইয়া]—আয় চ্যু—চ্যু—খাবি?—will you eat? [নিরাশভাবে প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া]—কি দুঃখে খেতে যাবে এই আঝাড়া কাঁচা চিড়ে আর গুড়ের ডেলা,—মুখের কাছে এতখানি টাটকা মাংস থাকতে?—ও তো আর ভগ্নীপতির বাড়ি আসে নি!…কি করি? কাছে পিঠে বাড়িও নেই কারুর যে…

[হঠাৎ মরিয়া হইয়া তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল]—দিদি! জামাই বাবু! এই, কে আছিস? আমায় খেয়ে ফেললে কুকুরে!

[আওয়াজটা হঠাৎ থামিয়া গেল, এবং যেদিকে হইতেছিল সেইদিক হইতে চোখ কচলাইতে কচলাইতে, হাই তুলিতে তুলিতে একটি মাঝবয়সী চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। রেবা বিস্মিতভাবে] তুমি? [খানিকক্ষণ নীরবে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া]—সর্ব রক্ষে! ওটা নাক ডাকার শব্দ?

চাকর—[অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া]—পেন্নাম হই দিদিমণি।

রেবা—নিপাৎ যাও; আশীর্বাদ করবার আর অবস্থা রাখনি। বাবা, নাক ডাকার চোটে এখনও বুক ঢিপ ঢিপ করছে!

চাকর—দিদিমণি, পাতোব্বাক্যে শাপমণ্যি দিলে,, ওটা যে ভালয় ভালয় কুকুরের ডাক হল না, সেটা ধরলে না, আজ্ঞে?

রেবা—[ইহার বোকার মত কথা শুনিয়া মুখের পানে খানিকটা চাহিয়া একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে]—তাই তো! সত্যি খেয়াল ছিলনা; খুব বাঁচিয়ে দিয়েছিস তো! ভাগ্যিস!

চাকর—[বিদ্রূপটা বুঝিতে না পারিয়া, গদ গদ ভাবে]—থাক সে কথা দিদিমণি, ওতো আমার কাজই, ওই জন্যেই তো মাইনে খাচ্ছি।

রেবা—বাবুর চাকর বুঝি?

চাকর—আজ্ঞে। অধীনের নাম ষষ্ঠীচরণ। জাত্যাংশে সদগোপ।

রেবা—কথায় তো ভটচাজ্যি। তা, এমন সজাগ আর বুদ্ধিমান চাকরের হাতে বাড়ি ছেড়ে বাবুরা কোথায় গেলেন শুনি?

ষষ্ঠী—আজ্ঞে, নিমন্তন্ন খেতে গেলেন তানারা দিদিমণি।

রেবা—নেমন্তন্ন! আমায় সাত-তাড়াতাড়ি আসতে বলে নিজেরা গেছেন নেমন্তন্ন খেতে? তোকে বলে নি আমি আসব?

ষষ্ঠী—[মনে করিবার ভঙ্গীতে রগদুইটা টিপিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে]—এসবে কি এসবে না বলেছিল ঠিক সরণ হচ্ছে না দিদিমণি, তবে একজনার কথা বলেছিল বটে।

রেবা—কার কথা ?

ষষ্ঠী—[আবার রগ টিপিয়া]—ঐখেনটা একটু আটকাচ্ছে দিদিমণি,—মাঠাকরুণের বুন, বাবুর শালী ; কি ব বুর বুন, মাঠাকরুণের···

রেবা—[তাড়াতাড়ি] হয়েছে, থাম। তাহলে বলেছিল—আসছি আমি ?

ষষ্ঠী—আজ্ঞে, এসেছ যখন আপুনি তখন নিশ্চয় তাই বলেছিল তানারা।

রেবা—[অভিমান ও রাগের সহিত চেয়ারে আবার এলাইয়া পড়িয়া, স্বগত]—আক্কেল বটে. ঠাট্টারও বলিহারি ! আমি যদি এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করি তো আমার অতি বড় কোটি দিব্যি রইল। [প্রকাশ্যে] দেখ্, ষষ্ঠীচরণ নাম বললি না ? আমার কথাই হয়েছিল, তোর মা-ঠাকরুণের বোন আমি। আমার ভয়ংকর মাথাব্যথা করছে, একেবারে কিছু খাব না আমি।

ষষ্ঠী—[একটু হাসিয়া]—ওটা মাথা ব্যথা লয় দিদিমণি, মা-কালীর চরণের কিরপে। ভাঁড়ার ঘরের চাবি তানাদের হাতেই কি না, বাইরে একটি খুদ পর্যন্ত নেই,—মাথা ভাল থাকলে ফ্যাসাদে পড়তে হ'ত। এখন দিব্যি নিশ্চিন্দি হ'য়ে পড়ে থাকুন না কেন।

রেবা—[স্বগত]—কেঁদে গলা ফাটাতে ইচ্ছে করছে আমার। এত হেনস্তার পর একটু অভিমান করব তারও উপায় রাখে নি। [প্রকাশ্যে]—চাবি পর্যন্ত নিয়ে গেছে ?

[কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া চিন্তিত রহিল। তাহারপর পায়চারি করিতে করিতে তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া আসিতে লাগিল। নিজের মনেই বলিতে লাগিল]—সমস্ত ব্যাপারটাই কিন্তু আগাগোড়াই কেমন বেখাপ্পা বলে বোধ হচ্ছে না কি? এপ্রিল-ফুল করতে কি সত্যিই এত বাড়াবাড়ি করবে?

[আবার খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল, তাহার পর নিজের মনেই]·—নাঃ, যতই ভাবছি, যেন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। হাজার হ'ক দিদি রয়েছে, জামাইবাবু যদি করতেই চায় এপ্রিল-ফুল তো দিদি পারে কখন এতটা বাড়াবাড়ি হ'তে দিতে? আর জামাইবাবুই কি পারে করতে এতটা বাড়াবাড়ি, এ যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে! দাঁড়াও, এখনই টের পাওয়া যাবে।···ষষ্ঠীচরণ!

ষষ্ঠী—এই যে দিদিমণি।

রেবা—আজ নতুন কেউ কি এসেছে এখানে?

ষষ্ঠী মনে করিবার ভঙ্গীতে রগ দুইটা টিপিয়া মাথা নিচু করিল।

রেবা—[বিরক্তভাবে]—আঃ, এটুকুও স্মরণ করে বলতে হবে? তোর মা ঠাকরুণের বাড়ি থেকে এসেছিল কেউ?

ষষ্ঠী—[বিমূঢ়ভাবে] তুমি ছাড়াতো দিদিমণি?

রেবা—কী জ্বালা! আমি উলটে আমার কথা জিগ্যেস করব?

ষষ্ঠী—আর কারও কথা তো স্মরণ হয় না দিদিমণি? [একটু চিন্তা করিয়া জোরে মাথা নাড়িয়া] নাঃ, কেউ আসে নি, এ আমি জোর গলায় বলব দিদিমণি।

রেবা—মাত্র দুজনেই নেমন্তন্ন খেতে গেল তো?

[ষষ্টীচরণকে আবার যেন একটা ধাঁধায় পড়িয়া রগ টিপিতে দেখিয়া বিরক্তভাবে]—থাক্, হয়েছে তোমার এতবড় গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। [স্বগত]—নাঃ, আমার আর সন্দেহ নেই মোটেই। [আবার চিন্তিতভাবে] —তাহলে কি হস্টেলে ওরা সব মিলে এই কাণ্ডটা করেছে? —শীলা—চন্দ্রা…হতেও পারে, পয়লা এপ্রিলের হুজুগে পড়ে আর পাত্রাপাত্র বিচার করবার অবসর হয়নি বোধ হয়…কিন্তু শচীদিদি? [একটু চিন্তা করিয়া চক্ষু ঘুরাইয়া]—না; ছিলেন শচীদিদিও এর মধ্যে,—তখন চন্দ্রাকে যে হঠাৎ বললেন—তোমাদের সবারই এক রোগ, কেউ কম যাও না;—কেমন যেন খাপছাড়া লেগেছিল কথাটা, এখন মানেটা বুঝতে পারছি। ঠিক ওদের কীর্তি, এ বেচারিদের কোন দোষ নেই। উঃ, কী সয়তান সব!

[একটু পায়চারি করিয়া]—তাহলে ফিরে যাওয়া যাক, আর দেরি করে কি হবে?…ষষ্টীচরণ!

ষষ্টী—ক'ন দিদিম'ণ—

রেবা—মাথার টিপটিপিনিটা যেমন বেড়ে চলেছে, আমি আর থাকতে পারব না। দিদি আর জামাইবাবু এলে বলবি… [হঠাৎ চুপ করিয়া চিন্তা করিতে করিতে নিজের মনেই] কিন্তু এরকম ভাবে ফিরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? বোকার মত তো ভাঁওতায় পড়ে চলে এলাম, এখন যদি না খেয়ে না দেয়ে ঘাড়টি হেঁট করে ফিরে যাই তো ওদেরই ষোল আনা

জিত। না, তা হবে না।…আচ্ছা ষষ্ঠীচরণ, কোথায় গেছে এরা নেমন্তন্ন খেতে বলতে পারিস?

ষষ্ঠী—আজ্ঞে হঁা, বাবুর বুনের বাড়ি, বেলগেছেয়।

রেবা—তোর জানা আছে জায়গাটা?

ষষ্ঠীচরণ—আজ্ঞে……

কথাটাতে একটা টান দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আঙুল সঞ্চালন করিতে লাগিল। অর্থাৎ সে রাস্তাটা মনে করিতেছে—যেন বাসে চড়িয়া গেল—নামিল—সোজা গেল—ঘুরিল—একটা উঁচু পুলের উপর দিয়া চলিল—ডাইনে ঘুরিল—পহুঁছিয়া গেল।

আজ্ঞে, এবার সরণ হয়েছে। [খুব ফুর্তির সহিত রেবার মুখের পানে চাহিয়া পূর্ববৎ অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে] —এই বাসে উঠলাম, এই ইস্‌টাণ্ডে নামলাম—হুই সোজা গেলাম…

রেবা—বুঝেছি, আর বলতে হবে না। আমি বলি, তুই তাহলে একবার না হয় ডেকে নিয়ে আয় তাদের।

ষষ্ঠী—[উৎসাহ ভরে]—আমিও ঐ কথাই বলি দিদিমণি।

রেবা—কতদূর হবে? লাগবে কতক্ষণ?

ষষ্ঠী—[মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে]—তা যেতে আসতে ঘণ্টা-খানেকের ওপর লাগবে ধরুন না কেন। বেলেগেছে তো এখেনে নয় দিদিমণি। [হাত কচলাইতে কচলাইতে ঈষৎ হাস্যের সহিত] আর যখন কুটুমবাড়ির নফর নেমন্তন্ন বাড়ি যাচ্ছি দিদিমণি, তানারা কি না খাইয়ে ছাড়বে! তাতেও কোন্ না ঘণ্টাখানেক দেরি হয়ে যাবে?

রেবা—ও হরি! তুমি বুঝি সেই লোভে তাড়াতাড়ি কোমর বাঁধলে? খবরদার! যাবি আর আসবি। বলবি—রেবা দিদিমণি এসেছে, বুঝলি? যা, একটু জলদি যাবি। এই নে একটা টাকা, ভাড়া যা লাগে দিবি।

ষষ্ঠীচরণ বাহিরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া মুখ নিচু করিয়া হাত কচলাইতে লাগিল।

রেবা—কি হল আবার?

ষষ্ঠী—আজ্ঞে, একটা কথা স্মরণ হয়ে গেল দিদিমণি, তাই ফিরে এলাম। মানে, বাবু বললেন—ষষ্ঠীচরণ দেখিস যেন কোন চোর ছ্যাঁচড় এসে ভুজুংভাজুং দিয়ে তোকে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে…

রেবা—[সবিস্ময়ে]—আমায় দেখে চোর-ছ্যাঁচড় বলে মনে হচ্ছে?

ষষ্ঠী—[লজ্জিতভাবে]—আজ্ঞে, তা কখনও হয় দিদিমণি, কী যে ক'ন!

রেবা—আর তোকে ভুজুংভাজুং দিয়ে পাঠাবে এতবড় চালাক লোক আছে নাকি ষষ্ঠীচরণ?

ষষ্ঠী—[খোসামোদের চোটে ভারিক্কে হইয়া]—থাকলে তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবার বাসনা আছে দিদিমণি, হুঁঃ। ষষ্ঠীচরণকে ভুজুংভাজুং দিয়ে পাঠাবে সে এখনও মায়ের পেটে!

রেবা—তা একবার বলতে? তেমনি আবার যদি কেউ বলে—ডাকাত পড়ুক, ভূমিকম্প হ'ক, ষষ্ঠীচরণ তোকে জোঁকের মত বাড়ি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে, খবরদার বাড়ি ছাড়িস তো…

ষষ্ঠীচরণ—এই চলল ষষ্ঠীচরণ দিদিমণি; কারুর মুরোদ থাকে তো ঠেকাগ।

সদর্পে পা ফেলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল

রেবা—[ষষ্ঠীচরণ চলিয়া গেলে বিস্মিত হইয়া]—এরকম নিরেট বোকা নিয়ে কাজ চালায় কি করে এরা? খালি সরণ হয়েছে, সরণ হয়েছে,—অথচ কোনটা ঠিকমত স্মরণ নেই। চেনে না শোনে না, হাতে সমস্ত বাড়িটা ছেড়ে চলে গেল।... যেমন শিবের সংসার, জুটবেও তো নন্দী-ভৃঙ্গীই!

ষষ্ঠীচরণ আবার কাচুমাচু হইয়া প্রবেশ করিল

রেবা—আবার কি হল?

ষষ্ঠী—একটা কথা সরণ হয়ে গেল তাই বলতে এলাম দিদিমণি। মানে, কোন স্রুমুন্ধি চোর যদি এসে আপনকে ভুজুংভাজুং দিয়ে কোথাও পাঠাবার চেষ্টা করে তো কোন মতেই যেন—কোন মতেই—

রেবা—[অসহিষ্ণুভাবে] আচ্ছা, আচ্ছা সে বুদ্ধি আমার আছে, তুই যা।

ষষ্ঠীর প্রস্থান

রেবা—পাঠালাম তো, কিন্তু সে বেচারিরা বোধ হয় যেমন আছে সেই অবস্থাতেই তাড়াতাড়ি ছুটে আসবে। ঠিক হল না। না, ফেরাই চাকরটাকে।

[একটু আগাইয়া গিয়া জোরে নাম ধরিয়া ডাকিল। দূর হইতে উত্তর হইল]—আজ্ঞে দিদিমণি এলাম এই।

রেবা—[মুখে আবার কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল। স্বগত]

—তাই বা মন্দ কি?—ধর, জামাইবাবু এঁচে আছে এইবার খেতে বসবে, জুৎ করে ভালো আসনটি দখল করতে যাবে, এমন সময় মূর্তিমান চাকর গিয়ে হাজির! খাওয়া গেল ঘুরে। নাঃ, পয়লা এপ্রিলের হাওয়াতেই কি আছে, লোভ সামলাতে পারছি না। শুনেছি যাকে খেপা কুকুরে কামড়ায় তার আবার অন্যকে কামড়াবার ঝোঁক চাপে, আমারও তাই হ'ল নাকি?...তা হ'ক. এ সুবিধে ছাড়তে পারব না, ছোটখাট মন্দ একটি 'পয়লা এপ্রিল' হবে না। যখন হাতের কাছে পাওয়া গেল...[কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া]—বাঃ, ছোটখাটই বা কেন করতে যাব? এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে খেতে বসলেও বাবুদের হন্তদন্ত হয়ে উঠে আসতে হয়...

ষষ্ঠী—[উপস্থিত হইয়া] এয়েছি দিদিমণি।

রেবা—আমি বলছিলাম ষষ্ঠীচরণ, জামাইবাবু আর দিদিকে বলে কাজ নেই যে আমি এসেছি; তা'হলে তারা আসতে ভয়ংকর দেরি করবে। তুই বেচারি ঘুম-কাতুরে মানুষ কোথায় পড়ে থাকবি—অজানা অচেনা জায়গায়।

ষষ্ঠী—আজ্ঞে, আমিও সেই কথাই বলি। নামটাও ঠিক স্মরণ আসছিল না আপনকার। বাসের ঠেলাঠেলিতে আরও ভুলে যেতুম আজ্ঞে।

রেবা—তা'হলে কি বলা যায়?...আচ্ছা বলিস...[কপালে হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার দেখাদেখি ষষ্ঠীচরণও রগদুইটা টিপিয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইল এবং মাঝে

মাঝে একটু একটু মাথা তুলিয়া আড়চোখে দেখিতে লাগিল]...আচ্ছা বলিস...কি বললে যেমন আছে তেমনি চলে আসে?...[চাকরটাকে ধমক দিয়া] এই বল্ না গিয়ে কি বল্‌বি—উজবুকের মত কপাল টিপে দাঁড়িয়ে আছে !

ষষ্ঠী—আজ্ঞে বলব রুগী এসেছে একটা, শেষ দশা, শ্বাস উঠছে, তা'হলে ছুটে এসবে'খন [নিজের বুদ্ধি-মত্তায় দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল]

রেবা—[বিস্মিত ও রাগতভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া]—মুখে আগুন, তোর মুখে আটকাল না আমায় শ্বাস-ওঠা রুগী বলতে !.. [আবার কি চিন্তা করিয়া]—আচ্ছা, তাই বলিস্। না, সত্যিই তুই খুব লাগসই মতলব বের করেছিস ষষ্ঠীচরণ। তোর বুদ্ধির আন্দাজ করতে পারি নি প্রথমটা। [ষষ্ঠীচরণ যাইবার জন্য ফিরিতে]—আর দেখ্, বলবি খুব শাঁসাল রুগী, অনে—ক ফী দেবে বলেছে। যেমন আছে তেমনি চলে আসতে। সব স্মরণ থাকবে তো? একটুও যদি গোলমাল করিস তো বলে দোব বাড়ি হাট-আদুড় করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলি। যা।

[ষষ্ঠীচরণ চলিয়া গেলে রেবা ইজি চেয়ারে গা এলাইয়া একটু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর নিজের মনে বলিতে লাগিল]—মন্দ হবে না, আসন্ন-মৃত্যু টাকাওয়ালা রুগীর কথা শুনে বাবু বোধ হয় খাওয়ার মাঝখানেই হন্তদন্ত হয়ে উঠে আসবেন, তারপর রুগী দেখে তাঁর নিজেরই হার্ট

ফেল হবার উপক্রম হবে। বেশ চমৎকার হবে। 'পয়লা এপ্রিল' যেন ক্রমেই জমে আসছে। শীলার ওপর শোধ নিতে না পারলেও মনে বেশ সান্ত্বনা পাচ্ছি কিন্তু। আর শীলা বেচারির দোষই বা কি?—পয়লা এপ্রিলের ফাঁদ পাতবে না?—আমি যদি এখন পা বাড়িয়ে দিই বোকার মত। যাক্, এখন একলা বসে করা যায় কি? ওদের আসতে তো রাত হয়ে যাবে। বাড়ি ছেড়ে এদিক ওদিক যে একটু ঘুরে আসব তারও উপায় নেই। যাক, হারমোনিয়ামটা নিয়ে প্যাঁপোঁ করা যাক ততক্ষণ একটু।

[হারমোনিয়ামের ঢাকনাটা খুলিয়া সুর দিয়াছে, বাহিরে নারীকণ্ঠে]—ডাগদরবাবু বাড়িতে আছেন?

রেবা—কে?—সামনে এস।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একটি বেদেনী যুবতী বাহিরের বারান্দায় উপস্থিত হইল। খাটো রঙীন ঘাঘরা পরা, গায়ে আংরাখা. মাথায় একটি সুদৃশ্য রুমাল বাঁধা। পিঠের দুইদিকে দুইটি বেণী দুলিতেছে। আসিয়া রেবার দিকে মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিল।

বেদেনী—সেলাম দিদিমণি।

রেবা—কি চাই?

বেদেনী—আমার পুরুষ বেমার পড়িয়েছে, ডাগদরবাবু দাবাই দেন, সেইজন্যে এসেছি। দিদিমণি মাইজীর বহীন?

রেবা—বাড়ি কোথায়?

বেদেনী—[তরল হাস্যের সহিত]—শুনো কথা দিদিমণির, বেদেনীর আবার বাড়ি!—আমার সাতমহলের ছেঁড়া তাম্বু

শিবতলার মাঠে গেড়েছি দিদিমণি। কাদার উপর শুয়ে শুয়ে আর জলে ভিজে ভিজে বাদশার নিমুনিয়া হোয়ে গেলো! বেগম্‌সাহেবা আইয়েছেন দাবাই নিতে। [আবার তরল হাসি। পরে সহজ সুরে]—ডাগদরবাবু কোথায় দিদিমণি?

রেবা—[ঈষৎ হাসিয়া] রঙ্গ দেখ পোড়ারমুখীর! ডাক্তার-বাবু একটু বাইরে গেছেন। তা পাসকরা ডাক্তারের ফী তুই জোগাস কোথা থেকে? তারপর ওষুধ আছে পথ্যি আছে…

বেদেনী—[কপট গাম্ভীর্যের সহিত]—ইস্‌ রে! বেগম সাহেব নাকি টাকা দেয়! দিদিমণি বাদশা-মহলের কিচ্ছু খবর রাখে না—[হাস্য, পরে সহজ মিনতির সুরে]—না, দিদিমণি, টাকা কুথায় মিলবে? দু'বেলা খোরাকই জোটে না [পেট দেখাইয়া]

রেবা—তবে?

বেদেনী একটু লজ্জিতভাবে মাথা নিচু করিয়া রহিল।

রেবা—[একটু অধীরভাবে] চুপ করে রইলি যে?

বেদেনী—[ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে মুখ তুলিয়া] একটু আধটু গান জানি দিদিমণি, তাই…

রেবা [স্বগত]—হুঁ! অথচ এদিকে বাহাদুরি করে বলা হয় গান কুঁড়ে-বেকারদের পেশা—মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না! [প্রকাশ্যে] বসে বসে বাবু খুব গান শোনে বুঝি তোর?

বেদেনী [আবার চটুল গাম্ভীর্যের সহিত]—ব'সে থাকতে পায় কোথায় দিদিমণি? শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি গান

· গাই ব'বু নাক ডাকায়। [তরল হাস্য. তাহার পর আবার মিনতির স্বরে] না, দিদিমণি, আমাদের গান তাঁদের মত আমীর লোকদের পোছোন্দো হোয়? ডাগদরবাবু বেমারি দেখতে গেলে মাইজী ডাকিয়ে লেয়, গান শুনে, বাবুকে মেহেরবানি কোরে বোলে দেয়, বাবু দাবাই দেয়।

রেবা—মন্দ ব্যবস্থা নয়। তা বেশ একটা গা শুনি। [হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া]—তোরা তো নাচও জানিস? নে, নাচের সঙ্গে একটা গান হোক।

বেদেনী—[আবার কপট গাম্ভীর্যের সহিত গালে তর্জনী দিয়া] বলিহারি হিম্মৎ দিদিমণির! বেগম সাহেবকে নাচিয়ে বাদসাহের কাছে গর্দানা দেবে নাকি? [আবার পূর্ববৎ সহজভাবে]—বুনোদের নাচ, সেকি আপনাদের মত রানী মাইদের দেখবার মতো দিদিমণি?

রেবা [স্বগত] ছাড়া হবে না। তবুও সময়টা একরকম কাটবে। তা ভিন্ন ফাঁকতালে নাচের একটা ষ্টাইলও শিখে নেওয়া যাবে, আসল বেদেনী যখন পাওয়া গেছে। [প্রকাশ্যে] না, তাদের আসতে একটু দেরি হবে। শোন্, ভালমন্দ বুঝি না, তোকে নাচতে হবে, ঘুরে ভেতরের বারান্দায় আয়। আমি বকশিষ করব, তা ভিন্ন ডাক্তারবাবুকে বলে তোর পুরুষের ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দোব। মাইজীর চেয়ে আমার কথা বেশি শোনে ডাক্তারবাবু।

বেদেনী [হঠাৎ হাসিয়া]—দিদিমণি যে আরও সুন্দর আছে!

রেবা [কৃত্রিম রাগের সহিত]—তুই নাচবি, না, এই রকম ফষ্টিনষ্টি করবি ? তা যদি করিস তো বেরো ।

বেদেনী—মা দিদিমণি, হুকুম তোমার কেমোন ক'রে কাটব ? আমাদের জংলি নাচ তোমাদের মত বড় লোকেদের দেখাতে সরম লাগে সেই জন্যে বোলছিলাম ।

রেবা—না, লজ্জা নেই কোন, আর কেউ যখন নেই বাড়িতে। তোর পুরুষ আছে কেমন ?

বেদেনী [কপট গাম্ভীর্যের সহিত]—শাহানশার কথা জিজ্ঞেস করছেন দিদিমণি ?

রেবা—তা এমন সুন্দর পরিবার যার সে শাহানশা বই কি ।

বেদেনী—[লজ্জিত হইয়া] দিদিমণি ভারী দুষ্টু আছে ! টাটকা টাটকা শোধ নিয়ে নিলে মিছে কথা বোলে । [আবার কৌতুক হাস্যের সহিত]—আমার খসম যদি শাহানশা হোয় দিদিমণি তো তোমার মত পরীর খসম কোন তখ্‌তে বসবে ?

রেবা—আঃ, তুই রঙ্গ করবি, না…

বেদেনী [হাসিয়া, সহজস্বরে]—পুরুষ—বহুৎ কিছু ভাল আছে দিদিমণি, ভগবান ডাগদরবাবুকে খুশী রাখবেন ।

রেবা—[স্বগত] সেটা যে আজ ভগবানের, অসাধ্য তা আর তোমায় বোঝাই কি করে ? শাঁসাল রুগীর আশায় নেমন্তন্ন ছেড়ে এসে যখন দেখবেন…[প্রকাশ্যে] নে, আর দেরি করিস নি । ভগবান যা ভাল বুঝবেন, করবেন ।

বেদেনী ঘুরিয়া বাড়ির ভেতরের বারান্দায় আসিয়া ওষুধের শিশিটা একপাশে রাখিয়া দিল বেশভূষা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া, বেণী দুইটি একটু গুছাইয়া লইয়া

একটি ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে নাচ সুরু করিয়া দিল। রেবা হারমোনিয়াম বাজাইতে লাগিল।

সু—দূরের বন্ধু রে,
তোমার আমায় পাশাপাশি চলব সুদূরে।
মাঠের পরে মাঠ বিছানো কোথায় সীমানা ?
এঁকেবেঁকে পথ চলেছে নাইকো ঠিকানা।
সেই পথেতে চলব মোরা, শুধুই চলার টানে,
দিনে রাতে সাঁঝ বিহানে, কোথায় কে তা জানে,
কোন সে নতুন দেশে বন্ধু কত বিদেশ ঘুরে॥
চাঁদের খেয়া ছুটবে যখন সাদা মেঘের পালে,
আমার কাঁকন বাজবে তোমার বাঁশির সুরের তালে।
নামবে যখন আঁধার রাতি কাজল-কালো মেঘে,
গুরু গুরু ডাকবে দেয়া, ছুটবে বায়ুবেগে ;
তোমার পথটি নেব চিনে তোমার বাঁশির সুরে॥

[গান শেষ হইলে একটি অভিবাদন করিয়া] যাই দিদিমণি, ফিন্ আসব। [রেবা একটি টাকা বাহির করিয়া দিতে গেলে] না দিদিমণি, উটি নিতে পারব না, [আপনাদের বহুৎ মেহেরবানি।...একবার দেখে আসি দিদিমণি ; পুরুষ বড্ডো রাগী আছে। [হাসিয়া] ভাত কাপড় জোগাতে না পারুক, মেজাজে আসল বাদশা আছে—কথায় কথায় গর্দানা লেয়। বেমারিতে বেমারিতে আরও রাগী হয়ে গেছে। [একটু হাসিয়া]—গোসা কোরো না দিদিমণি, তোমাদের এ-হিসেবে নসিব ভালো আছে, বাবুরা খুব ঠাণ্ডা।...দিদিমণির সাদি হয়েছে ?

রেবা—এইবার আসল জংলীপনা আরম্ভ করলি তো ? যা, বেরো।

বেদেনী ঘাড় ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

বেলগাছিয়া। নিমন্ত্রণ বাড়ির বহিরাংশ। নেপথ্যে নানাকণ্ঠে বিবাহোৎসবের গোলমাল—আটটায় লগ্ন যেন মনে থাকে...গিন্নীকে বলো—বাইরে থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সকাল সকাল ব্যবস্থা করে দিতে হবে···ছিরি সাজিয়েছ, সঙ্গে শাঁক দিতে হবে না ?···কি বললে ?—ক'নে সাজাতে যাচ্ছি আমি, আমার দ্বারা ওসব হবে না···তোরা একটু পথ ছাড়্, বাপু, কাজ নেই কম্ম নেই, পথ আগলে আগলে বেড়াচ্ছিস...বাইরে পান চাইছে ?—পান ভাঁড়ারে, সেজ-বৌয়ের কাছে চাবি আছে···ওগো বউয়েরা সাজা নিয়ে থাকলেই চলবে না বাপু, বেরোও সব, বর ওদিকে আসরে বসেছে...যাঁরা নেমন্তন্নয় আসছেন তাঁদের দিকে নজর রেখ—সতী, তুই থাক্ ওদিকে···

এদিকে একজন নথ, বালা, অনন্ত প্রভৃতি পরিহিতা প্রাচীনার সঙ্গে দুইটি মেয়ে প্রবেশ করিল। বড়টি আধুনিক প্রথায় শাড়ি ও ছোটটি ফ্রক পরিহিতা। ইহারা নিমন্ত্রিতা! অপরদিক হইতে সতী আসিয়া ইহাদের মিষ্টহাস্যের সহিত অভ্যর্থনা করিল।

সতী—আসুন, এই যে নন্দা, মধুপুর থেকে কবে আসা হ'ল ?
[হাসিয়া নন্দার সমস্ত শরীরের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া লইয়া]—মধুপুরের জল বেশ গায়ে লেগেছে তো !

প্রাচীনা—[শিহরিয়া উঠিয়া]—মেয়েটাকে খুঁড়লে বাছা, এই ভর্‌সন্দের সময়? আয়, কড়ে আঙ্গুলটা কামড়ে দিই নন্দু…

নন্দা—[প্রাচীনা হাতটা তুলিয়া ধরিয়া মুখ বাড়াইতেই তাড়াতাড়ি ছিনাইয়া লইয়া, হাসিয়া]—হ্যাঁ, সতী খুঁড়ুক, আর তুমি কামড়াও, মাঝ খান থেকে আমি মারা যাই।

প্রাচীনা—[বিরক্তভাবে]—জানিনে বাপু, না মানে গুরু, না মানে শাস্তর, কী যে সব মেয়ে হয়েছে আজকালকার!…তোর আঙ্গুলটা দে মায়া।

ছোট মেয়েটি—[ভীত এবং বিস্মিত ভাবে হাত দুইটা পিছনে করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া]—বা রে! কেন? তার চেয়ে সতী দিদি—যে খুঁড়লে তাকে কামড়াও না!

সতী—[হাসিয়া]—তার চেয়ে কাউকেই কামড়ে কাজ নেই দিদিমা, নেমন্তন্ন খেতে এসেছেন, খিদে মরে যাবে।

প্রাচীনা—[হঠাৎ উগ্র হইয়া উঠিয়া] কী যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! ভরা সাঁঝে সোঁদা মেয়েটাকে খুঁড়লে, তাতে আশ মিটল না, আবার আমায় যা খুশি বলা! আমি যদি এ বাড়িতে পাত পাতি তো…

[এমন সময় ইহারা যে-দিক দিয়া আসিয়াছিল সেই দিক দিয়া শীলা হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিল এবং কোন রকম গৌর-চন্দ্রিকা না করিয়াই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল]—বেলা দেবী বলে কেউ এখানে এসেছেন আজ?—বেলা বিশ্বাস?…

সকলে তাহার বিভ্রান্ত ভাব দেখিয়া বিস্মিতভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

শীলা—[অত্যন্ত ব্যস্তভাবে]—থাকেন যদি এসে, কেউ তাঁকে একবার দয়া ক'রে ডেকে দিন না…

সতী—কি দরকার তাঁকে? আছেন বেলা দেবী।

শীলা—[পূর্ববৎ উৎকণ্ঠিত ভাবে]—তাঁর সঙ্গেই দরকার, অপর কাউকে বলা চলবে না, মাফ করবেন।

প্রাচীনা—[এতক্ষণ বিরক্তভাবে চাহিয়া নানারকম মুখবিকৃতি করিতেছিল]—বেশ, তা ভেতরে এস না বাছা। কোথা থেকে আসা হচ্ছে তোমার? [স্বগত, নাক সিঁটকাইয়া] নাটুকেপনা দেখে আর বাঁচিনে!

শীলা—মার্জনা করবেন। আমি বিশেষ লজ্জিত। তাঁকে ভিন্ন আর কাউতে বলতে অক্ষম। তাঁকে এইখানেই ডাকিয়ে দিন না অনুগ্রহ করে।

প্রাচীনা—[মুখ ভার করিয়া নিজের দল লইয়া একটু আগাইয়া গেল। চটিয়া গেছে। শীলাকে কিছু বলিল না, যাইতে যাইতে হঠাৎ ঘুরিয়া নন্দার পানে চাহিয়া হাত নাড়িয়া]—নেকা পড়া ক'রে তোমাদের সব কী ঢং হয়েছে কথার বাছা!—অক্ষোম—নজ্জিতো—অনুগ্‌গেরো—মাজ্জনা!—জানিনে বাপু, —বলে—কালে কালে কতই হ'ল, পুলিপিঠের ন্যাজ বেরুল!…চলে আয়, উদিকে বোধ হয় পাতগুনোও সব দখল হ'য়ে গেল!

মায়ার পিঠে হাত দিয়া এবং নন্দাকে লইয়া ঠমকের সহিত চলিয়া গেল।

সতী—[প্রাচীনার পানে মৃদু হাস্যের সহিত একটু চাহিয়া থাকিয়া, পরে দৃষ্টি ফিরাইয়া]—যাবেন না ভেতরে? আচ্ছা আমি

ডেকে দিচ্ছি, দাঁড়ান এখানে।...বরং আপনি ওদিকটায় চলুন, এখানে বড় গোলমাল।

শীলাকে সঙ্গে করিয়া অন্তদিকে প্রস্থান।

দৃশ্য পরিবর্তন

একটা অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গা, বিবাহ বাড়ির কোলাহল পহুঁছিতেছে না। শীলা বাড়ির দিকে মাঝে মাঝে উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে পায়চারি করিতে লাগিল।

সতীর সঙ্গে ব্যস্ত হইয়া বেলার প্রবেশ

বেলা—আমার সঙ্গে দরকার আছে?

শীলা—(পূর্ববৎ উদ্বিগ্ন ভাবেই)—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেলা—কি দরকার বল।

সতী—[শীলা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া]—আমি তাহলে আসি বেলা দিদি, ওদিকটা আবার সামলাতে হবে।

সতীর প্রস্থান

শীলা—আমি...মানে...কি করে বলি?

বেলা—[শীলার কাঁধে হাত দিয়া] বল শান্ত হ'য়ে, অত উতলা হবার কি আছে?

শীলা—[অবশ্য উতলাভাব কমিল না]—আমি একটা বড় ভুল—মানে, বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি...একটা মস্তবড় বিপদ...

বেলা—[একটু উদ্বেগের সহিত]—কি বিপদ?

শীলা—আপনি আজ দুপুরে রেবাদিকে ফোন ক'রেছিলেন। রেবাদি ছিলেন না, আমিই আপনার সঙ্গে কথা কয়েছিলাম। আপনি

বলেছিলেন—তিনি ফিরে এলে তাঁকে যেন দমদমায় যেতে মানা করে দিই।

বেলা—[উদ্বেগ আর ভয়ের সহিত]—সে ফেরে নি এখনও ?

শীলা—ফিরেছিলেন, কিন্তু আমি মানা করিনি।

বেলা—তুমি নিজের মনটাকে একটু গুছিয়ে নিয়ে সব ভেঙে বল দিকিন। আমাকেও ভাবিয়ে তুলছ।

শীলা—মানে, কথা হ'চ্ছে···আমায় ক্ষমা ক'রবেন; এপ্রিল-ফুল করবার ঝোঁকে পড়ে আমরা—বিশেষ করে আমি—মানা করা তো দূরে থাক, বলি যে আপনারা অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রছেন। রেবাদিদি সন্ধ্যের একটু আগে বেরিয়েছেন, সেই থেকে আমার মনের অবস্থা···

বেলা—[ঈষৎ হাসিয়া]—এই কথা ? অবশ্য ও দুষ্টুবুদ্ধিটুকু না হ'লেই ভাল ছিল, কিন্তু খুব যে একটা ভাবনার কথা হ'য়ে প'ড়েছে এমন নয়। সেখানে একটা চাকর আছে···

শীলা—আপনারা বলেছিলেন—ভয়ংকর বোকা চাকর।···না, আপনারা এক্ষুনি চলুন—আপনি আর ডাক্তারবাবু। দেখুন না, সেখানে গিয়ে যখন ঠাট্টাটা টের পেলেন রেবাদিদি—তক্ষুনি তাঁর ফিরে আসবার কথা তো ? কিন্তু প্রায় আড়াই ঘণ্টা হ'ল গেছেন, এখন পর্যন্ত···

বেলা—[একটু চিন্তিতভাবে]—আমার ননদের বাড়ি—এদের বাড়িতে বিয়ে আজকে···ছেড়ে যাওয়া···কিন্তু তুমিও বেশ একটা ধোঁকা লাগিয়ে দিচ্ছ। রেবা ফিরে আসবে নিশ্চয়···কিন্তু···

শীলা—[ব্যাকুলভাবে বেলার হাতটা ধরিয়া লইল]—আর কিন্তু নয় বেলাদিদি, হাতে ধরছি আপনার…কেন যে আমার মাথায় এ দুষ্টুবুদ্ধি জুটল !…মন গাইছে—একটা কলঙ্ক না থেকে যায় শেষ কালে…আপনি চলুন বেলাদিদি, দোহাই ; যতই দেরি হচ্ছে ততই ভয়ে যেন আমার পেটে হাতপা সেঁদিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুকেও বলুন।

বেলা—আর সত্যিই তো,—সে যদি আমাদের ভরসায় থেকে যায়, চাকরটা গুছিয়ে না ব'লতে পারে…ভাঁড়ারের চাবি পর্যন্ত আমাদের কাছে। দাঁড়াও, ওঁকে ডাকিয়ে সব কথা বলি।

[যাইতে যাইতে আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কৌতুক-দীপ্ত মুখে অগ্রসর হইয়া শীলার মুখের পানে খানিকটা চাহিয়া প্রশ্ন করিল]—একটা কথা, কিছু মনে ক'রো না।‥ মানে, পয়লা এপ্রিল এখনও উৎরে যায় নি। [মুখের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল]

শীলা—[প্রথমটা মুখের পানে বিমূঢ় দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর বেলার উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া]—আমায় আর লজ্জা দেবেন না, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি রেবাদির দিদি, আমাদের গুরুজন, আপনাকে কি ক'রে ঠাট্টা করব?…

[অনুতাপে তাহার গলাটা ক্রমেই ভারি হইয়া আসিতেছে]

বেলা—[পূর্ববৎ হাসিয়াই] না, তবে রেবার সুবাদে একজনের সঙ্গে তোমাদের ঠাট্টা করবার অধিকার আছে কি না, তাই বলছিলাম ; আর তার কথা উল্টে দিয়ে করেওছ একটু ঠাট্টা…

শীলা—[ব্যাকুলকণ্ঠে, প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া]—বেলাদিদি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার যথেষ্ট হ'য়েছে। আরও পাপ বাড়ছে, আপনাদের উৎসবের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আর সেখানে যে কী অবস্থায় পড়েছেন রেবাদিদি···আমার কপালে যে কী কলঙ্ক লেখা আছে···আজ যে কার মুখ দেখে···[মুখে অঞ্চল চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিল]

বেলা—[স্নেহভরে তাহার মাথাটা বুকে চাপিয়া]—একি ছেলে-মানুষী !—ছিঃ। কাঁদবার কি আছে ? এত ভাববারই বা কি আছে ?—সে একটা সহর জায়গা, থাকলই বা রেবা একলা খানিকক্ষণ। কলেজে পড়েও তোমাদের এসব ভয় লেগে আছে এখনও।···আর আমাদের কথা ?—এক্ষুনি মোটরে ফিরে আসব,—বিয়ে বাড়ি তো পালাচ্ছে না। চুপ কর ; এস আমার সঙ্গে ভেতরে···

শীলা—[মুখ ঢাকা অবস্থাতেই ক্রন্দনের মধ্যে]—না, বেলাদি, আপনার দুটি পায়ে পড়ি, এ অবস্থায় ভেতরে যেতে পারব না। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে শীগগির আসুন। শীগগির কিন্তু।

বেলা—এলেই ভাল ক'রতে। থাক্, দু'মিনিটের মধ্যে আসছি আমরা, ঘাবড়ো না।

প্রস্থান

৪র্থ দৃশ্য

দমদমায় বেলার বাড়ি।

রেবা—[বেদেনী চলিয়া গেলে চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া]—আবার নিঃঝুমের পালা ; কতক্ষণে যে আসবেন বাবুরা। আর সে উজবুক চাকর গিয়ে পৌঁছুলে তো !···[আবার খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া]—আশ্চর্য ! পয়লা এপ্রিলের ঘাড়ে কি কোন ভূত চাপে ? এত বিপদ-লাঞ্ছনার মধ্যেও একটা ভয়ানক গোছের দুষ্টুমি ক'রতে ইচ্ছে ক'রছে,—একেবারে একটা নতুন ধরণের কিছু। বাড়িতে তালা দিয়ে যাই বেরিয়ে ? খুব জব্দ হয় তা'হলে সব। [বাহিরে গিয়া চারিদিক খুঁজিল ; একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া নিরাশভাবে]—পাওয়া গেল না একটাও তালা। হ'ত কিন্তু চমৎকার ! আমার শুধু খানিকক্ষণের জন্য খাওয়া বন্ধ,—বাবুদের আহার-নিদ্রা দুইই যেত সাগর পারে।···কি করা যায় ? ক'রতেই হবে একটা কিছু—একেবারে অরিজিনাল, যা আর কারুর মাথায়ই আগে ঢোকে নি।

[চারিদিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ আলনায় টাঙান কোট প্যাণ্টের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে রেবার মুখে একটা দুষ্টামির হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে, মাথায় যেন খুব একটা উৎকট রকমের মতলব জাঁকিয়া উঠিতেছে। সোজা হইয়া বসিয়া চেয়ারের হাতলে একটা ঘুসি মারিয়া]—হ'য়েছে, তাই

করব, কোটপ্যাণ্ট প'রে ডাক্তার হয়ে বসি। উঃ, কী চমৎকার হবে! সারপ্রাইজের ওপর সারপ্রাইজ! শাঁসাল রোগীর আশায় নেমন্তন্ন ছেড়ে এসে সামনে একেবারে এক ডাক্তার! ডাক্তার থেকে রেবা! রেবাও যে পরমুহূর্তেই কী হয়ে যেতে পারে কেউ জানে না। উঃ, আরব্য-রজনীর আলাদীনের প্রদীপও হার মেনে যায়। একটা জিনিয়াস্ আমি। নাঃ, শীলার ওপর আর আমার একেবারেই রাগ নেই, বরং এমন সুবিধে ক'রে দেওয়ার জন্যে আশীর্বাদ ক'রতে ইচ্ছে ক'রছে। [একটু নিরাশভাবে]—কিন্তু একটু বড় হবে না সুটটা ?... বেশি বড় হবে না, কতই বা মাথায় উঁচু আমার চেয়ে জামাইবাবু ?—বেঁটেসেঁটে মানুষ। একটু টেনেটুনে পরা যাবে। মন্দ নয়, ডাক্তারির পার্ট আছে, ডাক্তারের পোষাকে কিরকমটি দাঁড়াই তাও টের পাওয়া যাবে। [আবার একটু নিরুৎসাহ ভাবে]—কিন্তু ওর পোষাক ধ'রে ফেলবে যে!... অত ভাবতে গেলে চলে না। না হয় বাইরে গিয়ে বারান্দায় বসব,—অন্ধকার বেশ হ'য়ে এসেছে। ধ'রতে খানিকটা দেরি হবেই। একটু গোঁফের ব্যবস্থা হলে ভাল হোত। হালকা কালি দিয়ে একটু কালচে ক'রে নিই, তাইতেই চলে যাবে ; বাবুরা সবই তো মাকুন্দর দল আজকাল। নাঃ, আর দোমনা হওয়া নয়, যাই।

[কোট, প্যাণ্ট, হ্যাট, টাই, মোজা, জুতা প্রভৃতি লইয়া দুইপা অগ্রসর হইল, তাহারপর দাঁড়াইয়া পড়িয়া একটু চিন্তান্বিত ভাবে] ততক্ষণ একটা রেকর্ড বাজতে থাক্‌না, বাড়িটা হাট-

আছুর রয়েছে, কেউ ঢোকবার মতলব করে তো বুঝবে বাড়িতে লোক আছে। [গ্রামোফোনে দম দিয়া রেকর্ড বক্স থেকে একটা রেকর্ড বাছিয়া বসাইয়া দিল। রেকর্ড বাজিতে লাগিল, রেবা কোট প্রভৃতি লইয়া অপর ঘরে চলিয়া গেল]

দৃশ্য পরিবর্ত্তন

বাহিরের বারান্দা, আধ-তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট। রেবা সাজিয়া আসিল। কোট প্যাণ্ট, বো লাগান। এলো খোঁপাটা খুলিয়া দিয়া মাথার উপর এলো চুল তুলিয়া দিয়া তাহার উপর হ্যাটটা চাপিয়া দিয়াছে। বড় হ্যাটে একটু বেমানান হইয়াছে বোধ হয়, কিন্তু চুলটা বেশ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছে। পকেটে একটা ষ্টেথস্কোপ দেখা যাইতেছে, হাতে একটা ছড়ি।

রেবা [মুখে আর কিন্তু ততটা উৎসাহ নাই। হাত পায়ে একটা নাড়া দিয়া নিজেকে দেখিয়া]—না বাপু, কিরকম যেন গা ছম্‌ছম্ করছে, ও যার জিনিষ তাকেই সাজে। ঝোঁকের মাথায় পরলাম, কিন্তু সত্যিই জামাইবাবু, দিদি কি মনে করবে? হামেসার জন্যে একটা খ্যাপান থেকে যাবে। নাঃ, ঢের দুর্বুদ্ধি হ'য়েছে। [নিজেকে নিচে হইতে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া] সত্যি—An idle brain is the Devil's workshop —দু'মিনিটেই কিরকম বাঁদর সাজিয়ে দিলে! আর, আমার দ্বারা ডাক্তারের পার্টও হবে না বাপু, ব'লে দেব শচীদিকে,—নিজের সামনেই দাঁড়াতে পারা যায় না এ উদ্ভট সাজে তা আবার এক ঘর অডিয়েন্সের সামনে!...নাঃ, ফেলিগে খুলে—

ঢের হয়েছে। কি যে অযাত্রায় বেরিয়েছিলাম !—সব বাক্সবন্দী করে গেছে, ভুলে গেছে শুধু স্যুট আর কাঁচা চিঁড়ে !

ঘুরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে, বারান্দার নিচে, খানিকটা দূরে একজন পুলিসের প্রবেশ।

পুলিস [যথাপদ্ধতি জুতার গোড়ালিতে গোড়ালিতে ঠুকিয়া একটা শব্দ করিয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইল, তাহারপর কপালে হাত চিতাইয়া রাখিয়া]—সেলাম হজৌর, ডাগডর সাহেব !

রেবা—[ঘুরিয়া দেখিয়াই একেবারে প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া গেল। খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না ; তাহার পর কপালের ঘাম মুছিয়া, জিভ দিয়া ঠোঁট ভিজাইয়া স্খলিতকণ্ঠে] কেয়া হ্যায় ?

পুলিশ—দারোগা সাহেব হুজুরকো সেলাম দিয়া।

রেবা—[স্বগত, অত্যন্ত ভীতভাবে]—দারোগা সায়েব ডেকে পাঠিয়েছে ? কি সর্বনাশ ! টের পেলে কি ক'রে ? কাছেই থানা নাকি ?—বোধ হয় ব'সে ব'সে সব লক্ষ্য করে সন্দেহ হ'য়ে থাকবে ! [প্রকাশ্যে খুব নার্ভাস হইয়া]—দেখো··· [স্বগত] কি বলা যায় ? [প্রকাশ্যে] দেখো, দারোগা সাহেব কিস্ ওয়াস্তে বোলাতা হ্যায় ?

পুলিস—হজৌর এক্সিডেণ্ট হো গেয়া হ্যায়, মাজীকা পাঁও মে।

রেবা [স্বগত]—কি সর্বনাশ, ডাক্তারি করতে হবে ? পার্ট করা নয়, হাতে কলমে ডাক্তারি ? কি ক'রে সামলাই এখন ? [প্রকাশ্যে] এই দেখো, হামারা আভি···[স্বগত] আমি যে

জামাইবুবাবু নয় এটা ধরতে পারছে না কেন? [প্রকাশ্যে] এই, দেখো, বড় ডাক্তার সাহেবকো লে যাও হাসপাতালসে··· মাইজীকো বড়া ডাক্তারই দেখতা হ্যায়!

পুলিস [সেলাম করিয়া]—হজৌর, দারগা সাহেব হুকুম কিয়া নয়া আয়াহুয়া বিশোয়াস ডাগডর সাহেবকো সেলাম দেও।

রেবা [আড়চোখে নিজের শরীরের পানে চাহিয়া দুর্বলভাবে চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িয়া, [স্বগত]—ভাববারও সময় পাচ্ছিনা যে কি করব।···পালাবার ব্যবস্থা করা যাক্ [প্রকাশ্যে]—আচ্ছা, তোম একঠো ফিটন-গাড়ি লে আও, হামারা গাড়ি মাইজীকো লে করকে বাহার গেয়া হ্যায়।

পুলিস [সেলাম করিয়া]—হজৌর, দারোগা সাহেব মোটর ভেজ দিয়া, বড়া রাস্তামে খাড়া হ্যায়।

রেবা [স্বগত]—কী করি? হে ভগবান কোন একটা সুরাহা করো—যে ভাবেই হোক্! কী দুর্বুদ্ধি ঢুকল মাথায়!—আর পড়বি তো পড় দারোগারই পাল্লায়! আবার পুলিসও পাঠিয়েছে যেমন নাছোড়-বান্দা মেননি বোকা,—গলার আওয়াজেও একটু সন্দেহ করা উচিত ছিল তো? করবেই বা কোথা থেকে?—বেটাছেলেদের গলাও যেমন চিঁচিঁ করছে আজ-কাল! আর চিনলে তো আরও বিপদ! কি কুক্ষণে যে বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে! [প্রকাশ্যে] দেখো, মাইজী বাহার টহলনে গিয়া হ্যায়, দারোগা বাবুকো বোলো মাইজী আনেসেই হাম যাতা হ্যায়, আধা ঘণ্টামে। নেহি তো ঘর খালি রহ যায়গা, নোকরভি বাজার গিয়া হ্যায়।

পুলিস [সেলাম করিয়া]—হুজৌর যায়া যায় মোটরমে, হাম ডেরামে পাহারা দেতা।

রেবা—[একেবারে নিরাশ হইয়া এলাইয়া পড়িল। নিজেকেই উদ্দেশ্য করিয়া]—নাও, এর ওপর কি বলবে বল। স্বয়ং পুলিসে পাহারা দিচ্ছে বাড়ি। চল, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ জেলের মধ্যে।···[পুলিসকে] চলো, মোটর দেখা দেও।

জবুথবুভাবে পুলিসের পিছনে পিছনে প্রস্থান।

৫ম দৃশ্য

[দারোগা বাবুর বাসা]

[মোটর হইতে নামিতেই দারোগাবাবু তাড়াতাড়ি বারান্দা হইতে নামিয়া আসিলেন। সঙ্গে লালঠেন-হস্তে একজন কনেষ্টবল। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হইবে। অতিরিক্ত মোটা বলিয়া আরও ভারিকে দেখায়। একটু নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ। সর্ব্বদাই ক্লান্তভাবে হাঁপান এবং হাঁপাইবার সুবিধার জন্য হাঁ করিয়া থাকেন। কথা বলেন একটু তাড়াতাড়ি এবং খুব ঝোঁক দিয়া।

রেবা নামিয়া একটু জবরজঙ্গভাবে দাঁড়াইল। ভাবটা যেন—গেলাম এইবার ধরা পড়িয়া।

দারোগা [একটু অগ্রসর হইয়া]—আসুন ডাক্তারবাবু, বড়ই বিপদে পড়ে আপনাকে অসময়ে কষ্ট দিলাম। আসুন। [কনষ্টেবলকে] লালঠেন লেকরকে সামনে চলো।

রেবা [গলাটা একটু মোটা করিবার চেষ্টা করিয়া]—এক্‌সিডেণ্ট হ'য়েছে ?

দারোগা [অত্যন্ত বিরক্তির সহিত মুখটা বিকৃত করিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কি একটা কথা প্রাণপণে চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহারপর হঠাৎ মুখ তুলিয়া]—সব কথা যদি বলি মশাই এক্ষুণি হুলুস্থূল পড়ে যাবে—উনি বলবেন ডাক্তারকে শুধু রোগের কথাই বললে হ'ত, ওসব কথা ব'লতে গেলে কেন?...থাক্ মশাই, ঘাঁটিয়ে কাজ নেই ও জাতকে। আসুন।...[খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চলিতে চলিতে আবার হঠাৎ]—কলেজে-পড়া মেয়ে বলে বেস্পতিবার মানবে না ? গেল তো পাটা ? কৈ, কলেজের বিদ্যে বাঁচাতে পারলে না ?

রেবা—কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার ? তাহ'লে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন না, আমার কাছে কোন যন্ত্রপাতি নেই তো।

দারোগা—হাসপাতাল ! বললে গায়ে বিষ ছড়ায় মশাই, চুপ করেই থাকি—আচ্ছা, পাস করেছ, সাহেবিয়ানা হ'য়েছে, দিনক্ষণ মান না, বেস্পতিবারের বার বেলাতেই বেরুবে—সব বুঝলাম—তেমনি নামবার সময়ও মেমসাহেবের মত করলেই হ'ত, আমি আগে নামতাম তারপরে তোমার হাত ধরে নামিয়ে দিতাম। তার বেলা—আমার কারুর সাহায্য দরকার নেই...এখন যে এই ডাক্তারের সাহায্য নিতে হচ্ছে—কোথায় গেল সে গুমর ?...থাক্ সব ঘরের কথা বেরিয়ে প'ড়ছে মশাই, চলুন।

রেবা—মোটর থেকে নামতে গিয়ে পা ভেঙ্গে গেল ?

দারোগা—এইমাত্র এখানে বদলি হ'য়ে আসছি মশাই। সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্ভোগ। এখন পর্যন্ত ধড়া-চুড়ো পর্যন্ত ছাড়তে পারিনি, বাড়ি উঠতে না উঠতেই ছোট্ ডাক্তারের কাছে; দুর্লক্ষণ নয় একটা? তারপর আবার দেখুন সঙ্গে সঙ্গে সদরে গিয়ে এক্স-রে করাতে হবে কিনা। চাই না বলতে সব কথা মশাই, কিন্তু…থাক আসুন্। আপনি এই বছরই পাস করেছেন?

রেবা—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই বছরই। খুব বেশি কেস্‌টেস্ এখনও হাতে পড়েনি, তাই বলছিলাম একজন প্রবীণ কোন ডাক্তারকে আনিয়ে নিলেই ভাল করতেন।

দারোগা [স্বগত]—"ওরে বাবা, বয়স কম বলবার জো নেই, আবার রাগ আছে! নেহাৎ হাসপাতালের অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জেনকে পাওয়া গেল না, নৈলে কে যে ওঁকে ডাকত! [প্রকাশ্যে, একটু খোসামোদের স্বরেই] না, সে জন্যে বলছিলাম না, আপনিই বা প্রবীণের চেয়ে কোন্ কম মশাই?—শুনলাম গোল্ড-মেডালিষ্ট। অমন কত প্রবীণের নাক কাটেন।

রেবা [স্বগত]—কোন মতেই পরিত্রাণ নেই, কী যে আছে অদৃষ্টে!

দারোগার পিছনে পিছনে প্রস্থান

দৃশ্য পরিবর্তন

একটি সুসজ্জিত কক্ষ। মাঝখানে একটি খাটে একটা চাদরঢাকা দিয়া একটি রমণী শুইয়া আছে। ডাক্তারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মাথার

কাপড়টা টানিয়া দিল। রেবা রোগিণীর সামনে রক্ষিত চেয়ারটায় গিয়া বসিল। মাথার টুপি অবশ্য খুলিল না, বরং একটু টানিয়া দিল।

রেবা—কোন্ পাটা বলুন তো ?

দা-পত্নী [চাদরের মধ্যে হইতে দক্ষিণ পাটা বাহির করিয়া]—এইটে, উঃ !

রেবা। [পায়ের গোছটা ধীরে ধীরে পরীক্ষা করিতে করিতে]—এই খানটায় ? লাগছে ?

দা-পত্নী—হ্যাঁ, উঃ ! [চঞ্চলভাবে নড়িয়া উঠিতে মাথার কাপড়টা ভাল করিয়া সরিয়া গেল এবং রেবা তাহার মুখের পানে চাহিয়া একেবারে নিষ্পলক হইয়া গেল। দারোগাবধূ একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া থাকিয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিলেন]।

দারোগা [দৃশ্যটা নিশ্চয় ভাল লাগিল না। বিকৃত মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া একটু সরিয়া গিয়া, স্বগত]—কম বয়সের ডাক্তার··· ফ্র্যাক্‌চার হয়েছে পায়ে, তা মুখের দিকে চেয়ে হাঁ ক'রে কি পরীক্ষা হচ্ছে তোমার গুষ্টির পিণ্ডি,···যত্তো সব···[একপা আগাইয়া গিয়া একটু গলা খাঁখারি দিয়া]—তা'হলে ডাক্তারবাবু, পায়ের চোটটা ওঁর···

এমন সময় বাহিরে ঘন ঘন হর্ণ দিয়া একটা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল এবং একসঙ্গে পুলিস আর রেবার ভগ্নীপতি ডাক্তার বিশ্বাসের গলা শোনা গেল—হজৌর, ওরৎ সাহেব বন ক'রকে তাঁবেদারকো···দারোগাবাবু! শীগগির একবার আসবেন বাইরে দয়া করে···হজৌর, ডাকুকা ফের মে পড় গিয়া··· আর দেরি করবেন না দারোগাবাবু···বাড়ি থেকে একটি মেয়ের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে না···দয়া ক'রে শীগগির···

তিনজনেই প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া গেছে। রেবার অবস্থা বর্ণনাতীত। দারোগাবাবু একটু চুপ করিয়া শুনিয়া হন্তদন্ত ভাবে বাহির হইয়া গেলেন।

রেবা—[দারোগাপত্নীর দিকে সেই ভাবে চাহিয়া চাপা গলায়]—
"সুনীলা !!"

সুনীলা দারুণ বিস্ময়ে আধশোওয়া হইয়া উঠিয়া বসিল।

বাইরে ক্রমাগতই একটা গোলমাল চলিয়াছে—হজৌর, হামারা পহিলেছি সব্ হয়া থা…প্যান্টালুন কোট টুপি, মায় ষ্টেথিস্কোপ পর্যন্ত নিয়ে গেছে মশাই …(শীলার গলায়) আর রেবাদিদির যে কি হয়েছে দারোগাবাবু তা ভগবানই জানেন।…[ষষ্ঠীচরণের গলায়]—আমায় বললেন—ষষ্ঠীচরণ তুই চট্ করে ডেকে নিয়ে আয় দিদি আর জামাইবাবুকে…[দারোগার গলা]…আরে থামো, সব এক এক ক'রে বলো…

রেবা—তুই পোড়ারমুখী দোজবরে দারোগা বিয়ে করে আমায় জ্বালাতে এসেছিস্ ?

[টুপিটা খুলিয়া ফেলিতে চুল এলাইয়া পিঠময় ছড়াইয়া পড়িল। সুনীলা বিস্ময়ে আরও একটু উঠিয়া বসিয়া] রেবা !! একি বেশ, একি কাণ্ড ! তুই এখানে এভাবে ?

বাহিরে ক্রমাগত নানারকমের কথাবার্তা গোলমাল চলিয়াছে—আমি বলছি, দারোগাবাবু, ডাক্তার আমি—আমারই নাম সন্তোষ বিশ্বাস…কি গোলমেলে কথা মশাই, তিনি যে দেখছেন আমার স্ত্রীকে।…না হুজুর ইনিই আমার মুনিব—যতদিন থেকে আছি দেখে আসছি এই চেহারা, এই গলার আওয়াজ …হজৌর, সৌদেশী ডাকু হ্যায়…

সুনীলা—কি কাণ্ডরে, কিছুই বুঝতে পারছি না !

রেবা—সব বলছি, চল্ পাশের ঘরে। শীগগির ওঠ, সন্দেহ ওদের বেড়ে যাচ্ছে, এসে পড়ল বলে সদলবলে।

সুনীলা—[বিমূঢ়ভাবে]—কিন্তু আমার পা !···

রেবা—[সুনীলাকে জবরদস্তি করিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে]—জ্বালাসনি সুনীলা, আমিও যেন দারোগাবাবু,—বিশ্বাস করতে হবে যে মোটর থেকে নামতে গিয়ে ননীর পা এমন মচকে গেছে যে রাণী আর চলতে পারছেন না !

সুনীলা—কিন্তু এসে যখন কাউকে দেখতে পাবে না ?

রেবা—মনে ক'রবে সায়েব-বেশী ডাকাতে বউ নিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু তার জন্মে যখন তাকে হা-সীতা—হা-সীতা করে লঙ্কা পর্যন্ত ছুটতে হবে না তখন অত ভাবনার দরকার নেই তোর। চল্‌, আয় পালিয়ে···

রেবা সুনীলাকে টানিতে টানিতে এবং সুনীলা—"ওরে অত জোরে নয়—অত জোরে নয় রে দস্যি !"—বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দারোগাবাবু, সন্তোষ, বেলা, শীলা এবং তাহাদের পেছনে ষষ্ঠীচরণ ও পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল। দারোগা খাটের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে আরও বেশি হাঁ করিয়া চিত্রাপিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্তোষ প্রশ্ন করিল—কোন ঘরে আছেন তিনি ?

দারোগা—এই ঘরে—এইখানে—এই খাটের ওপর–দু'মিনিট আগে পর্যন্ত ছিল মশাই !—দু'জনেই—এ যে থীফ অব বাগদাদকেও ছাড়িয়ে গেল !···পাঁড়ে !

'হুজৌর' বলিয়া পুলিসটা সামনে আসিয়া জুতায় জুতা ঠুকিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

দারোগা—মকান ঘের লেও জলদি। থানাদার কো বোলাও··· আর দেখো···আর দেখো···আরে জলদি যাও না কেয়া খাড়া হো

করকে দেখতা হ্যায়···মাথা খারাপ করে দেবে মশাই এরা!···

পুলিস—জো হুকুম গরীবপরবর।

যথাপদ্ধতি সেলাম করিয়া এবং যথাপদ্ধতি ঘুরিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে তাহার হুইসিলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে হৈ চৈ ও লোক জড় হওয়ার শব্দ হইতে লাগিল।

দারোগা—এখন করা যায় কি, অ্যাঁ ডাক্তারবাবু? এক বছরও বিয়ে হয়নি মশাই। পাসকরা মেয়ে, অনেক দোষ ছিল, কিন্তু···[অত্যন্ত বিচলিতভাবে হাঁপান]

শীলা—[আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া] ও বেলাদি, আমার অদৃষ্টে এ কী কলঙ্ক রয়ে গেল···দু'দুজন অসহায় মেয়ে···

বেলা বুকে লুটিয়া পড়িতে যাইবে এমন সময় সুনীলা এবং স্ত্রীলোকের সজ্জাতে রেবা ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রেবা প্রথমটা একটু লজ্জিত এবং জড়তা-সম্পন্ন, কিন্তু তখনই বেশ সপ্রতিভভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল। ইহারা যেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল।

শীলা—[ব্যাকুলভাবে রেবার বুকে লুটাইয়া পড়িয়া]—ও রেবাদিদি, তুমি তা'হলে বেঁচে আছ?—ও রেবাদিদি!—ও রেবাদিদি!···কথা কও···

রেবা [ঈষৎ হাসিয়া]—মরলেই তো ছিল ভাল, কিন্তু···

দারোগা [স্ত্রীর দিকে বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া]—ওগো, তুমি আছ তা'হলে?···

রেবা [সুনীলার দিকে একটু ঝুঁকিয়া]—কি রে, মানুষটি যা হেদিয়েছে···[দারোগাকে]—ও বলছে—আপনার কাছে দুর্ভোগের মেয়াদটা পুরো না হলে আর যাবে কোথায়?—না হ'লে তো চমৎকার সুবিধে হয়েছিল।

সন্তোষ—কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি 'না রেবা, তুমি এখানে ?…

রেবা—কি করব ? আপনার বাসায় গিয়ে দেখি চাকর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে আর একজন সায়েব দিব্যি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে…

আর হাসি থামাইতে না পারিয়া মুখে কাপড় দিয়া পাশে সরিয়া গিয়া হাসিতে লাগিল।

দারোগা [একবার বিহ্বলভাবে সবার মুখের পানে চাহিয়া, সুনীলার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া]—কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না, স্রেফ কিচ্ছু না ; সেই কোট প্যাণ্ট পরা ডাক্তারটি…? কোথায় গেলেন তিনি ?

সুনীলা—যা পুলিস দিয়ে বাড়ি ঘেরাও করার ধুম ! সে বেচারি কোট প্যাণ্ট ফেলে…

হাসিতে হাসিতে দুই সখীতে জড়াজড়ি করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

দারোগা—অনেক আজগুবি আজগুবি কেস করেছি মশাই, কিন্তু… [মাথাটা একটু ঝুঁকাইয়া রগ দুইটা টিপিয়া] মাথা আমার গুলিয়ে যাচ্ছে।

রেবা [অন্য ঘর হইতে]—বেলাদি স, শীলা চলে আয় ! ডাক্তারে ততক্ষণ দারোগার মাথার চিকিৎসা করুক।

হাসিতে হাসিতে বেলা ও শীলা বাহির হইয়া গেল।

দারোগা [সন্তোষের পানে চাহিয়া]—কিছু বুঝতে পারছেন ডাক্তারবাবু ?

ষষ্ঠীচরণ [আগাইয়া আসিয়া]—এজ্ঞে আমি ভেবে ভেবে ব্যাপারটা যা ঠাওর করেছি···

সন্তোষ [কড়া ধমক দিয়া]—তুই থাম, বেটা উজবুক। [দারোগার প্রতি] রেবা এসেই আমাদের খবর দিতে বলেছিল মশাই, তাড়াতাড়ি এসে পড়লে এ হাঙ্গামটা আর হয় না। ও বেটা বাসে করে ঘুমুতে ঘুমুতে শ্যামবাজার গেছে, ঘুমুতে ঘুমুতে ফিরে এসেছে—কোথায় বেলগেছে, কোথায় কি···বলে বাস মোটে ইস্‌টার্ট দেয় নি, একঠাঁই দাঁড়িয়ে ছেলো...

ষষ্ঠীচরণ—এজ্ঞে, ঘুমুচ্ছিলুম—একথা তো কৈ সরণ হচ্ছে না, দেখলুম···

দারোগা—[অত্যন্ত উগ্রভাবে]—চোপরও! আরও মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে!

সন্তোষ—আসুন বাইরে, কতকটা যেন আন্দাজ পাচ্ছি—একটু একটু করে।

প্রস্থান

—যবনিকা—

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উপন্যাস

স্বর্গাদপি গরীয়সী ৪৲

নীলাঙ্গুরীয় (৪র্থ সং) ৩৲

দৈনন্দিন ২॥০

গল্প

চৈতালী (সচিত্র) ৩৲

বর্ষায় (সচিত্র) ৩৲

শারদীয়া (সচিত্র) ২৲

হৈমন্তী ৩৲

বরযাত্রী (সচিত্র) ২॥০

ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা